হিরণ্যগর্ভ
দশম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা
২৮শে আশ্বিন, ১৪২৪

Hiranyagarbha
Volume 10, No. 3
हिरण्यगर्भ
दशम वर्ष, तृतीय संख्या
तारिख-१५अक्टूबर,२०१७

২৮শে আশ্বিন, ১৪২৪ | 15th October, 2017

সূচীপত্র a Contents

বাংলা বিভাগ ঃ—	দেবী ললিতা - দুর্গা	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	05
	তত্ত্বদর্শিনী নারী মদালসা	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	07
	জ্ঞানগঞ্জের যোগ প্রসঙ্গে	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	08
	গুরুগীতা	যোগীরাজ শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	10
	যোগীশ্বর রূপে শ্রীশ্রীসরোজ বাবা	শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়	11
	যোগ প্রসঙ্গে উপলব্ধিত আলোকে	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	12
	যৌগিক চেতনায় শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব	অধ্যাপক শ্রীহরপ্রসাদ রায়	13
	আধ্যাত্মিক প্রশ্নোত্তরী	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	14
	নিত্যসিদ্ধ মহাত্মার দিব্যদর্শনে—শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা	শ্রীবিষ্ণুপদ সিদ্ধান্ত ঠাকুর	15
	জীবনাভাস	শ্রীঅর্দ্ধেন্দু শেখর চট্টোপাধ্যায়	16
	শ্রীশ্রীভগবান কিশোরী মোহনের পত্রাবলী	বৃহৎ কিশোরী ভাগবত	17
	কুরুক্ষেত্র দেখে এলাম	শ্রীবিজন কুমার সেনগুপ্ত	18
	গীতা ভাবনা	অধ্যাপক ডক্টর উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	19
	বিশ্বপিতার সৃষ্টিখেলা	শ্রীমতী বীণা চৌধুরী	20
	শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম বদ্রীনাথধাম ভ্রমণ কথা	স্বামী সংবেদানন্দজী	21
	রাজস্থানের সুপ্রসিদ্ধা শ্রীশ্রীসতীমায়ের লীলামৃত	শ্রীমতী বীণা চৌধুরী	23
	রাজা পৌণ্ড্রক ও পুত্র সুদক্ষিণ	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	25
	নিরুক্তশাস্ত্রের দৃষ্টিতে বৈদিক দেবতার স্বরূপ আলোচনা	অধ্যাপক ডক্টর উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	26
हिन्दी विभाग ः—	देवी ललिता – दुर्गा	श्रीमती ज्योति पारेख	28
	योगीश्वर के रूप में श्रीश्रीसरोज बाबा	श्रीचंद्र पारेख	30
	श्रीश्रीभगवान किशोरी मोहन की पत्रावली	श्रीविमलानन्द	31
	श्रीश्रीमाँ की प्रथम बद्रीनाथधाम यात्रा	श्रीमती ज्योति पारेख	32
	आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी	श्रीमती ज्योति पारेख	34
	नित्यसिद्ध महात्मा के दिव्य दर्शन में – श्रीरामकृष्णलीला	श्रीमती सुशीला सेठिया	35
	गुरुगीता	श्रीश्रीमाँ सर्वाणी	36
	उन्मेष	श्रीमती सुशीला सेठिया	37
	ज्ञानगंज के योग प्रसंग पर	श्रीविमलानन्द	39
	तत्त्वदर्शिनी नारी मदालसा	श्रीमती ज्योति पारेख	41
	योग प्रसंग पर उपलब्धित आलोक	श्रीविमलानन्द	42
	राजा पौण्ड्रक व पुत्र सुदक्षिण	श्रीमती ज्योति पारेख	43
English Section ः—	Radha-Lalita-Durga	Prof. Partha Pratim Chakrabarti	44
	Biography of Manicklal Dutta	Dr. Barun Dutta	47
	Sri Sri Saroj Baba as Spiritual Supremo	Dr. Barun Dutta	49
	Gems from the Garland of Letters	Sri Arnab Sarkar	51
	The Philosophy of Truth	Dr. Barun Dutta	53

ISBN No. 978-81-935091-0-4 Cover : Sree Sree Maa Durga

Printed and Published by Dr. Barun Dutta on behalf of Mata Sharbani Trust, Plaza Housing, Vill : Jagannathpur (Shibrampur), P.O. : Ashuti, Pin : 700141, 24 Parganas (South), West Bengal, India. Tel : (033) 2488-1826, website : www.akhanda-mahapeeth.org, Email : akhanda.mahapeeth@gmail.com. Printed at : Rama Art Press, 6/30, Dum Dum Road, Kolkata-700 030, Tel : 2557-4419

Editor : Shri Arnab Sarkar • Associate Editors : Smt. Keya Chakraborty and Shri Mohit Shukla

সম্পাদকীয় / Editorial

ঘন মেঘের আস্তরণ ছিঁড়ে, এখানে-ওখানে সূর্য্যকিরণের ঝিলিক উঁকি দিতেই, বাতাসে পুজো-পুজো গন্ধ। কাশের বনে লেগেছে হাওয়ার মাতন, ধানের শিষের প্রভাতী হাওয়ার পরশে প্রথম হিমবিন্দু। শরতের আকাশে বাতাসে আনন্দময়ী মায়ের মঞ্জির-ধ্বনি অনুরণিত হচ্ছে দিগ্-দিগন্তে। আনন্দময়ী ধরণী তাই আজ আগমনী গীতমুখরা।

এই শারদ প্রাতে অন্তরের ভক্তি-বিনম্র আকুতি নিয়ে আশ্রম প্রাঙ্গণে আমরা আয়োজন করেছি মাতৃ-বন্দনার, সাথে এনেছি হিরণ্যগর্ভের এই অকিঞ্চিৎকর অর্ঘ্য।

হিরণ্যগর্ভের এই শারদীয় সংখ্যায় শ্রীশ্রীমা বিধৃত করেছেন শ্রীশ্রীললিতা দেবীর মাহাত্ম্য। দেবী ললিতা গোলোকের শ্রীশ্রীরাধারাণীর কায়বূহ্যের অষ্টসখীর মধ্যে প্রধানা—ইনিই দিব্যতেজসম্পন্না, সাক্ষাৎ যোগমায়ার স্বরূপ। দেবী ললিতা, দেবী দুর্গার মাধুর্য্যমণ্ডিত রূপ ও দেবী দুর্গা, দেবী ললিতার মহৈশ্বর্য্যমণ্ডিত রূপ। তাই দেবী ললিতা-দুর্গা হলেন মহাশক্তি-স্বরূপিণী, অনন্তবীর্যা বৈষ্ণবীশক্তি—বিশ্ববীজরূপা ও ওঙ্কারেশ্বরী। দেবী দুর্গা যোগমার্গে মোক্ষ প্রদায়িণী আর দেবী ললিতা ভক্তিমার্গের সঞ্চালিকা শক্তি স্বরূপা।

আজ দেবীপক্ষের পুণ্য প্রভাতে সেই পরম মঙ্গলময়ী, আদ্যাশক্তি-স্বরূপিণী ললিতা মাতৃকা, পরমপূজ্য গুরুমহারাজবৃন্দ, আমাদের শ্রীশ্রীবাবা ও শ্রীশ্রীমায়ের চরণে আমরা আমাদের অন্তরের বিনম্র অর্ঘ্য নিবেদন করে ধন্য হলাম। সততঃ প্রার্থনা করি আমাদের আধ্যাত্মিক যাত্রাপথে তাঁদের স্নেহাশীর্বাদ ও করুণা যেন আমাদের সহায় হয়।

।। ওঁ তৎ সৎ।।

Flickers of sunlight have started to pour through the chinks in the clouds as they lift up their dense rainy cover. One can feel the advent of the festival season in the ambience as the plumes of "kash" dance their heads in the swaying breeze and the first tiny droplets of dew condense on the green leaves in the open fields. The advent of Mother Goddess rings in the air as nature prepares herself for Her grand welcome.

Like in the previous years, we are preparing ourselves to worship the Eternal Mother at our Ashram premises with piety, devotion and verve. Let the aroma of flower and incense hang heavy in the air even as the call of conch shells heralds Her glorious advent.

In this Puja edition of Hiranyagarbha, Sree Sree Maa has expounded the spiritual glory of Lalita Devi. Devi Lalita is the chief consort of Sree Sree Radharani, the divine Goddess of Golaka. Devi Lalita, who emanated from the divine form of Sree Radhika, is imbued with infinite energy and is the embodiment of Yogmaya, the Supreme Primordial Mother. She is the affectionate form of Devi Durga, the Goddess of power. Thus, Devi Lalita-Durga is the epitome of all energy in this universe; all beings, animate or inanimate, evolve from them. She is the Eternal Mother. As Devi Durga, She blesses the saints in the path of emancipation while, as Devi Lalita, She embellishes them with profound "bhakti".

On this auspicious day, we offer our heart-felt homage to the lotus feet of Lalita-Durga, the Mother Goddess, and to all our Guru Maharajas, our beloved Shri Shri Baba and Sree Sree Maa and humbly pray for their kind compassion and blessings in our spiritual journey forward.

দেবী ললিতা - দুর্গা

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

গোলোকের শ্রীরাধিকার কায়ব্যূহের অষ্টসখীর মধ্যে প্রধানা যিনি তিনিই দেবী ললিতা। গোলোকে শ্রীরাধার রোমকূপ হইতে ইঁহার আবির্ভাব। ইনি দিব্যতেজসম্পন্না যোগমায়ার স্বরূপ। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ মতে গোলোকে মহাভাবদ্যুতি শ্রীরাধিকার রোমকূপ হইতেই সকল গোপিনীর উদ্ভব হয়। দেবী যোগমায়া সাক্ষাৎ সনাতনী আদ্যাশক্তি। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির অভিমুখে ইনিই আবার দেবী মহামায়া দুর্গা। অতএব যিনি 'ললিতা', তিনিই 'দুর্গা' এবং শ্রীরাধিকা ও ললিতার কোন ভেদ নাই। উহারা দুজনে একরস। দেবী ললিতা স্বভাবে প্রখরা, দিব্যতেজদীপ্তা, মহাভাব সম্পন্না ভগবতীরই অভিন্ন এক রূপ। দেবী ললিতা-দুর্গা হইলেন মহাশক্তি স্বরূপিণী বৈষ্ণবীশক্তি অনন্তবীর্য্যা, 'বিশ্বস্যবীজং পরমাসি মায়া' অর্থাৎ ইনিই বিশ্বের বীজরূপা ওঙ্কারেশ্বরী ও পরমা মায়া স্বরূপিণী পরমা প্রকৃতি, বিশ্বের আদি কারণ ও শিবপত্নী। শিবপত্নীরূপে ইনি 'ললিতা-গৌরী'। শিবপত্নী দেবী পার্বতী তাই মাতৃকাগণের মধ্যে 'বৈষ্ণবী' নামে খ্যাতা।

পুরাণ প্রসিদ্ধ মহিষাসুর দেবতাদের স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিয়া স্বর্গরাজ্য লাভ করেন। তখন দেবতারা বিপন্ন হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। এমত সংকটে ব্রহ্মা শিব ও দেবতাগণকে সঙ্গে করিয়া ভগবান বিষ্ণুর নিকট গমন পূর্বক তাঁহাকে তাঁহাদের দুরাবস্থার কথা বিবৃত করেন এবং তাঁহাদের বিপদ হইতে রক্ষা করিতে অনুরোধ করেন; কারণ, ব্রহ্মার বরদানের ফলেই মহিষাসুর পুরুষের অবধ্য হইয়াছে। ভগবান বিষ্ণু তখন বলেন যে, এই দুর্ধষ্য অসুররাজকে বধ করিতে হইলে নিজ নিজ জায়ার সহিত মিলিত হইয়া, স্ব-স্ব তেজের নিকট এই প্রার্থনা করিতে হইবে যে, এই সমবেতভাবে উৎপন্ন তেজোরাশি হইতে এক অমিততেজা নারীমূর্তি যেন আবির্ভূতা হন। সেই অনন্তবীর্য্যবতী নারীই অসুররাজ মহিষাসুরকে বিনাশ করিবেন। এই কথা শ্রবণে ব্রহ্মা, শিব, বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদি দেবতাদের দেহ হইতে তেজ নির্গত হয় এবং সেই সমষ্টিভূত তেজোরাশি হইতে এক অসামান্যা সৌন্দর্য্যশালিনী জ্যোতির্ময়ী নারীমূর্তি আবির্ভূতা হন। তখন সকল দেবতাগণ তাঁহাদের নিজ নিজ অস্ত্রসমূহ এঁনাকে প্রদান করেন। এই দেবী মহিষাসুরকে তিন বার বধ করেন। প্রথমে অষ্টাদশভূজা 'উগ্রচণ্ডা' রূপে, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার দশভূজা 'দুর্গা' রূপে। একদিন রাত্রিকালে মহিষাসুর নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখেন যে দেবী ভদ্রকালী তাঁহার শিরচ্ছেদ করিয়া রক্তপান করিতেছেন। দেবী 'ভদ্রকালীর' মূর্তি স্বপ্নে দর্শন করিয়া ভয়ভীত মহিষাসুর এই মূর্তির আরাধনা করেন। পূজায় সন্তুষ্ট হইলে দেবী মহিষাসুরের নিকট আবির্ভূতা হন। তখন মহিষাসুর দেবীকে বলেন, ''একদা কাত্যায়ন মুনির শিষ্য রৌদ্রাশ্ব হিমালয়ে তপস্যা করিতেছিলেন। সেই সময় আমি স্ত্রীমূর্তি ধারণ করিয়া তাঁহার তপোভঙ্গ করি। তখন গুরু কাত্যায়ন শাপ দেন, স্ত্রীরূপে শিষ্যকে মোহিত করিবার জন্যে স্ত্রীর দ্বারাই আমার মৃত্যু হইবে। এখন আমার মৃত্যুকাল সমুপস্থিত। তাই মৃত্যুর পূর্বে আমি একটি বর প্রার্থনা করিতেছি। আমি আপনার অনুগ্রহে যজ্ঞভাগ প্রার্থনা করিতেছি এবং আপনার পদসেবকরূপে চিরকাল বাস করিয়া যেন সর্বজন পূজিত হই।'' তখন দেবী বলিলেন, ''যজ্ঞভাগ দেবতাদের মধ্যে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে, অতএব আমি তোমায় বর দিতেছি যে আমার দ্বারা নিহত হইলেও তুমি আমার চরণ ত্যাগ করিবে না। যেখানে আমার পূজা হইবে, তথায় তুমিও পূজিত হইবে। উগ্রচণ্ডা, ভদ্রকালী ও দুর্গা, এই ত্রিমূর্তিতে তুমি সর্বদা আমার পদলগ্ন হইয়া দেবতা, মানুষ ও রাক্ষস দিগের পূজ্য হইবে।''

দেবী-ললিতা, দেবী-দুর্গার মাধুর্য্যমণ্ডিত রূপ আর দেবী-দুর্গা হইলেন দেবী-ললিতার মহৈশ্বর্য্যমণ্ডিত রূপ। দেবী-দুর্গা

হইলেন জীবের দুর্গতিনাশিনী শক্তি; জীবসত্তায় প্রবৃত্তিমার্গে আসুরিক বৃত্তিনিচয়কে বধ করিয়া জীবকে দেবত্বে উন্নীত করাই দুর্গাশক্তির কর্ম। ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া, এই তিন শক্তির সমরস্যতা এবং সমষ্টিভূত শক্তিই 'দুর্গা'। দুর্গাশক্তি আত্মসত্তা নির্মাণকারী মহাশক্তি। দেবী দুর্গা সাধকের গতিপথে যোগমার্গে মোক্ষ প্রদায়িনী। আবার দেবী ললিতা রূপে তিনিই ভক্তিযোগের প্রেমমার্গ।

শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী ভগবতী শ্রীরাধার পঞ্চ প্রকার সখী মধ্যে শ্রীললিতা পরম প্রেষ্ঠ বা প্রাণপ্রেষ্ঠ সখী। শ্রীললিতার মধ্যে দিব্যতা ও নিত্যসিদ্ধতা স্বভাবসিদ্ধ। ললিতা, বিশাখা, সুচিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী ও সুদেবী এই ৮টি শ্রীরাধার পরমপ্রেষ্ঠ ও পরমশ্রেষ্ঠ সখী। ইহাদের তুল্য সর্বগুণসম্পন্না কেহ নাই। শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রতি ইঁহাদের সমান প্রেম-পরাকাষ্ঠা। অষ্টসখী মধ্যে শ্রীললিতাই প্রধানা। দেবী ললিতার নিজস্ব যূথ-মণ্ডল রহিয়াছে; সেই পরিমণ্ডল মধ্যে অষ্টসখী প্রধানা। উহাদিগের নাম যথাক্রমে রত্নপ্রভা, রতিকলা, সুভদ্রা, বর্তিকা, সুমুখী, ধনিষ্ঠা, কলহংসী ও কলাপিনী। ভূলোকের বৃন্দাবনলীলায় অবতরণের সময় শ্রীললিতা সখীর পিতা ছিলেন 'বিশোক' এবং মাতা ছিলেন 'শারদী'। 'বিশোক' অর্থাৎ অশোক এবং 'শারদী' অর্থাৎ শারদীয়া ঋতুশক্তি। শরৎকালেই ভগবান শ্রীরামচন্দ্র দেবী ভগবতীর অকালবোধন সম্পন্ন করেন, তাই দেবী দুর্গার আরেক নাম হল 'শারদা'। ললিতাদেবীর পতি হইলেন 'ভৈরব' গোপ। অতএব দেবী ললিতা হইলেন 'ললিতা-ভৈরবী', দেবী দুর্গারই নামান্তর। দেবী দুর্গারও নবশক্তির যোগিনী-পরিমণ্ডল রহিয়াছে; যথা - ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী, ইন্দ্রাণী, শিবদূতী ও চামুণ্ডা। এই নবশক্তি নবদুর্গার (শৈলপুত্রী, ব্রহ্মচারিণী, চন্দ্রঘন্টা, কুষ্মাণ্ডা, স্কন্দমাতা, কাত্যায়নী, কালরাত্রি, মহাগৌরী ও সিদ্ধিদাত্রী) শক্তির মধ্যে সমাহিত। এই প্রকারে দেবী দুর্গা অনেকানেক রূপধারিণী অনন্তরূপা দুর্জ্ঞেয়া নিত্যা জগন্মোহিনী। দেবী দুর্গার কিশোরী কুমারী রূপই 'ললিতা'।

দেবী ললিতা-দুর্গা মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্মরূপে সৃষ্টিমধ্যে অবস্থান করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহাকে 'মহামায়া' বলা হয়। সৃষ্টিকালে তিনি শ্রী, বুদ্ধি, স্মৃতি, ধৃতি, শ্রদ্ধা, মেধা, দয়া, লজ্জা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্ষমা, অক্ষমা, কান্তি, শান্তি, পিপাসা, নিদ্রা, তন্দ্রা, জরা, অজরা, বিদ্যা, অবিদ্যা, স্পৃহা, বাঞ্ছা, শক্তি, অশক্তি, অস্থি, মজ্জা, ত্বক, দৃষ্টি, সত্যাসত্যরূপে প্রতিভাত হন। দেবী ভাগবতে আছে যে দেবী ভগবতীর দেহ কোটি কোটি সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল হইলেও কোটি কোটি চন্দ্রের ন্যায় মধুর ও শীতল। তিনি কোটি, কোটি, কোটি বিদ্যুল্লতার ন্যায় লাবণ্যময়ী। শ্রীমহাভারতে (৪২ অঃ - ৪৫ শ্লোঃ) বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মরূপিণী সর্বলোকমাতা ভগবতী দেবী ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেও আছেন, আবার ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরেও আছেন। তাঁহার ভগবতী মূর্তি পৌরাণিক এবং ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে যে মূর্তি আছে তাহা তান্ত্রিক। বৈকুণ্ঠ ও গোলোকেরও বহু ঊর্দ্ধে তিনি অবস্থান করেন। তিনি পরমব্রহ্ম স্বরূপিণী। আবার তিনি বিশ্বাত্মিকা, নিরুপমা, নিরুপদ্রবণ, সূক্ষ্মা ও জগতের স্থিতি-লয়াদির একমাত্র কারণ। তিনি সগুণা এবং নির্গুণা দুই-ই। বাক্যদ্বারা সেই দেবীর সম্বন্ধে বর্ণনা করা যায় না। সেই ভগবতী দেবী ললিতা-দুর্গার চরণে জানাই অনন্তকোটি প্রণাম।

—প্রসীদ প্রসীদ দেবি ভগবতী ললিতা দুর্গে—

আদিশক্তি মা প্রণবজ্যোতির আলোকে নিরন্তর স্নাত হন। তিনি নিজে প্রণবস্বরূপা প্রণবেশ্বরী হয়ে যখন সগুণাকার প্রাপ্ত হন, তখন তিনি তাঁরই বিশুদ্ধ চিৎজ্যোতির আলোকে স্নাত হন। ঠিক গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার মত।

হৃদয়ে দুর্গাশক্তি জাগ্রতা হলে যখন হৃদ্‌পদ্ম খোলার মত হয় তখন সাধক অবিরত ঢাকের আওয়াজ শুনতে পান। আর হৃদয়পদ্ম একবার পূর্ণরূপে উন্মুক্ত হয়ে গেলে তখন শোনা যায় ঢোলের আওয়াজ। ঢোল, মৃদঙ্গ, খোল ইত্যাদি আরও অনেক প্রকার অনাহত ধ্বনি শোনা যায়। এইজন্যে শক্তিপূজায় ঢাক বাদ্যের প্রচলন আছে। আর ভক্তির আরাধনায় ঢোল, মৃদঙ্গ, খোল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয়। প্রথমটা হল ঐশ্বর্য্য মণ্ডিত অনাহত নাদধ্বনি এবং দ্বিতীয়টি হল মাধুর্য্যমণ্ডিত অনাহত নাদধ্বনি। দুইয়ের উৎসস্থলই হল হৃদয় কেন্দ্র। **—শ্রীশ্রীমা (বোধোদয় পুস্তক)**

তত্ত্বদর্শিনী নারী মদালসা

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুর কন্যা 'মদালসা' একজন ধার্মিক তত্ত্বদর্শিনী নারী ছিলেন। ইক্ষ্বাকুবংশীয় মান্ধাতার অন্যতম পুত্র ছিলেন শত্রুজিৎ। শত্রুজিৎ (প্রতর্দ্দন) মহাবল - পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। ইন্দ্র তাঁহার যজ্ঞে সোমরস পান করিয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন। এই শত্রুজিতের পুত্র ঋতধ্বজ (কুবলয়াশ্ব) মহর্ষি গালবকে রক্ষা করিতে গালবের আশ্রমে যান। একদিন গালব সন্ধ্যাবন্দনায় রত আছেন, এমন সময়ে এক দানব শূকরের মূর্তি ধারণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন ঋতধ্বজ তাহাকে অনুসরণ করিয়া শরবিদ্ধ করিলেন কিন্তু সে অতি দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। ঋতধ্বজ তখন অশ্বারোহণে দানবকে অনুগমন করিলে সে এক বৃহৎ গর্তে প্রবিষ্ট হয়। তখন ঋতধ্বজও সেই বৃহৎ গর্ত মধ্যে প্রবেশ করিলেন কিন্তু দানবরূপী শূকরটির কোন সন্ধান পাইলেন না। তিনি তখন শূকরকে খুঁজিতে খুঁজিতে পাতালে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথায় ইন্দ্রপুরীর মত শত শত প্রাসাদ দেখিতে পাইলেন। সেখানে কোন এক প্রাসাদে একটি কুমারীকে পালঙ্কে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি উহার পরিচয় লইয়া জানিতে পারিলেন যে ইনি গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুর কন্যা - মদালসা। বজ্রকেতু নামক পাতালবাসী এক জনৈক দানবের পুত্র পাতালকেতু মদালসাকে হরণ করিয়া এখানে লইয়া আসিয়াছে এবং শীঘ্রই বিবাহ করিবে। যে ব্যক্তি শরপ্রহারে এই দানবকে বিদ্ধ করিবেন, তিনিই এই মদালসার স্বামী হইবেন। তৎপরে ঋতধ্বজ তাঁহার সমস্ত পরিচয় মদালসাকে দিলেন এবং কি করিয়া তিনি এখানে আসিলেন তাহাও জানাইলেন। এই ঋতধ্বজই এই দানবকে শরবিদ্ধ করিয়াছেন জানিতে পারিয়া কুমারী মদালসা তখন তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন। তখন কুলগুরুর দ্বারা এই বিবাহ যথাবিধি সম্পন্ন হইল। তারপর ঋতধ্বজ মদালসাকে লইয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া আদ্যপান্ত ঘটনার বিবরণ দিলেন।

এই ঘটনার বহুকাল পরে রাজা ঋতধ্বজকে পুনঃ ব্রাহ্মণদের রক্ষার জন্য চতুর্দিকে পর্য্যটন করিতে প্রেরণ করিলেন। এই সময় যমুনাতীরে এক আশ্রমে পাতালকেতুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা তালকেতু মায়াবলে মুনিরূপ ধারণ করিয়া আশ্রমে বসবাস করিতেছিল। সেখানে ঋতধ্বজ আসা মাত্রই পূর্বের শত্রুতা স্মরণ করিয়া সে ঋতধ্বজের নিকট হইতে যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্যে দক্ষিণা প্রার্থনা করিল। তখন ঋতধ্বজ তাহাকে তাঁহার কণ্ঠহার দান করিয়া আশ্রম রক্ষার ভার দিলেন। এই সুযোগে তালকেতু ঋতধ্বজের পিতার নিকট গিয়া মিথ্যা রটনা করিলেন যে যজ্ঞদ্বেষী দৈত্যদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাঁহার পুত্র ঋতধ্বজ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। মদালসা স্বামীর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তখনই প্রাণত্যাগ করিলেন।

ইহার পর তালকেতুর হস্ত হইতে মুক্তি পাইয়া ঋতধ্বজ পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিলে রাজা তখন আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন এবং তাঁহার মিথ্যা মৃত্যু-সংবাদ পাওয়ার জন্য অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন। মদালসার মৃত্যু-সংবাদে ঋতধ্বজের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেলে তখন ঋতধ্বজের পূর্ব সুহৃদ, নাগরাজ অশ্বতরের দুই পুত্র, মদালসাকে জীবিত করিয়া দিবার জন্যে পিতাকে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। নাগরাজ অশ্বতর মহর্ষি কশ্যপ ও কদ্রুর দ্বাদশ পুত্রের অন্যতম। ইনি শিবের উপাসক ছিলেন। নাগরাজ অশ্বতর তখন পত্নী শোকগ্রস্ত ঋতধ্বজের কথা ভাবিয়া ঋতধ্বজ পত্নী মদালসাকে কন্যারূপে লাভ করিবার জন্যে মহাদেবকে তপস্যায় তুষ্ট করিতে হিমালয়স্থ এক তীর্থে কঠিন-কঠোর তপস্যায় রত হইলেন। ইহার পরে অশ্বতর তপোবলে অসাধ্য সাধন করিয়া মহাদেবকে তপস্যায় প্রীত করিলে তখন শিব ও সরস্বতী তাঁহাকে বর দিলেন, ''মদালসা যে বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, সেই বয়সেই নাগরাজের কন্যারূপে জাতিস্মরা হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন।'' (নাগরাজ অশ্বতর পূর্বে একসময় দেবী সরস্বতীকে তপস্যায় তুষ্ট করেন এবং সমস্ত স্বরের শ্রুতি, স্বরগ্রাম এবং মূর্ছনাগুলি যাহাতে তাঁহার আয়ত্তাধীন হয় সেই বর তিনি দেবী সারদার নিকট প্রাপ্ত হন। — মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত কুবলয়াশ্ব-মদালসার উপাখ্যানে রহিয়াছে।) তখন নাগরাজ আবার ধ্যানমগ্ন হইলেন এবং সেই অবস্থায় তাঁহার দক্ষিণ কর্ণ হইতে মদালসার জন্ম হইল। তখন নাগরাজের পুত্রদ্বয় ঋতধ্বজকে নাগলোকে লইয়া যাইল। তারপর পুত্রদ্বয় পিতাকে ঋতধ্বজের নিকট মদালসাকে আনিতে অনুরোধ করিল। পিতা মদালসাকে ঋতধ্বজের সম্মুখে আনয়ন করিলেন এবং

তিনি মদালসাকে কেমন করিয়া পুনর্জীবিত করিয়াছেন তাহা ঋতধ্বজকে বলিলেন। তারপর ঋতধ্বজ স্ত্রীকে লইয়া নিজরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিয়া পিতাকে সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন।

রাজা শত্রুজিতের মৃত্যুর পর ঋতধ্বজ রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। কালক্রমে মদালসার চারপুত্র জন্মগ্রহণ করে। মদালসা তাঁহার এক পুত্রকে গার্হস্থ্যধর্ম, এক পুত্রকে রাজধর্ম ও আর এক পুত্রকে ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে নানা উপদেশ দেন। চতুর্থ পুত্রের হস্তে রাজর্ষি ঋতধ্বজ রাজ্যভার অর্পণ করিয়া সস্ত্রীক বনে তপস্যার উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেন।

(*সহায়ক গ্রন্থ—মার্কণ্ডেয় পুরাণ*)

জ্ঞানগঞ্জের যোগ প্রসঙ্গে

শ্রীবিজন কুমার সেনগুপ্তের বিশেষ অনুরোধে ডঃ গোপীনাথ কবিরাজজীর ১৮টি পত্রের সাধন মার্গের নিগূঢ় তত্ত্ব ও সাধন প্রণালীর উপর শ্রীশ্রীমায়ের যোগ ব্যাখ্যা —

ডঃ গোপীনাথ কবিরাজের পত্রাবলী প্রসঙ্গেঃ—

মরমী সাধক ডঃ গোপীনাথ কবিরাজজীর গুরুভ্রাতা শ্রীঅক্ষয় কুমার দত্তগুপ্ত মহাশয়কে জ্ঞানগঞ্জের সাধন মার্গের ক্রিয়াযোগের যে সকল নিগুঢ় তত্ত্ব, তথ্য এবং সাধন প্রণালীর বিষয় চিঠিতে উল্লেখ করেছেন তারই কয়েকটি প্রশ্ন :—

৬। পত্র ৭) তৃতীয় ভাগ -

কবিরাজজী লিখেছেন -''গুরুদেব দেহে অবস্থানকালে

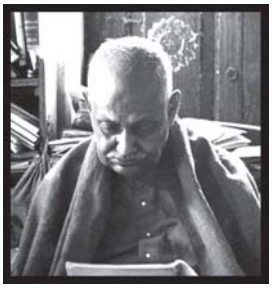

১০৭ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দেহত্যাগের অব্যবহিত পূর্বক্ষণে ১০৮-এ প্রবেশ করিয়াছিলেন। ১০৭ বা মহাগুণ পরম সাম্যাবস্থা, মহাযোগী ভিন্ন কেহই ১০৭কে অতিক্রম করিয়া অক্ষত স্বরূপে অবস্থিতি এবং পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যে উপলব্ধি করিতে পারেন না।'' — (এই বিষয়ে শ্রীশ্রীমার বক্তব্য।)

''মহাচিতা হইতে মহাকুণ্ডল রচনা আরম্ভ হয়।'' এই মহাকুণ্ডল বিজ্ঞানে তন্ত্র, মন্ত্র ও যন্ত্র, তিনটির রহস্যের ব্যাখ্যা এবং মহাকুণ্ডলের বিবরণ ও বিশ্লেষণ —(শ্রীশ্রীমা যদি আলোচনা করেন।)

উত্তর — পত্র ৭-এর তৃতীয় ভাগ — ১০৭ মহাগুণ পরম সাম্যাবস্থা। অর্থাৎ, ১০৭-এ উপনীত মহাযোগী সগুণ ও নির্গুণ মহা-মহাজ্ঞানের অধিকারী হইয়া পরমশিব হন। এ অবস্থায় যোগী পরমবোধি দ্বারা বোধগম্য করেন যে নির্গুণ পরমব্রহ্ম হইতেই সগুণের প্রকাশ হয় এবং সগুণ স্বভাবে নির্গুণকে জ্ঞান করা সম্ভব হয়। মহাত্মা তুলসীদাসজী বলিয়াছেন —

''অগুণ হি সগুণ হি নাহি কছু ভেদা, গাবত মুনি পুরাণ বুধ বেদা।। অগুণ অরূপ অলখ অজ জোঈ, ভগত প্রেম বস সগুণ সো হোঈ।।'' — অর্থাৎ, নিরাকার সাকার ব্রহ্মে কোন ভেদ নাই; নিরাকার ব্রহ্মই ভক্তের আকুল ক্রন্দনে প্রেমের বশীভূত হইয়া সাকার স্বরূপ ধারণ করিয়া, ভক্তের ক্লেশ নাশ করিয়া তাহাকে সুখ প্রদান করেন। ১০৭ অবস্থায় ঠিক ঐ ভাবের উন্মীলন হয়। এ অবস্থাকেই মহাগুণের সাম্যাবস্থা বলা হয়। মহাযোগীশ্বর ভিন্ন কেহই ১০৭-কে অতিক্রম করিয়া অক্ষত বা অক্ষয় স্বরূপে অবস্থান এবং পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন না। মহাযোগীশ্বর রূপ পরমশিব তিনিই যিনি নির্বিকল্প সমাধি অবস্থা হইতে ব্যুত্থান প্রাপ্ত হন। পরমশিব নির্বাণকে ভেদ করিতেই সক্ষম হন। শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব স্থূলদেহে অবস্থানকালে যোগমার্গের ১০৭ পর্য্যন্ত (অর্থাৎ ১০৭ মহাগুণ প্রকৃতিতত্ত্বের সাম্যাবস্থায়) উপনীত হইয়াছিলেন আর পূর্ণ শিবাবস্থা অবলম্বন করিয়া ঁনবমুণ্ডির আসনে উপনীত হইয়া দেহত্যাগের অব্যবহিত পূর্বক্ষণে ১০৮-এ পুরুষোত্তম অবস্থার সাধনের প্রথম পদক্ষেপে পদার্পণ করিয়া হিরণ্যগর্ভে স্থিত হইয়াছিলেন।

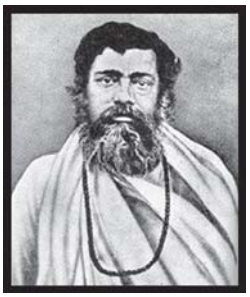

শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব

'পরমার্থ প্রসঙ্গের' ৯ম খণ্ডে শ্রীকবিরাজ মহাশয় ১০৭, ১০৮, ১০৯-এর অর্থ বলিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, ''এই জাগতিক সৃষ্টি ৪৯ টি অণুর (বা মাতৃকাবর্ণের) সমন্বয়ে যার সমষ্টি ১ মিলিয়া ৫০। ৫০ টি অনুলোম এবং ৫০টি বিলোম নিয়ে হয় ১০০। এই ১০০-র মধ্যেই সমগ্র সৃষ্টি নিবদ্ধ।

এরপর সাধারণতঃ মহাশূন্য ধরা হয়। যোগীরা ভিন্ন এরপর কেহ যাইতে পারেন না। তাঁর গুরুদেবের আবির্ভাবের পূর্বে (শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব) ১০৫ পর্য্যন্ত এই সৃষ্টি extension করিয়াছিলেন যোগীর উদ্‌বৃত্ত কর্মের দ্বারা। শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব নিজস্ব যোগশক্তিবলে সেই সৃষ্টির পরিধি বাড়িয়ে দেন ১০৭ পর্য্যন্ত।'' (অর্থাৎ, মহাশূন্য বা মহাব্যোম রাজ্যে প্রথমে ১০০ হইতে ১০৫ পর্য্যন্ত এবং তৎপরে ১০৭ পর্য্যন্ত চিদ্‌সাম্রাজ্যে সৃষ্টি উদ্ভাসিত করা হইয়াছিল। ১০৭ হইতেছে পরমা প্রকৃতি (মহাগুণ - সগুণ / নির্গুণ) ''১০৫ হইতে ১০৬ পর্য্যন্ত vacant space ছিল। অবশ্য এই সৃষ্টি স্থূল দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। যেমন জ্ঞানগঞ্জ ধরা পড়ে না স্থূল দৃষ্টিতে।

১০৭ হইতেছে পরমা প্রকৃতির রাজ্য ১০৮ হইতেছে পরমপুরুষ। ১০৭ হইতে ১০৮-এর যে ব্যবধান তাহা মৃত্যুকে বাদ দিয়া কেহ পৌঁছাইতে পারেন না।'' — এই কারণেই শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব দেহত্যাগের অব্যবহিত পূর্বক্ষণে ১০৮-এ প্রবেশ করিয়াছিলেন।

মহাকুণ্ডল বিজ্ঞান রহস্য আরম্ভ হয় ''চিতা সাধনা'' হইতে। তন্ত্রযোগমার্গে এই চিতা-সাধনা শব-সাধনা বলিয়া পরিচিত; ইহাতে মন্ত্র ও যোগ-তন্ত্র সাধনই প্রধান। এই চিতা সাধনা যোগমার্গে অন্যভাবে সাধিত হয়। কখনো কখনো কোন সুউন্নত সাধকযোগী দেহত্যাগের পরে তাঁহার সমাধি-সৌধের উপর আসন নির্মাণ করিয়া উহাতে উপবেশন করিয়া জগতের কল্যাণকর কর্ম সাধন করিয়া থাকেন এবং তাঁহার সেই শবদেহ বা শবদেহ-ভস্মের স্তূপের আসনে নিজস্ব স্বতন্ত্র সাধনাও করিয়া থাকেন সূক্ষ্মদেহে। সূক্ষ্মদেহে যোগারূঢ় হইয়া সাধনা করিতে করিতে ক্রমান্বয়ে তিনি ঊর্ধ্ব হইতে ঊর্ধ্বতন লোকে গতিলাভ করিতে পারেন। এই সাধনাকে বলে ''চিতা সাধনা''। ইহাও সদ্‌গুরুর অনুকম্পা ভিন্ন হওয়া সম্ভব নয়। এই সাধনা করিতে করিতে সৃষ্টিতত্ত্বের চেতনার প্রত্যেকটি স্তরেই সমাধি যোগাসীন হইয়া যোগী স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হইতে কারণ জগৎ পর্য্যন্ত গতিলাভ করেন। ইহার পর বোধ বিকাশের সপ্তম ভূমিতে সত্যলোকে গতি প্রাপ্ত হইয়া বহুকাল তপস্যার পর যখন যোগী নির্বিকল্প সমাধিতে প্রবিষ্ট হন তখন নির্বিকল্প সমাধি হইতে গুরুকৃপা ভিন্ন যোগীর ব্যুত্থান হয় না। যিনি গুরুকৃপায় নির্বিকল্প সমাধি হইতে জাগ্রত অবস্থা প্রাপ্ত হন অর্থাৎ, যে যোগী নির্বাণকে ভেদ করিতে সক্ষম হন, তাঁহার জীবত্ব চিরকালের জন্যে ঘুচিয়া যায় এবং তিনি শিবত্বে উপনীত হন। এ অবস্থায় যোগী ''মহাচিতার'' আসনে প্রতিষ্ঠিত হন। এই মহাচিতার আসন হইতেই মহাকুণ্ডল রচনার সূচনা হয়। শ্রীকবিরাজ মহাশয় বলিয়াছেন -''জগৎ ভেদ করা বা জগৎ অতিক্রম করা - ইহার ফল শুদ্ধ চৈতন্যাবস্থায় স্থিতি। বর্তমান সময়ে চৈতন্য জড়ের সহিত মিশ্রিতাবস্থায় রহিয়াছে। জড় জগৎ হইতে চৈতন্যকে নিষ্কর্ষ করিয়া জগৎ হইতে ঊর্ধ্বে নিতে পারিলে ঐ চৈতন্য জড় সম্বন্ধরহিত শুদ্ধচৈতন্য আখ্যা প্রাপ্ত হয়। উহাই ব্রহ্ম বা শুদ্ধ প্রকাশ বা শিব। উহা বিশ্বাতীত। কিন্তু এই চৈতন্য সমগ্র জগতের দ্রষ্টারূপে অসঙ্গভাবে সর্বাতীতভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাতে জগতের যোগ থাকে না। এই চৈতন্যে ক্রিয়াশক্তির উন্মেষ হইলে একই ক্ষণে ইহা বিশ্বাতীত হইয়াও বিশ্বাত্মক হইয়া পড়ে। ক্রিয়াশক্তির দ্বারাই সর্বপ্রকার যোগীত্ব সিদ্ধ হয়। এই পর্য্যন্ত সিদ্ধ হইলে বিশ্বাতীত চৈতন্য বিশ্বাত্মক হইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই ''পরমশিবের'' অবস্থা। ''মহাকুণ্ডল বিজ্ঞানে এই পরমশিবই মহাকুণ্ডল রহস্যের জ্ঞাতা ও বিজ্ঞানী। মহাকুণ্ডল তত্ত্ব মধ্যে মন্ত্র ও যন্ত্র আছে। পরাবাকের বোধি হইল ইহার মন্ত্র আর চিদ্‌রাজ্যে প্রতিষ্ঠার সংকল্পের ক্রমানুযায়ী ''শিব-শক্তি'' সমরস্যতার বোধির ক্রমিক বিভিন্ন স্তরের মহাজ্ঞানতত্ত্ব স্ফুরণের চিহ্নস্বরূপ দিব্য যন্ত্রের প্রকাশ আছে। এ অবস্থার যোগ মহাযোগীশ্বর গুরুর বক্ত্রগম্য। কারণ মহাশক্তিশালী পূর্ণসিদ্ধ যোগী ভিন্ন নির্বাণকে ভেদ করিয়া পরিনির্বাণে কেহই উপনীত হইতে পারে না। মহাকুণ্ডল তন্ত্রবিজ্ঞান অতীব গুপ্ত এবং ঈশ্বরকোটির অধিকারভুক্ত এবং ঈশ্বরকোটির গুরুর অনুকম্পাতেই সিদ্ধ হওয়া সম্ভব। *—যোগ প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা*

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

বিজ্ঞপ্তি

Library-র পুস্তকাবলী রক্ষণাবেক্ষণার্থে সদস্যদের Library-র বার্ষিক চাঁদা (১০০/- টাকা) ৩১শে জানুয়ারীর (২০১৮) মধ্যে জমা করতে হবে।

গুরুগীতা

(মূল, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ যৌগিক ও সাধারণ অর্থ সম্বলিত)

যোগীরাজ শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৬)

ন মুক্তা দেবগন্ধর্বাঃ পিতরো যক্ষকিন্নরাঃ।
ঋষয়ঃ সর্বসিদ্ধাশ্চ গুরুসেবাপরাঙ্মুখাঃ।।৫৫

দেবগন্ধর্বাঃ, পিতরঃ, যক্ষকিন্নরাঃ, ঋষয়ঃ, সর্বসিদ্ধাশ্চ তে গুরুসেবাপরাঙ্মুখাঃ, (তে) ন মুক্তাঃ।।৫৫

মাত্র কূটস্থব্রহ্ম অবলম্বনে যে মুক্ত হওয়া যায় তাহা নহে - কূটস্থব্রহ্ম মুক্তিপদে যাইবার জন্য দ্বার স্বরূপ মাত্র। সে কারণ দেবগণ, যাঁহারা স্বর্গলোকে কূটস্থব্রহ্মাবলম্বনে আনন্দ-ভোগ করিতেছেন; গন্ধর্বগণ, যাঁহারা তদ্রূপ অবলম্বনে ধ্বনি-শ্রবণে রত আছেন; পিতৃগণ, যাঁহারা তদ্রূপ অবলম্বনে শান্তিভ্রমে সুখোপভোগে রত আছেন; যক্ষগণ, যাঁহারা ঐশ্বর্য্য-কামনায় তদ্রূপ উপাসনায় রত আছেন; কিন্নরগণ, যাঁহারা বহু কামনাযুক্ত হইয়া তদ্রূপ উপাসনায় রত আছেন; ঋষিগণ, যাঁহারা ব্রহ্মের রূপদর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন; সর্বসিদ্ধগণ, যাঁহারা কূটস্থব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা সর্বপ্রকার সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন — ইঁহারা সকলেই গুরুসেবা-পরাঙ্মুখ বুঝিতে হইবে। ইহার কারণ ইহাদের গুরুর প্রতি লক্ষ্য নাই এবং লক্ষ্য-বিষয় অন্যত্রে বলিয়া ভাবময়পুরুষ কূটস্থব্রহ্ম-সাহায্যে তাহাদের তত্তদ্বস্তুর সিদ্ধি হয় (গীতা ৪র্থ অঃ, ১১ শ্লোক দেখ) যথা — দেবগণের আনন্দানুভূতি, গন্ধর্বগণের ধ্বনিশ্রবণ, পিতৃগণের সুখ ও স্বচ্ছন্দ্য-ভোগ, যক্ষগণের ঐশ্বর্য্যলাভ, কিন্নরগণের ইচ্ছা-সিদ্ধি, ঋষিগণের কূটস্থদর্শনে তৃপ্তি এবং সিদ্ধগণের যোগৈশ্বর্য্যলাভ। পরন্তু মুক্তি স্বতন্ত্রভাবের হইতেছে। উহা লাভ করিতে হইলে গুরুর ধ্যানে একান্তভাবে থাকিয়া তদীয় ভাবাতীত অবস্থায় নিমগ্ন থাকিতে হইবে, সেই ধ্যান কি ভাবের তাহা পরবর্ত্তী শ্লোকগুলিতে কথিত হইয়াছে। গুরুর বাহ্যভাবে কোন লক্ষণ পরিদৃশ্যমান নাই বলিয়া তিনি লাভের বস্তু অর্থাৎ লক্ষ্য বস্তু হইতে পারেন না, সুতরাং ক্রিয়ার দ্বারা লভ্য নহেন — (সাংখ্য দেখ — ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ)। পরন্তু ক্রিয়ান্তে ক্রিয়ার পরাবস্থায় গুরু আপনি প্রকাশ হইয়া থাকেন এবং প্রকাশ হইয়া সাধককে নিজ অঙ্গে মিশাইয়া লয়েন, তখন 'আমি' 'তুমি' বোধের 'আমিত্ব' বোধ ঘুচিয়া 'তুমি'তে মিশিয়া এক হইয়া যায়। মহানারায়ণোপনিষদে লিখিত আছে, ''গুরুকটাক্ষলেশ বিশেষেণ সর্ববন্ধাঃ প্রবিনশ্যন্তি'' - ইহাই মুক্তি। পুরাণ শাস্ত্রেও লিখিত আছে, কল্পান্তে রুদ্রের তৃতীয়নেত্রনিঃসৃত বহ্নিতে সমস্ত সৃষ্টি দগ্ধ হয়, ইহাই প্রলয়।।৫৫

ধ্যানং শৃণু মহাদেবি সর্বানন্দপ্রদায়কম্।
সর্বসৌখ্যকরং নিত্যং ভুক্তিমুক্তিবিশারদম্।।৫৬

হে মহাদেবি, ধ্যানং (ধ্যান বিষয়ে বদামি তৎ) শৃণু, (তৎ) সর্বানন্দপ্রদায়কং, সর্বসৌখ্যকরং, নিত্যং, ভুক্তিমুক্তিবিশারদম্।।৫৬

সেই ধ্যান সম্বন্ধে বলিতেছি, শ্রবণ কর। উহা অত্যানন্দপ্রদ, উহাতে বিষয়ানুভূতি জন্য কষ্টের লেশমাত্র নাই বলিয়া উহা সর্বসৌখ্যকর, উহা নিত্য এবং বিলোপশূন্য এবং বিশাল জ্ঞানপ্রদ বলিয়া, ভোগ এবং মুক্তি সম্বন্ধে উহার দ্বারা অবগতি হয়।

অর্থাৎ, কূটস্থধ্যানে থাকিবার জন্য যে ক্রিয়া করা যায়, তাহা জগৎ সম্পর্কে কষ্ট নিবারণের জন্য করা হয়, সুতরাং তদ্রূপ ধ্যান নিত্যভাবে স্থায়ী হয় না বলিয়া সর্বানন্দপ্রদ নহে; পরন্তু তদ্রূপ ধ্যান অভ্যাসের দ্বারা ক্রমশঃ স্থায়ী হয়, তখন জীব ক্রিয়ার পরাবস্থায় আসে, ক্রিয়ার পরাবস্থায় ক্রিয়ার অভ্যাস নিষ্প্রয়োজন হয় কারণ ধ্যানে স্থিতিলাভ করাই ক্রিয়ার উদ্দেশ্য এবং ক্রিয়ার পরাবস্থায় ব্রহ্মসঙ্গে নিত্যভাবে থাকা হেতু ব্রহ্মধ্যান সর্বানন্দপ্রদ হয়, তখন জাগতিক সম্বন্ধ নাই বলিয়া কষ্টেরও সম্পর্ক ঘুচিয়াছে, সুতরাং ঐ ধ্যান সর্বসৌখ্যকর। ঐ ধ্যান ভোগ ও মুক্তির বিশালজ্ঞানপ্রদ অর্থাৎ, ক্রিয়াশীল সাধকের কূটস্থ ধ্যান হইতে স্খলিত হইয়া সময়ে সময়ে জগতের বশে আসিতে হয় বলিয়া, তদ্রূপ কূটস্থধ্যানে থাকিয়াও সুখদুঃখের উপভোগ হয় বলিয়া সাধকের প্রতি মোহের অধিকার সম্যক্‌ভাবে ঘুচে নাই বুঝিতে হইবে। পরন্তু, কূটস্থধ্যান নিত্যভাবে স্থায়ী হইলে, ক্রিয়ার অনাবশ্যকতা হেতু, সাধক ক্রিয়ার পরাবস্থায় স্থিতিলাভ করে। তখনই জীব বিশালজ্ঞান সম্পন্ন হয়, তখনই জীব ভোগের অসারত্ব এবং মুক্তির মাহাত্ম্য বুঝিয়া থাকে। ৫৬ *...ক্রমশঃ*

(কলিকাতা—আদিনাথ-আশ্রম হইতে প্রকাশিত ও
সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত)

যোগীশ্বর রূপে শ্রীশ্রীসরোজ বাবা

প্রসঙ্গ (৪১)

শ্রীশ্রীকিশোরী ভগবানের সান্নিধ্যে শ্রীশ্রীবাবা —

শ্রীবিজ্ঞান জ্যোতি শ্যাম শ্রীশ্রীমায়ের একজন কাকাবাবু। ইনি ছিলেন শ্রীশ্রীবাবার অনন্য ভক্ত ও শিষ্য। এঁনার নিকট হতে শ্রীশ্রীবাবার অতীন্দ্রিয় দিব্য জীবনের কিছু ঘটনা শ্রীশ্রীমা শুনেছেন।

আমাদের শ্রীশ্রীবাবা মিষ্টি দই খেতে ভীষণ ভালোবাসতেন। শ্রীশ্রীবাবার বাড়ীর কাছে জয়দেবের দোকানের দই বাবা হামেশাই খেতেন। একদিন শ্রীশ্রীবাবার দই খাবার ভীষণ ইচ্ছা হয়েছে কিন্তু সেদিন নানা কারণে তিনি দই খেয়ে উঠতে পারেননি। সেইদিনই মধ্যরাত্রিতে মশারির

শ্রীশ্রীকিশোরী ভগবান

মধ্যে তিনি শুয়ে রয়েছেন, এমন সময় দেখলেন অপূর্ব স্নিগ্ধ চন্দ্রমার জ্যোতি নিয়ে ভগবান শ্রীকিশোরী মোহন তাঁর ঘরে আবির্ভূত হলেন! শ্রীশ্রীবাবার মশারি তুলে তাঁর নাম ধরে ডেকে কিশোরীবাবা মশারির ভিতরে গিয়ে বসলেন। ততক্ষণে শ্রীশ্রীবাবাও উঠে বসেছেন। কিশোরী ভগবান শ্রীশ্রীবাবাকে বললেন, ''এই তোমায় দই খাওয়াতে এলাম, তুমি দই এত ভালোবাস? আজ তোমায় আমার জগতের দই খাওয়াব, দেখবে তার স্বাদ তুমি কোনদিনও ভুলতে পারবে না'' এই বলে তিনি অপূর্ব সুন্দর একটি পাত্রে দই নিয়ে শ্রীশ্রীবাবাকে খেতে দিলেন। শ্রীশ্রীবাবা পাত্র হাতে নিয়ে ভগবানকে বললেন, ''আপনি আমার সঙ্গে খাবেন না?'' এতে ভগবান বললেন, ''আমি শুধু তোমাকেই দই খাওয়াতে এসেছি, তুমি খাও।'' শ্রীশ্রীবাবা তখন দই খেতে লাগলেন। এমন অপূর্ব স্বাদের দই, তিনি এ জীবনে কোনদিন খাননি। পরমতৃপ্তিতে দিব্যস্বাদ সম্পন্ন দই শ্রীশ্রীবাবা অনেকক্ষণ ধরে খেয়ে দিব্যস্বাদ আস্বাদন করলেন। শ্রীশ্রীবাবাকে দই খাইয়ে শ্রীভগবানও পরমতৃপ্ত হলেন। তারপর আবির্ভূত ভগবান শ্রীশ্রীবাবার নিকট বিদায়ের পূর্বে জিজ্ঞাসা করলেন, ''দই কেমন?'' শ্রীশ্রীবাবা বললেন ''এমন অপূর্ব দই আমি কখনো খাইনি, এ দই কোথাকার?'' শ্রীভগবান বললেন, ''এ দই আমাদের নিত্য-জগতের দিব্যবস্তু,'' এই কথা বলে শ্রীভগবান অন্তর্হিত হলেন আর তাঁর সঙ্গে তাঁর চন্দ্রমার জ্যোতিও অন্তর্হিত হল। শ্রীশ্রীবাবা সেই দিনটি পরমানন্দে কাটিয়েছিলেন। এরপরে আর দই খাবার জন্য কোনদিন শ্রীশ্রীবাবার তীব্র বাসনা হয়নি।

(উপরিউক্ত ঘটনা আমি শ্রীশ্রীমায়ের নিকট শ্রুত হই। শ্রীশ্রীমা বলেছেন,''দিব্যের লীলা বড়ই আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত।'')

প্রসঙ্গ (৪২)

শ্রীশ্রীকিশোরী ভগবানের সঙ্গে শ্রীশ্রীবাবার আরও একটি মধুর ঘটনা রয়েছে। তখন শ্রীশ্রীবাবা সবে শ্রীশ্রীমায়েদের পিতৃগৃহতে যেতে শুরু করেছেন। আমাদের শ্রীশ্রীমা তখন পিত্রালয়েই অবস্থান করতেন, তাই শ্রীশ্রীবাবাও প্রত্যহ রাত্রিকালে তাঁর সূক্ষ্মশরীরে সেখানে যাতায়াত করতেন। শ্রীশ্রীমায়ের পিতার পরিবারের কয়েকজন শ্রীশ্রীবাবার পূর্বজন্মের পরমভক্ত ও শিষ্য ঐ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাই শ্রীশ্রীবাবা এই শ্যাম পরিবারের সঙ্গে পরম হৃদ্যতা স্থাপন করেন। এমনটি আর বিশেষ কোথাও দেখা যায় না।

একদিন রাত্রিকালে শ্রীশ্রীবাবা ওই বাড়ীতে পৌঁছিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে শ্রীশ্রীমায়ের ঘরের দিকে যাচ্ছেন এমন সময় দেখলেন অন্য এক কক্ষ হতে দিব্য জ্যোতি নিয়ে ভগবান কিশোরী মোহন বেরিয়ে এসে শ্রীশ্রীবাবাকে বললেন, ''এই তুমি যখন আসছ তখন এখন থেকে আমার আর আসার প্রয়োজন নেই।'' তখন শ্রীশ্রীবাবা তাঁকে বললেন, ''তা কেন? আমি তো কয়েকজনের কাছে আসি মাত্র, আর তোমাকে তো এ পরিবারের অন্য সকলকে দেখতে হবে। সুতরাং তোমাকেও আসতে হবে। এক জায়গায় দুজন কি আসতে পারে না?'' শ্রীভগবান তখন শ্রীশ্রীবাবার কথা সমর্থন করে তিনিও পূর্বাপর আসবেন কথা দিলেন। এরপর থেকে তাঁদের নিত্যই দেখা সাক্ষাৎ হোত।

সদ্‌গুরু ভগবান। তাঁরা এইভাবেই সকলের অলক্ষ্যে ভক্তের মঙ্গল করেন।

প্রসঙ্গ (৪৩)

এ জগতে সদ্‌গুরু খুব বিরল। ওনারা ওনাদের ইচ্ছাশক্তিতে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন মুহূর্তমাত্রেই। আমি এরকম এক মহাশক্তিধর জগৎগুরুর কৃপা পেয়েছিলাম।

আমি এবং আমার গুরুভাইয়েরা অনেক সুন্দর ঘটনার সাক্ষী। আমাদের এক গুরুভাই বাপিদা আমাদের এই লাহিড়ী বাবার খুব কাছের একজন সুদক্ষ ক্রিয়াবান সন্তান। এক সময় বাবার সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিলেন এবং বহু ঘটনার সাক্ষী। সেই বাপিদার কথাতেই কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি।—

''বাবার কাছে আমরা (বাপিদা ও তার বোনেরা) সৎসঙ্গ করতাম। সেই সময় কল্পনা নামক একজন গুরুবোন আমাদের সঙ্গে থাকত; কল্পনার বাড়ী ছিল আমার বাড়ীর পাশেই অর্থাৎ বাকসাড়া হাইস্কুলের পাশেই। তার দাদা, সমীর একটা কিডনীর অসুখের জন্যে তলপেটে প্রচণ্ড যন্ত্রণা ভোগ করত। কল্পনা তখন শ্রীশ্রীবাবাকে তাদের বাড়ীতে নিয়ে আসত এবং বাবা বিভিন্ন গল্প করতে করতে সমীরের তলপেটে জল দিয়ে হাত বুলিয়ে দিতেন এবং তখন সমীরদার যন্ত্রণা লাঘব হতো। এইরকম যখনই সমীরদার যন্ত্রণা হতো তখনই বাবা গিয়ে যন্ত্রণার উপশম করে দিতেন। একদিন তখন রাত প্রায় ১১টার সময় সমীরদার তলপেটে প্রচণ্ড যন্ত্রণা শুরু হল এবং তার মনে হল যেন এখনই তিনি হার্ট ফেল করবেন। বাবা খবর পেয়ে আমাকে (বাপিদা) এবং গোপালকে (আরেক গুরুভাই) সঙ্গে করে সমীরদার কাছে গিয়ে তলপেটের উপরে হাত দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য ধ্যানস্থ হলেন এবং তাতে পেটের যন্ত্রণা একেবারে কমে গেল এবং সবচেয়ে আশ্চর্য্যের ব্যাপার যে তারপরবর্তীতে সমীরদা পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠলেন এবং সেই সমীরদা আজও বহাল তবিয়তে আছেন। জগৎগুরুর কৃপা ঠিক এইভাবেই বর্ষিত হয়।''

যখন আমি শ্রীশ্রীবাবার এবং শ্রীশ্রীমায়ের ধ্যানে থাকি তখন আমি যেন মানস চক্ষে অনুভব করি বাবা দেবাদিদেব মহেশ্বর হয়ে হিমালয়ে যোগে রয়েছেন আর শ্রীশ্রীমা, পার্বতী রাজরাজেশ্বরী অন্নপূর্ণা হয়ে পৃথিবীর সন্তানদের উপর অপার করুণা বিলিয়ে দিচ্ছেন। *...ক্রমশঃ*

—পিতৃচরণাশ্রিত শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়, শিবপুর, হাওড়া

যোগ প্রসঙ্গে উপলব্ধিত আলোকে

প্রশ্ন ৪০ : মায়া ও মোহ কিভাবে দূরীভূত করা যায়?

উত্তর : প্রাণের চঞ্চলভাব হইতে স্বার্থভূত যে 'আমি' বা 'আমার' বোধ হয়, উহাই 'মায়া'। মায়া কালের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে সংযুক্ত থাকে। মায়াশক্তি পরমেশ্বর হইতে উদ্ভূত হইলেও সৃষ্টি মধ্যে দুস্তরা। বিবেক-বুদ্ধির আলোকে মনকে সংযত রাখিতে পারিলে তখন প্রজ্ঞালোকে সেই অলৌকিকী অত্যদ্ভুতা শক্তি সত্ত্বাদিগুণবিকারাত্মিকা মায়া দূরীভূত হইয়া সত্য-দর্শন হয়। বৃত্তিসারূপ্যে বা আত্মায় 'আমি-আমার' বোধ নাই কারণ সেখানে মায়া নাই। এই বৃত্তিসারূপ্যে মন বা চিত্তকে সংযম প্রয়োগের দ্বারা আত্মস্থ করিতে পারিলে মন স্থির হয়। আত্মায় মায়া নাই এখানে মন রাখিতে পারিলে সাধকের দৈবী গুণ প্রাপ্তি হয় আর মায়ায় মোহিত হইতে হয় না। আত্মভাব হইতে বিযুক্ত থাকিলে, অর্থাৎ, মনের গতি পার্থিব বিষয়াদিতে যুক্ত থাকিলে মায়াকে অতিক্রম করা তো যায়ই না বরঞ্চ মোহের পাশে আবদ্ধ থাকিয়া মলিনতা যুক্ত হয়। যাহার ফলে নিদারুণ কর্মফল সঞ্চিত হইতে থাকে। আত্মভাবই কূটস্থ ব্রহ্ম। যে সর্বদা ক্রিয়া সাধন করে এবং আত্মায় থাকে তাহার প্রাণের চঞ্চলতা থাকে না; সুতরাং এ অবস্থায় সাধক ব্রহ্মস্বরূপের সংস্পর্শে শুদ্ধ ও বুদ্ধ হন এবং মায়া-মোহকে অতিক্রম করিতে সক্ষম হন। প্রাণের চঞ্চলতাই মনের চাঞ্চল্য। সেই চঞ্চল মন থাকিতে আত্মস্বরূপকে কেহই অবগত হইতে পারেন না। আকাশ যেমন আকাশে গিয়া মিশে, তেমন চঞ্চল প্রাণও স্থির প্রাণের সঙ্গে গিয়া মিশে।

অন্ধকার যে গৃহকে আশ্রয় করিয়া থাকে তাহাকেই সে আবৃত করে, এই প্রকার চঞ্চল প্রাণ যে স্থির প্রাণের বা আত্মার আশ্রিত, সেই চিরস্থির ভাবকে সে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে। আত্মক্রিয়ারূপ প্রাণায়াম দ্বারা এই চঞ্চল প্রাণকে স্থির করিতে পারিলে তখন সে স্থির প্রাণের সহিত একীভূত হইয়া যায়। চঞ্চল প্রাণ ক্লেশদায়ক। যাহার শক্তিতে পরিচালিত হইয়া মন বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ধাবিত হয় এবং দুঃখ-কষ্ট প্রাপ্ত হয়, সেই মন যদি শুভেচ্ছার বশবর্তী হইয়া আত্মক্রিয়া দ্বারা তাঁহার শরণাগত হয়, তখন সেই আত্ম-বিদ্যার প্রভাবে দুস্তর মায়ারূপা চাঞ্চল্যভাবকে অতিক্রম করিতে সাধক সক্ষম হন। শুধুমাত্র ক্রিয়া মন দিয়া করিলেই হয় না, সদ্‌গুরু-উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, অন্তরে গ্রহণ করিয়া, নিজ অসংযত স্বভাবের প্রতি লাগাম দিয়া তবে নিয়ম এবং অভ্যাস সাধন করিলে তখন কিছুদিনের মধ্যেই

মানসিক স্থৈর্য্য উপলব্ধি করা যায়। সাধন সময়ে সর্বক্ষেত্রেই সদ্‌গুরু-শরণাগতি চাই। আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তিদ্বয়ই অবিদ্যা বা প্রকৃতি। ইহাই চঞ্চল প্রাণ, আর স্থির প্রাণই আত্মা বা শিব। সদ্‌গুরু শরণাগত ব্যক্তিই এই মায়াকে অতিক্রম করিতে পারেন; অর্থাৎ, তাঁহার চঞ্চল প্রাণ স্থিরভাব প্রাপ্ত হইয়া শিবাবস্থায় উপনীত হয়। অতএব কোন দিকে না দেখিয়া গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া অটল শ্রদ্ধার সহিত ক্রিয়া-সাধন করিয়া যাও, তাহা হইলেই তোমার বারংবার জন্মমৃত্যুর চক্রে পতিত হইয়া পিষ্ট হইবার ক্লেশ ঘুচিয়া যাইবে। ত্রিতাপ জ্বালা নির্বাপিত হইবে। ক্রিয়া করিতে করিতে কূটস্থে স্থিতি হইলে দৈবীগুণ সকল সাধককে আশ্রয় করে। আত্মস্থ হইয়া যে সাধক অবস্থান করিতে সক্ষম হয় সে মায়ার রূপ দেখিতে পায় এবং মহামায়াকে (আত্মশক্তিকে) জ্ঞাত হইয়া নিজ জীবনকে ধন্য করে। মহামায়ার প্রসাদে তখন সে তার দুস্তরা মায়াকে অর্থাৎ ভ্রমাত্মক বৃত্তিকে অতিক্রম করিতে পারে।

—শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

যৌগিক চেতনায় শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব

ষষ্ঠবিংশ পর্য্যায়—

শ্লোক :— *উত্তস্থৌ চ জগন্নাথস্তয়া মুক্তো জনার্দ্দনঃ।*
একার্ণবেঽহিশয়নাত্ততঃ স দদৃশে চ তৌ।।৬৮
মধুকৈটভৌদুরাত্মানাবতিবীর্য্যপরাক্রমৌ।
ক্রোধরক্তেক্ষণাবত্তুং ব্রহ্মাণং জনিতোদ্যমৌ।।৬৯

শব্দার্থ :— উত্তথৌ - উঠলেন, একার্ণবে অহিশয়নাৎ - মহাসমুদ্রে সর্পশয্যা হতে, ক্রোধ-রক্ত-ঈক্ষণৌ - ক্রোধে আরক্ত চক্ষু, অত্তুং - ভক্ষণ করতে।

বাংলা শ্লোকার্থ :— যোগনিদ্রা মুক্ত জগন্নাথ জনার্দ্দন মহাসমুদ্রে সর্পশয্যা হতে উত্থিত হয়ে দেখলেন দুরাত্মা পরিক্রমশালী আরক্ত চক্ষু মধুকৈটভ ব্রহ্মাকে ভক্ষণ করতে উদ্যত।

যৌগিক ব্যাখ্যা :— মন স্বভাবতঃ চঞ্চল। কিন্তু জগতে সত্য প্রতিষ্ঠা হলে অর্থাৎ সর্ব বস্তুই যে 'মা', এই অনুভূতি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হলে চঞ্চল মন সর্বদা মাতৃ সাযুজ্যে থাকতে চায়। কিন্তু বহু জন্ম-জনিত প্রারব্ধ সংস্কাররূপ এই অসুরদ্বয় তাকে বহুভাব আস্বাদনের জন্য চঞ্চল করতে উদ্যোগী হয়। ইহাই অসুরদ্বয় মধুকৈটভের ব্রহ্মাকে ভক্ষণ করার চেষ্টা।

যোগনিদ্রারূপিণী মহামায়া সমষ্টি প্রাণরূপী বিষ্ণুকে প্রবুদ্ধ করেন বলে প্রাণ সংস্কার বিলয়ে উদ্যত হয়। বাস্তব সংসারেও লক্ষণীয় যে, জগৎ-মাতা যতদিন জীবের সংসার-আসক্তি রূপ মোহনিদ্রা না ভাঙেন, ততদিন জীব জগৎ মোহে মুগ্ধ থাকে।

শ্লোক :— *সমুত্থায় ততস্তাভ্যাং যযুধে ভগবান হরি।*
পঞ্চবর্ষ সহস্রাণি বাহুপ্রহরণো বিভুঃ।।৭০

বাংলা শ্লোকার্থ :— অতঃপর ভগবান হরি নিদ্রাত্যাগ করে উঠে পাঁচ হাজার বছর অসুরদ্বয়ের সাথে বাহুযুদ্ধ করলেন।

যৌগিক ব্যাখ্যা :— মন্ত্রে বিষ্ণুকে ভগবান হরি ও বিভু বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যিনি সর্ব ঐশ্বর্য্যবান, অমিত শক্তিধর এবং সর্বসংহারক, তিনিই এই সকল বিশেষণে ভূষিত হতে পারেন। এইসব গুণ না থাকলে অসুর নিধন হয় না।

বিষ্ণু মধুকৈটভের সাথে পাঁচ হাজার বছর বাহুযুদ্ধ করলেন পঞ্চবর্ষ সহস্রাণি শব্দের আধ্যাত্মিক অর্থ - পঞ্চ অর্থে রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ এই পঞ্চ বিষয়; বর্ষ শব্দের অর্থ স্থান এবং সহস্র শব্দে অসংখ্য বুঝায়। পঞ্চবর্ষ সহস্রাণির অর্থ অসংখ্য ভেদ বিশিষ্ট পঞ্চ-বিষয়ের অনুভূতি স্থান। বাহুপ্রহরণ অর্থে, বাহু যাহার প্রহরণ, তিনিই বাহু প্রহরণ। বাহুকে গ্রহণেন্দ্রিয় বা আদান শক্তি বলে। প্রাণশক্তি বহুজন্ম সঞ্চিত সংস্কারের বহির্মূখীনতা রোধ করে আপনাতে বিলীন করার জন্য আদান শক্তি প্রয়োগ করেন। সংস্কার বৃত্তিগুলি স্থূলে প্রকাশিত হবার জন্য বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয় আর প্রাণ পশ্চাৎ হতে দুহাতে ধরে আপন অঙ্গে বিলয় করেন। ইহাই মধুকৈটভের সাথে বিষ্ণুর বাহুযুদ্ধ।

শ্লোক :— *তাবপ্যতিবলোন্মত্তৌ মহামায়া-বিমোহিতৌ।*
উক্তবন্তৌ বরোঽস্মত্তো ব্রিয়তামিতি কেশবম্।।৭১

শব্দার্থ :— বলোন্মত্তৌ - বল গর্বিত, বিমোহিতৌ - মুগ্ধ হয়ে, অস্মত্তৌ - আমাদের নিকট, ব্রিয়তাম্ - প্রার্থনা করা।

বাংলা শ্লোকার্থ :— বলোন্মত্ত সেই অসুরদ্বয় তারপর, মহামায়া দ্বারা মুগ্ধ হয়ে বিষ্ণুকে বলল - "আমাদের কাছে বর চাও।"

যৌগিক ব্যাখ্যা :— ব্রহ্মার আরাধনায় তুষ্ট হয়ে মহামায়া মধুকৈটভকে মোহিত করে প্রভাবিত করলেন। মধুকৈটভ অতি বলদর্পী। আনন্দ ও বহুভাবেচ্ছা "একমস্মিবহুস্যাম" এই সংস্কার ব্রহ্ম সঞ্জাত, তাই অতিশক্তিধর। বিপরীতে জীবভাব ব্রহ্মভাবে উত্তরণ জন্য যে সংস্কার, তা অতি দুর্বল, কারণ ইহা

জীবভাবীয় সংস্কার। দুর্বলের দ্বারা প্রবলকে উচ্ছেদ করা যায় না। তাই মহামায়া দুর্দম অসুরদের আত্মস্বরূপ প্রকাশ করে মোহিত করলেন। তখন বহুত্ব সংস্কাররূপী অসুরদ্বয় মাতৃসত্ত্বায় বিমুগ্ধ হয়ে নিজেদের বিনাশ সাধনের জন্যই কেশবকে বলে, ''আমাদের কাছে বর নাও।''

শ্রীভগবানুবাচ—

শ্লোক :— *ভবেতামদ্য মে তুষ্টৌ মম বধ্যাবুভাবপি।*
কিমন্যেন বরেণাত্র এতাবদ্ধি বৃতং মম।।৭২

বাংলা শ্লোকার্থ :— ভগবান বললেন, আমার প্রতি তোমরা তুষ্ট হয়ে থাকলে তোমরা আমার বধ্য হও। ইহাই আমার প্রার্থিত বর, অন্য কোন বর চাই না।

যৌগিক ব্যাখ্যা :— ভগবান বিষ্ণু অসুর ভ্রাতৃদ্বয়কে তাদের দেওয়া বরের জন্য উভয়কে বধ করতে চাইলেন ব্রহ্মাকে বিপদমুক্ত করার জন্য। তাহলে ব্রহ্মা স্বরূপ মন সংস্কার শূন্য হয়ে মাতৃবোধে অচঞ্চলভাবে সংলীন হতে পারে। মাতৃপ্রভাবে অসুরদের হৃদয়ের যে পরিবর্তন হল, তা অচিন্ত্যনীয়। তাদের এই দিব্য পরিবর্তনের ফলে ভগবান বিষ্ণুর হাতে তাদের জীবন যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার আকাঙ্ক্ষার উন্মেষ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায়, যোগী সাধকও যদি সাধনায় পূর্ণ আত্মবলি না দিতে পারে তাহলে আত্মোপলব্ধির পথে অগ্রসর হতে পারে না।

...ক্রমশঃ

—অধ্যাপক শ্রীহরপ্রসাদ রায় (অবসরপ্রাপ্ত)
বহরমপুর কলেজ, মুর্শিদাবাদ

আধ্যাত্মিক প্রশ্নোত্তরী
(বুদ্ধ পূর্ণিমা, ২০১৭)

১) 'প্রজ্ঞান' কি?

উঃ — প্রাকৃতভূমির ওপারের জ্ঞান হল 'প্রজ্ঞান'।

২) 'শ্রব' কি?

উঃ — 'শ্রব' হল প্রণব বা ওঙ্কার শব্দব্রহ্ম। ধ্যানযোগে যোগী প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত হলে তখন ক্রমে যোগী জ্ঞানরূপ বোধের সীমানাকে প্রসারিত করতে থাকেন। তখন ক্রমে যোগীর হৃদয়াকাশে ধ্বনিত হয় শব্দব্রহ্মরূপী বাক্ বা ব্রহ্মঘোষ। হৃদয়ের চিদাকাশ বিকীর্ণ করে সে বাণী যোগীর শ্রুতিগোচর হয়। এই বাণীই হল অনাহত বাণী। এই হল স্ফোট্, প্রণব বা ওঙ্কার, তার আর এক নাম 'শ্রব'।

৩) 'প্রাণের শোধন' কি?

উঃ — প্রাণায়ামের দ্বারা প্রাণের চঞ্চল অবস্থার স্থিরীকরণকে প্রাণের শোধন বলে।

৪) 'নিরোধ যোগ' কি?

উঃ — ইড়া নাড়ী, সূর্য্যনাড়ী আর পিঙ্গলা নাড়ী, চন্দ্রনাড়ী; একটি প্রবৃত্তির বাহক আর একটি নিবৃত্তির। দুটি নাড়ীতে প্রাণের প্রবাহ যখন সম্মিলিত হয় অর্থাৎ, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির যদি সাম্য হয়, তাহলে সুষুম্না নাড়ীর পথ খুলে যায়। কুণ্ডলিনী শক্তির অগ্নিময় ধারা তখন বজ্রদীপ্তিতে উজানে বইতে থাকে। ভ্রূমধ্যে আজ্ঞা চক্র স্থানে এটি ঘটে। উপনিষদে এ অবস্থাকে 'নিরোধ যোগ' বলে।

৫) 'ব্রহ্ম সংস্পর্শ' কি?

উঃ — যোগীর আধারে অমৃত চেতনার প্রতিষ্ঠা হলে পরে ভিতরে আনন্দধারা ঋতচ্ছন্দা হয়ে সাধকের স্বভাবের প্রকাশের মধ্যে ফুটে ওঠে। যোগীর এই স্বভাবের সামরস্য অবস্থাকেই বলে 'ব্রহ্ম সংস্পর্শ'।

৬) 'চিদাকাশ' কাকে বলে?

উঃ — সুষুম্নার অন্তর্গত ব্রহ্মনাড়ী বা ব্রহ্মমার্গের আকাশকে 'চিদাকাশ' বলে।

৭) তত্ত্বজ্ঞান সাধকের অন্তরে কখন স্ফুরিত হয়?

উঃ — স্থির বুদ্ধি আর বোধির সমন্বয় হয় হৃদয়ে। সেই সমন্বয় হতেই সাধক-যোগীর অন্তরে তত্ত্বজ্ঞান স্ফুরিত হয়।

৮) সত্ত্ব-রজ-তম, এই তিনগুণের সমরস্য অবস্থা হয় কখন? তিন গুণের সমতায় কিসের স্ফুরণ হয়?

উঃ — যখন যোগীর সকল প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হয়ে যায় তখন তিন গুণের সমরস্য অবস্থা হয়। তিন গুণের সমতায় যোগীসত্তার স্বভাবে 'দিব্য সংস্কার' স্ফুরিত হয়।

৯) 'ধ্যান' কি?

উঃ — ধ্যান হল যোগী-হৃদয়ে প্রজ্ঞার উন্মেষে সত্তার আত্মস্থ অবস্থা বিশেষ।

১০) 'চিৎ-অগ্নি' কি?

উঃ — জ্ঞানাগ্নিই হল আত্মসত্তার অস্তিত্ববোধের 'চিৎ-অগ্নি'।

নিত্যসিদ্ধ মহাত্মার দিব্যদর্শনে—শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা

শ্রীবিষ্ণুপদ সিদ্ধান্ত ঠাকুর

(৩২)

রামকৃষ্ণদেব - ''কি বল্‌ছিস? বৃষ্টি পড়ছে? ভিজে গেছিস্? বৃষ্টিটা রাস্তায় পাওয়া গেল? না ঘর থেকে বেরুবার সময়ে মাথায় করে এনেছিস্? মাথায় করে আনা বৃষ্টিতে তো শুধু মাথাই ভিজবে গায়ের ভেতর তো যাবে না, রাস্তায় পাওয়া বৃষ্টিতে তো গা-মাথা দুই-ই ভিজবে - সত্যি কিনা বল্!''

বিবেকানন্দ — ''আপনার কথা বুঝতেই পারলুম না, যা বুঝতে পারা যায় না, তার সত্য মিথ্যা কেমন করে বিচার করব?''

রামকৃষ্ণদেব হাসিমুখে বুঝিয়ে বলতে লাগলেন—''মনের একাগ্রতা যখন উপচে পড়ে তখন ভেতরের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে, তখন মানুষের বাইরের আবরণটা ছাতার কাজ করে, ভেতরের আগুন নিববে কেমন করে? কাজেই ঘর থেকে বেরোবার সময় যদি বৃষ্টি পড়ে আর সে যদি ছাতার দিকে মন না দেয়, তবে কী তার মনের মাঝে দেবতার আসন পাতা হল না? আর দেবতার আসন পাতা হলে কি কেউ, বাইরের জগতের আশ্রয় নিতে পারে? মানুষ মনের মন্দিরে যখন পা দেয়, তখন কি তার শরীরটাই দেউল হয়ে তার অন্তরদেবীকে রক্ষা করে না; সেইজন্যই বলছি — ঘর আর বাহির — চণ্ডীদাসের কথা পড়িস্ নি - ঘরকে করিনু বাহির, বাহির করিনু ঘর।''

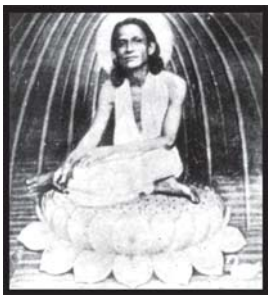

শ্রীবিষ্ণুপদ সিদ্ধান্ত ঠাকুর

বিবেকানন্দ মুগ্ধ আঁখি মেলে রামৃষ্ণদেবের দিকে তাকিয়ে বললেন — ''একেই বোধ হয় জড়ের মাঝে দেবতার বাণী প্রকাশ বলে; মানুষের সূক্ষ্ম অনুভূতি যখন জ্ঞানের আকারে বাইরে প্রকাশ পায় তখনই সে বাস্তব জগতের প্রতিটি অণু-পরমাণুর মাঝে দেবতার বিকাশ দেখতে পায়; এরই অপর এক নাম ব্রজের ধূলা। কৃষ্ণসকাশে থেকে প্রত্যেক গোপ-গোপিনীর মাঝে এমনি সূক্ষ্মদৃষ্টি ফুটে উঠেছিল সেইজন্য কৃষ্ণকেই শুধু নরনারায়ণ বলা চলেনা তিনি ছিলেন, সেই আদিশক্তি বা ভগবান, আর গোপ-গোপিনীদের বলা যায় - নরনারায়ণ। আপনারও এই সূক্ষ্ম অনুভূতির বিচার দিয়ে বলা যায়, আপনিও সেই নরনারায়ণ বা স্বয়ং তিনিই।''

রামকৃষ্ণ —''আবার এসব কথা যারা বুঝতে পারে আর কৈফিয়ৎ দিতে পার তাদেরও বলা হয় কৃষ্ণসখা; একটির নাম নিষ্ক্রিয়, অপরটির নাম ক্রিয়, একটিকে কৃষ্ণ বলে, অপরটিকে বলরাম বলে, একজনের নাম শ্রীচৈতন্য, অপরটির নাম নিতাই, এরই নাম বেদ ও বাণী এবং ভগবান ও ভক্ত।''

বিবেকানন্দ —''আপনার পায়ের ব্রজধূলা যারই চোখে পড়বে তারই চোখ হয়তো এমনি ভাবেই খুলে যাবে, আশীর্বাদ করুন আমার এই চক্ষু যেন হারিয়ে না ফেলি।''

রামকৃষ্ণদেব সজল চোখে উত্তর দিলেন -''তুই হারিয়ে গেলে যে আমিও হারিয়ে যাব। কৃষ্ণসখা সুদামা হারিয়ে গেলে কৃষ্ণকথা কে কইবে?''

বিবেকানন্দ —''আপনি আমায় কী চোখে যে দেখেছেন, তা জানিনা, কিন্তু নিজেকে আপনার কাছে এনে দেখি আর মনে হয় —

এতই আমার কঠিন হৃদয়—
ঐ চরণ ছোঁবার যোগ্য আমি নই।
তবুও ভাবি, ঐ চরণধূলার জোরে,
পারব যেতে সাগর পারে —''

বিবেকানন্দের ভক্তি আপ্লুত মনকে খানিকটা সহজ করার সুরে, রামকৃষ্ণদেব স্নিগ্ধহাসি ছড়িয়ে বললেন —''তুই আজ কি মা সরস্বতীর ধ্যানে পড়েছিলি? এমন জ্ঞানের প্রদীপ আলোকের সুর তো আগে তেমন শুনিনি — আজ একটা মায়ের নাম শোনাবি?''

বিবেকানন্দ আর কোন উত্তর না দিয়ে ওঁকারধ্বনি সুরে গেয়ে উঠলেন —

''মা! তুই, পারবি কি না বল্।
তোর চরণ তলের কমল কলি,
যদি পারে চরণ ছুঁতে—
মানুষ হয়েও তোমায় বলি
পারব না কি শির নোয়াতে?
রামকৃষ্ণ চরণ মাথায় দিতে;
পারবি কিনা বল্—
মা! তুই পারবি কিনা বল্!''

জীবনাভাস

মহাবতার বাবাজী মহারাজের শিষ্য শ্রীমাণিকলাল দত্তের জীবনী

(৩)

দৈববাণী ও জন্মরহস্য— *(পূর্ব প্রকাশিতের পর...)*

সন ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে করুণ হৃদয় যোগীপ্রবর শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের নিকট হইতে অভাবনীয় বর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যে জগতের ত্রিতাপতাপিত নরনারী স্বল্পায়াসে সুদুর্লভ ক্রিয়াযোগ ও সাধনার পথে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। এই তথ্য তাঁহার জীবনী হইতে অবগত হইয়াছি।

শ্রীমাণিকলাল দত্ত

প্রসঙ্গতঃ তিনি এক সময়ে আরও বলিয়াছিলেন যে, ''চল্লিশ বৎসর পর মানব কল্যাণকর এই সহজ সাধন প্রণালী পৃথিবী ব্যাপী প্রসার লাভ করিবে।'' এই মহাপুরুষ ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে যখন তাঁহার মরদেহ ত্যাগ করেন মাণিকলালের বয়স মাত্র ৫ বৎসর। ১৯১১ সালে মাণিকলালের প্রতি শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের কৃপা, দীক্ষা ও আদেশ এবং মাণিকলালের উত্তরকালের কর্ম্মপদ্ধতি, যোগীপ্রবর লাহিড়ী মহাশয়ের উক্ত অমর বাণীর সহিত যে অভূতপূর্ব সমন্বয় সাধন করিয়াছিল তাহা পর্য্যালোচনা করিলে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে এই কার্য্য মাণিকলালের দ্বারা সাধিত হইয়াছিল। পুনরায় ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ হইতে শুরু করিয়া ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত 'স্যার ক্যামেরণ কার' নামে ইংল্যাণ্ডের এক মহাসাধক যিনি মাণিকলালের একান্ত ভক্ত ছিলেন, তিনবার পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া অখিল বিশ্বের ঋষিগণকে তুষ্ট করিয়া স্বীকারোক্তিলাভ করিয়াছিলেন, যে মাণিকলাল প্রদত্ত বিদ্যা সর্বজাতি সর্বধর্ম নির্বিশেষে একত্ব বিষয়ক প্রকৃষ্ট বিজ্ঞানশাস্ত্র। এই যোগীপুরুষ কার সাহেব, যাঁহার বিস্তৃত বিবরণ দ্বাদশ পরিচ্ছেদে সন্নিবেশিত হইল, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে দৈবসূত্রেই মাণিকলালের সহিত মিলিত হন ও যোগশাস্ত্র এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভে আত্মনিয়োগ করেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পবিত্র সান্নিধ্যলাভের জন্য মাণিকলালের পিতাঠাকুর মহাশয় রাণী রাসমণির গাড়ী যোগে প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেন। একদিন প্রসঙ্গত পরমহংসদেব তাঁহাকে বলিলেন যে, ''চল্লিশ বৎসর পরে তোর বাড়ী অতীব আনন্দময় আশ্রমে পরিণত হবে এবং বহু দেশ বিদেশ হতে আগত ভগবৎ বিষয়ে আর্ত ও জিজ্ঞাসু ব্যক্তির আশ্রয়স্থল হবে।''

এই প্রসঙ্গে মাণিকলাল লিখিয়াছেন, "When I heard the news from my father, at a stage, I was roving, through the pleasing walk of inspiration, I trusted the message, to reap a harvest, in the lively Oracles of God."

শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের পাশ্চাত্যের প্রভাব এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধে পরিপূর্ণ সচেতনতার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তিনি পাশ্চাত্য দেশীয় ধর্মানুরাগী ও ধর্মাশ্রয়ীদের জন্য ভারতীয় আর্য ঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রণীত দর্শনের মূলতত্ত্বের সহিত পাশ্চাত্যের প্রচলিত ধর্মাশাস্ত্রের সমন্বয় বিধানে কিছু লিখিবার জন্য শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্য শ্রীরামপুর নিবাসী শ্রীশ্রীযুক্তেশ্বরগিরি মহারাজকে আদেশ করিয়াছিলেন। মহাগুরুর আদেশের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা পরবশ হইয়া তিনি যে পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহা 'কৈবল্য দর্শন' নামে সুবিদিত।

মাণিকলাল বিগত ১৯১১ সাল হইতে ১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত দীর্ঘ ৩৪ বৎসরকাল একাদিক্রমে প্রধাণতঃ ইউরোপবাসী আর্ত, জিজ্ঞাসু সাধকদের শাস্ত্রজ্ঞান এবং তত্ত্বজ্ঞান বিতরণ করিয়াছিলেন । পাশ্চাত্য দেশের মনীষিগণ মাণিকলালকে 'Saint Paul' অপেক্ষাও উচ্চতর সাধক হিসাবে গণ্য করিতেন এবং তাঁহার বাণী প্রসঙ্গে তাঁহাদের অকপট উক্তি ছিল যে, "More pauline than Saint Paul" ক্রিশ্চান জগৎ "Second coming of our Lord"-এ বিশ্বাসী। মাণিকলালের কর্মের মধ্য দিয়া যে "Christ reproduced" হইয়াছিল তাঁহারা তাহার বারবার স্বীকৃতি দিয়াছিলেন। 'Saint Paul একস্থানে বলিয়াছিলেন, "I commend upto you Phoebe our sister which is a servant of the church, which is at Cenchrea (the port of Corinth) that ye receive her in Lord, as becomes the Saints"..... 'Phoebe' শব্দের অর্থ

'Rediant'; Cenchrea (a land of pandits) শব্দ 'চিনসুরা' (Chinsura) শব্দেরই অপভ্রংশ মাত্র এবং ইহা একসময় বন্দর (port) ছিল। Church -এর অর্থ "The body of the Christ the habitation of God through the Spirit."

পবিত্র বাইবেল গ্রন্থ হইতে খৃষ্ট অবতার সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্যাদি পাওয়া যায় তাহা হইতে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় যে প্রভু যিশু প্রথমে "Dwelling house"-এ তাঁহার প্রিয় শিষ্য ও অনুরাগীদের সহিত গোপনে সভায় মিলিত হইতেন এবং এরই প্রথম সভাটি একটি "Dwelling house"-এর 'Upper room'-এ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

মাণিকলাল কামারপাড়া বাজারস্থিত নিজ বাসগৃহের দ্বিতলে এক নিভৃত কক্ষে সাধন ভজন ও জ্ঞানানুশীলনের জন্য যোগযুক্ত অবস্থায় বিভোর থাকিতেন এবং সেই কক্ষে তাঁহার দৈবাশ্রিত ব্যক্তিদের ও অনুগত ভক্তবৃন্দের সহিত গুহ্যভাবে সঙ্গদান করিয়া তাঁহাদের ধন্য এবং কৃতার্থ করিতেন। ভক্ত শিষ্যদের সহিত গুপ্তভাবে মিলিত হইবার স্বপক্ষে তিনি প্রায়ই বলিতেন যে, ''এই ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশ্যে ব্যক্ত করিলে প্রভু যিশুর ন্যায় তাঁহারও 'Crucification' আনয়ন করিবে।'' একসময় 'Phoebe' সম্বন্ধে Saint Paul বলিয়াছিলেন, "She hath been a 'succourer' of many and myself also."

মাণিকলাল এই মহিলার পরিচয় উদ্‌ঘাটন প্রসঙ্গে বলিতেন যে ইনিই বর্তমানে Miss Sadie Cherry নাম ধারণ পূর্বক ইংল্যাণ্ডে স্যার ক্যামেরণ কার সাহেবের সহিত প্রত্যক্ষ লীলায় অংশগ্রহণ করিয়াছিলন। ১৯৬৭ সালে তাঁহার বয়স ছিল ৮৪ বৎসর। এই দৈবযুক্ত মহিলা মাণিকলালের সহিত সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে যুক্ত হইয়া অন্তরে নানাভাবে ও বাহ্যে পত্রের আদান প্রদানে আপন ঈশ্বরীয় সত্তার প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে পশ্চাতে সাধ্যমত কিছু কিছু তথ্য সন্নিবেশিত করিয়াছি।

মাণিকলালের কর্মধারাগুলি বিশ্লেষণে অনুধাবনে ইহাই স্পষ্ট হইয়া উঠে যে উল্লিখিত 'Scripture'-এ লিপিবদ্ধ দৈববাণীর সহিত সেগুলির যথেষ্ট মিল ছিল এবং মুখ্যতঃ ক্রিশ্চিয়ান জগতের জন্যই যে তাঁহার পূত আবির্ভাব ঘটিয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহেরই অবকাশ থাকে না।

...ক্রমশঃ

—শ্রীমাণিকলাল দত্তের শিষ্য,

শ্রীঅর্দ্ধেন্দু শেখর চট্টোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীভগবান কিশোরী মোহনের পত্রাবলী

শ্রীঅমরেন্দ্র চন্দ্র শ্যামের গ্রন্থনায়, 'অখণ্ড মহাপীঠ' দ্বারা প্রকাশিত ভগবান শ্রীশ্রীকিশোরী মোহনের জীবনী গ্রন্থ 'বৃহৎ কিশোরী ভাগবত'-এর অন্তর্গত ভগবান কিশোরী মোহনের অমূল্য আধ্যাত্মিক উপদেশ সমৃদ্ধ পত্রাবলীর থেকে নিম্নলিখিত পত্রটি উদ্ধৃত করা হল।

পত্র নং (৭)

ওঁ

কাশীধাম

২২শে মাঘ, ১৩৪৫ বাং

শ্রীমতী সরলা - পরম কল্যাণীয়াষু,

তুমি প্রেতাত্মা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছ, তদুত্তরে লিখিতেছি। যে সকল লোক সংসারে থাকিতে ভয়ানক আকৃষ্ট এবং যাহাদের ধর্মবুদ্ধি নাই, তাহারা মৃত্যুর পরে এই পৃথিবীতে থাকে এবং তাহার আত্মীয় স্বজন ও সম্পত্তিতে ঘুরিয়া বেড়ায় ও কষ্ট ভোগ করে। তাহারা কতদিন এইরূপ থাকিবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। গয়াতে পিণ্ডদানে কাহারও কাহারও এই অবস্থা হইতে অব্যাহতি হয়। কিন্তু যাহাদের কর্ম ও ভাব ভীষণ তদ্বারা তাহাদের অব্যাহতি হয় না। জীব যে সকল সুখ ও দুঃখ প্রাপ্ত হয়, তাহা নিজকৃত কর্মবশে। কর্মের যেমন বিভেদ আছে, সুখ ও দুঃখ ভোগেরও পরস্পরের বিভেদ আছে। ভোগান্তে পুনরায় জন্ম হয়, অথবা অন্য লোকে গতি হয়। কর্মফল ভোগ ব্যতীত নিষ্কৃতি নাই। প্রেতাবস্থাতেও সকলে সমানভাবে দুঃখ ভোগ করেন না।

এই পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি বা বস্তুর উপর বিশেষ আকর্ষণ থাকিলেই গোলযোগ। যাহাদের মন সংসারের উপর বৈরাগ্যযুক্ত তাহাদের এরূপ ঘটিবে কেন? সংসার ও সাংসারিক বস্তুর উপর মায়া মমতা, আকর্ষণ ত্যাগ করাই উচিত। ইতি—

শ্রীকিশোরী মোহন

(*'বৃহৎ কিশোরী ভাগবত' গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত*)

কুরুক্ষেত্র দেখে এলাম

(২)

ত্রেতা যুগে শ্রীরাম ও সীতা দেবীও আসেন কুরুক্ষেত্রে সূর্যগ্রহণের দিন। দ্বাপর যুগে শিশু-কৃষ্ণকে নিয়ে নন্দবাবা ও যশোদামা কুরুক্ষেত্রের শক্তিপীঠ 'ভদ্রকালীর মন্দিরে' কৃষ্ণের মস্তক মুণ্ডন সংস্কারে এসেছিলেন।

পণ্ডিতদের মতে কুরুক্ষেত্রে কুরু-পান্ডবের যুদ্ধ সম্ভবতঃ ৩১০২ খৃষ্টপূর্ব বা ১৪১৫ থেকে ১৯০০ খৃষ্টপূর্বের মধ্যে হয়েছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরবদের ১১ অক্ষৌহিনী সৈন্য ও পাণ্ডবদের ৯ অক্ষৌহিনী সৈন্য ছিল। এক অক্ষৌহিনী সেনায় ২১৮৭০ হাতি, ২১৮৭০ রথ, ১০৯৩৫ পদাতিক সৈন্য এবং ৬৫০০০ ঘোড়সওয়ার, অর্থাৎ, প্রায় দেড় লক্ষ সৈন্য থাকে। কুরুক্ষেত্রে বিশাল নির্জন প্রান্তর থাকায় এবং সরস্বতী নদীর বিপুল জল, জ্বালানির জন্য বিপুল বৃক্ষরাজী ও খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করার ব্যবস্থা থাকায় কৌরবদের ২৪ লক্ষ এবং পাণ্ডবদের ১৫ লক্ষেরও বেশী সৈন্যদের নিয়ে দুই পক্ষই কুরুক্ষেত্রকে যুদ্ধক্ষেত্র রূপে নির্বাচন করে। কিন্তু মহাভারতের বর্ণিত সেই বিশাল নির্জন জনমানব শূন্য কয়েক শতক ক্রোশ পরিত্যক্ত ভূমি চোখে পড়ল না। অতীতের সঙ্গে বর্তমান কুরুক্ষেত্রের কোন মিল নেই। এখন কুরুক্ষেত্র বিলাসবহুল বিশাল বাণিজ্য কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। বাঁধানো রাস্তাঘাট, দোকান, হোটেল, গাড়ী, রিক্সা, অটো, লরির অবিরাম ছুটোছুটি চলছে। শহরের মধ্যে কোথাও ফাঁকা মাঠ বা জমি দেখা যায় না, সব জায়গায় কংক্রিটের জঙ্গল হয়ে গেছে।

অক্ষয়বট

এতো গেল কুরুক্ষেত্রের ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি পরিসংখ্যানের বৃত্তান্ত। এবার আমার কুরুক্ষেত্র ভ্রমণের কথায় আসা যাক। অমৃতসরে চামারি গ্রামে শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়াবাবার স্মৃতি মন্দির দর্শন করে বেলা ২টায় অমৃতসরে বাসস্ট্যাণ্ডে এসে দিল্লীগামী বাসে বিকাল ৬টা নাগাদ পিপিলিতে নামলাম। এখান থেকে ৫ মাইল দূরত্বে কুরুক্ষেত্র। অটোতে করে কুরুক্ষেত্রে এসে একটা রিক্সা নিয়ে জাঠ ধর্মশালায় উঠলাম। বিশাল ধর্মশালা, আধুনিক সব সুবিধাই বর্তমান। পরের দিন ঐ রিক্সাওয়ালার সঙ্গে সকাল ৭টা নাগাদ কুরুক্ষেত্রের বিভিন্ন স্থান দেখতে বের হলাম। কুরুক্ষেত্রের ১৩ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে ৩৬৫ হিন্দু তীর্থ ছিল। বর্তমানে মাত্র ১৪৬টি তীর্থ বর্তমান আছে। দুই দিনে সব তীর্থগুলি দর্শন করা সম্ভব নয়, তাই যে সব স্থান প্রধান প্রধান তীর্থ বলে কথিত আছে সেগুলিই দর্শন করেছি।

আমার রিক্সাওয়ালা প্রথমে চলল 'জ্যোতিসর' তীর্থ দেখাতে। এটি কুরুক্ষেত্র রেল স্টেশন থেকে ৮ কি.মি. দূরে সরস্বতী নদীর তীরে পেহয়া (Pehowa) রোডের উপর। এই স্থানটিকে শিবের (জ্যোতিসর মহাদেব) স্থান বলা হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা এবং দূর-দূর থেকে বিভিন্ন রাজ্যের লোকেরা সূর্যগ্রহণের দিন এখানে বহু প্রাচীন সয়ম্ভূ শিবমন্দিরে এসে পূজা দেন। এই মন্দিরটি 'অক্ষয়বটে'র পাশে ডানদিকে অবস্থিত।

রিক্সা থেকে নেমে বিশাল মন্দির চত্বরে ঢুকলাম। সমস্ত মেঝে পাথর দিয়ে মসৃণ ভাবে বাঁধানো। বাইরে জুতো খুলে মন্দির প্রাঙ্গণের মধ্যে ঢুকে আমার আকাঙ্ক্ষিত 'অক্ষয়বটে'র সামনে এসে দাঁড়ালাম। এই সেই প্রসিদ্ধ 'অক্ষয় বট', যার তলায় রথের উপর দাঁড়িয়ে সারথি শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গীতার উপদেশ দিয়েছিলেন। বিশাল বটগাছটি সাদা মার্বেল পাথরে গোলাকৃতি ভাবে বাঁধানো। উপরে ওঠার জন্যে ছোট সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়ে আমি বাঁধানো চত্বরে এসে দাঁড়ালাম। অক্ষয় বৃক্ষের চারদিকে উঁচু লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা, যাতে কেউ গাছ স্পর্শ করতে বা পাতা ছিঁড়তে না পারে। অক্ষয় বটের ডানদিকে খুব সুন্দর সাদা মার্বেল পাথরের রথ। রথে অর্জুন এবং রথের সারথি শ্রীকৃষ্ণের খুব সুন্দর মূর্তি। এখানে এসে দেখলে মনে হয় না যে এখানে কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধ হয়েছিল; সামনের দিকে, পাশে, পিছনে কোথাও কোনও ফাঁকা মাঠ বা প্রান্তর চোখে পড়ল না। চারদিকে শুধু ইঁট, কাঠ, বাড়ী, দোকান, প্রভৃতি কংক্রিটের জঙ্গল।

ভাবতে অবাক লাগে এখানে ১৮ অক্ষৌহিনী সৈন্যদের সমাগমে সঙ্গে রথ, হাতি, ঘোড়াদের নিয়ে এই প্রান্তর ভরে ছিল। যাই হোক, ৫০০০ বছর আগের কুরুক্ষেত্রের বুকের

উপর অনেক পরিবর্তন ঘটিয়ে আজকের এই জনাকীর্ণ ব্যস্ত শহরের রূপ নিয়েছে। অতীতে বিধর্মীদের আক্রমণ থেকেও কুরুক্ষেত্র রেহাই পায় নি।

অক্ষয়বটের বাঁ দিকে কিছুটা তফাতে একটা প্রাচীন সরোবর। চারদিক লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা। সুন্দর টলটলে জলে পূর্ণ এই সরোবরটির নাম জ্যোতিসরোবর বা জ্ঞান সরোবর। এটি লম্বায় ১০০০ ফিট প্রস্থে ৫০০ ফিট। অক্ষয় বটের ডান দিকে বহু প্রাচীন শিব মন্দির দেখলাম। নাম জ্যোতিসর মহাদেব। সূর্যগ্রহণের দিন বহু মানুষ এই মন্দিরে পূজা দিতে আসেন।

এরপর রিক্সাওয়ালা আমাকে নিয়ে গেল 'ভূরিসর বা ভৌর' তীর্থে। জ্যোতিসর থেকে ৪/৫ মাইল পশ্চিমে। এইস্থানে ভূরিশ্রবার মৃত্যু হয়। ইনি সূর্যের উপাসক ছিলেন। পরবর্তী কালে এখানে একটা সূর্য মন্দির তৈরী হয়। এখানে একটা সুন্দর সরোবর আছে। তীর্থযাত্রীরা এই সরোবরে স্নান করে রাস্তার অপর দিকে একটা শিব মন্দির আছে সেখানে গিয়ে পূজা দেন। এখানে যাত্রীদের মনোরঞ্জনের জন্য কুমারী মেয়েরা নাচ গান করে দর্শকদের আনন্দ দেয়।

এরপর আমি গেলাম 'কাম্যতীর্থ' বা কাম্যক বন দেখতে। জ্যোতিসর থেকে ৪ কি.মি. পূর্বে পেহয়া রাস্তার দক্ষিণে কামোধা গ্রাম। এর পশ্চিম দিকে 'কাম্যক' তীর্থ। এখানে শিবের একটা মন্দির আছে। এই বনে পাণ্ডবরা কয়েকটা দিন ছিলেন। *...ক্রমশঃ*

—মাতৃচরণাশ্রিত শ্রীবিজন কুমার সেনগুপ্ত

গীতা ভাবনা

(৩১)

গীতা এমন একটা গ্রন্থ যা ভারতীয়-অভারতীয়, বেদপন্থী-অবেদপন্থী, দার্শনিক, সাধক সকলকে আলোচনার ইন্ধন যুগিয়েছে। তাই ভারতীয় শাস্ত্রধারায় গীতার একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। এখানে অনেক সাধক এসেছেন যাঁরা হয়তো বিদ্যালয়ের পাঠশালার গণ্ডীটাও পেরোন নি কিন্তু গীতার তত্ত্ব অত্যন্ত সাবলীলভাবে বিভিন্ন প্রসঙ্গে তাঁরা উপস্থাপিত করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃতে প্রত্যক্ষভাবে হয়তো গীতার বচন উদ্ধৃত হয় নি, কিন্তু তাঁর কথামৃতের সঙ্গে কিভাবে গীতার প্রত্যক্ষ যোগ ছিল তা পরবর্তী আলোচকেরা তাঁদের রচনায় বলেছেন। কৈবল্যধামের শ্রীরামঠাকুর সম্পর্কে একই কথা প্রযোজ্য হলেও এই যোগী যে প্রত্যক্ষভাবে গীতা পড়তেন এবং তার অনেক অংশই তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল এটা তাঁর চিঠিপত্র দেখলেই বোঝা যায়। আমরা ক্রমশঃ বাংলার সাধক ও মনীষীদের দৃষ্টিতে গীতার প্রভাবের কথা বলব। বর্তমান প্রসঙ্গে 'অবতার বরিষ্ঠ' শ্রীরামকৃষ্ণই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

হুগলী জেলার কামারপুকুরে কাশ্যপগোত্রীয় ব্রাহ্মণ বংশে এঁনার জন্ম হয় ফাল্গুনের শুক্লা দ্বিতীয়ায় ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় নিষ্ঠাবান ভক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং মাতা চন্দ্রমণি ছিলেন সরলতার মূর্তি। পাঠশালায় সামান্য লেখাপড়ার পর বালক গদাধর গৃহদেবতা রঘুবীরের নিত্য সেবার কাজে লাগেন। সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রের পাঠ না নিলেও পাড়ার ধনবান লাহাদের বাড়ীর অতিথিশালায় আগত সাধুসন্তদের মুখ থেকে শাস্ত্র কথা শুনতেন আবার রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবতের কথকথাও শুনতেন। এসব কথা তাঁর মধ্যে এমন ভাবাবেগ সৃষ্টি করে যে ১১ বছর বয়সে নিকটবর্তী গ্রাম আনুড়ে যাবার সময় তাঁর জ্যোতিদর্শন ও সমাধিলাভ ঘটে। বাড়ীর পরিবেশ থেকেই যথাসম্ভব পূজার মন্ত্রাদি রপ্ত করেছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর বাধ্য হয়ে ১৭-১৮ বছর বয়সে কলকাতায় চলে আসেন এবং ঝামাপুকুরে গোবিন্দ চ্যাটার্জীর বাড়ীতে নিত্য পূজক নিযুক্ত হন। সেখানে থেকে অন্যত্রও পূজা করতেন। এই সূত্রেই ঝামাপুকুরের মিত্রদের বাড়ীতেও কিছুদিন পূজা করেছিলেন। বড় ভাই ক্ষুদিরাম শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন এবং নানা ঘটনার মাধ্যমে জানবাজারের রানী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দিরের পূজক হয়েছিলেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে স্নানযাত্রার দিন এই ভবতারিণী কালী মন্দির প্রতিষ্ঠার পর থেকেই রামকুমার প্রথম পূজক হন। তাঁকে সহায়তার জন্য ২১/২২ বছরের যুবক রামকৃষ্ণ এখানে আসেন। তাঁদের মেজ ভাই রামেশ্বরও মাঝে মাঝে দেবীর পূজা করতেন।

ভবতারিণী মন্দিরে আসার পরেই রামকৃষ্ণের কাছে জ্ঞানচর্চা ও সাধনার রাজ্য খুলে গিয়েছিল। এর মধ্যে সারদামণির সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহের মুখ্য কারণ ছিল ছেলেকে সংসারের বাঁধনে বাঁধা। কিন্তু উল্টে সাধনার পথে এগোলেন তিনি এর পরেই দিব্যভাবের মাধ্যমে। বেদান্তের তোতাপুরী, তন্ত্রের ব্রাহ্মণী, বৈষ্ণব পণ্ডিত প্রভৃতি তাঁকে

সাধনার নতুন নতুন ধারায় নিয়ে যান। ইতিমধ্যে বৈদ্যনাথধাম, কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করেছেন এবং সেখানেও ভাবাবেগে সমাধিস্থ হয়ে বিশ্বনাথকে দেখেছেন। কিন্তু এসব এহবাহ্য সাধনার ধারা।

...ক্রমশঃ

— অধ্যাপক ডক্টর উদয় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বপিতার সৃষ্টিখেলা

বিশ্বপিতা, যিনি ছিলেন অজ, অনন্ত, অব্যয় শাশ্বত; সচ্চিদানন্দ জ্যোতির সমুদ্রসম আপনভাবে আপনি বিভোর। তাঁর ইচ্ছা হল একোহং বহুস্যাম - বহুরূপে খেলা করব। সেই মহাইচ্ছা স্ফুরিত হল শক্তির তরঙ্গাকারে জ্যোতির্ময় মহাসাগরের বুকে। উত্থিতা হলেন বিদ্যুৎ ঝলক্ সম মহাশক্তি মূলা প্রকৃতি। আদ্যাশক্তি মহাকালীরূপে হল তার প্রথম প্রকাশ। সৃষ্টি হল অনন্ত মহাকাশ। আবির্ভূতা হলেন তারাশক্তি। সৃষ্টি হল অগণিত তারকামণ্ডলী, গ্রহ, রবি শশী। ছড়িয়ে পড়ল সেই মহাকাশের বুকে, দিকে, দিকে। এইভাবে ক্রমান্বয়ে আবির্ভূতা হলেন দশ মহাবিদ্যা সৃষ্টির রূপায়নে। পরম-ব্রহ্ম হলেন দ্বিধা বিভক্ত, অঙ্কুরিত চানার দানার মত। প্রকৃতি ও পুরষরূপে প্রকটিত হলেন সৃষ্টির কারণে; মূলতঃ উভয়েই এক।

সৃষ্টি হল বহু দেবদেবী, বহু লোক-লোকান্তর। সৃষ্টি হল মহত্তত্ব - পঞ্চ মহাভূত, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্। তৈরী হল পঞ্চ তন্মাত্র - রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ। তৈরী হল পঞ্চ প্রাণ - প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান তার বহু শাখা নিয়ে। সৃষ্টি হল ত্রিগুণ - সত্ত্ব, রজ, তম। পরব্রহ্ম আত্মারূপে হলেন অনুস্যুত তাঁর সমগ্র সৃষ্টি জুড়ে। আর নিজেকে রাখলেন আচ্ছাদিত হিরণ্ময় পাত্রে। আত্মাই প্রাণরূপে হলেন প্রকাশিতা তারই চঞ্চলাবস্থা হল মন, যিনি হলেন বিশ্ব রচনার নায়ক। সাম্যতা হারাল ত্রিগুণ আজ্ঞাচক্রে মহত্তত্বে এসে। গুণেরই তারতম্যে সৃষ্টি হল এই বৈচিত্র্যময় জীব-জগৎ, বিশ্ব-চরাচর। পুরুষ ও প্রকৃতি রইলেন সমগ্র সৃষ্টি জুড়ে। ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হলেন সেই চৈতন্যময়শক্তি। সর্বশেষে সৃষ্টি হল মানুষ ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ জীবরূপে, দেবতারই অনুরূপভাবে।

বিশ্বপিতা রইলেন আত্মারূপে তাঁর কূটস্থমধ্যে আচ্ছাদিত হয়ে। আদ্যাশক্তি পরমা-প্রকৃতি রইলেন তাঁর মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনীরূপে। সৃষ্টি হল ষট্চক্র মূলাধার হতে আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত ও সহস্রার। সৃষ্টি হল ইড়া, পিঙ্গলা ও ব্রহ্মনাড়ী - সুষুম্না নাড়ীর অভ্যন্তরে। এমনিভাবে তৈরী হল আত্মদর্শনের সোপান। কিন্তু প্রকৃতির মায়া প্রপঞ্চের জালে তৈরী হল পঞ্চ ক্লেশ — অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ বা মৃত্যুভয়। তৈরী হল ষড়রিপু - কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ্ ও মাৎসর্য্য। মায়া শক্তির আবরণে ও চিত্ত বিক্ষেপের ফলে হতে লাগল নিত্য নূতন বন্ধন। মানুষ ভুলে গেল তার আত্মসত্তাকে, দেহেতেই রইল আবদ্ধ হয়ে। এইভাবে সৃষ্টি হল কর্মফলের বন্ধন, আবদ্ধ হল সে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে। এমনি করে চলল সে গড্ডালিকা প্রবাহে।

কতিপয় মহাত্মার উপলব্ধি হল এই সুখ ক্ষণস্থায়ী। জীবনের নেই স্থিরতা, যেতে হবে এর পরপারে। শুরু হল আত্ম অন্বেষণ। সেই সব মহাত্মার প্রাণপণ প্রচেষ্টার ফলে জাগ্রত হলেন অন্তরাত্মা। তখন জানতে পারলেন তাঁরা নিজের সত্ত্বাকে। বিশ্বের কল্যাণে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন তাঁরা —শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্য বর্ণং তমসো পরস্তাৎ।
ত্বমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

—সেই জ্যোতির্ময় পুরুষকে আমি জেনেছি, তাঁকে জানলে সব জানা যায়, করা যায় মৃত্যুকে জয়।

এমনিভাবে মানুষের হয় বোধের উদয়। পরমব্রহ্ম,জীবের দুঃখে কাতর হয়ে যুগে যুগে আসেন মানুষের রূপে, এই ধরণীর বুকে। মানবের আত্মসত্ত্বাকে জাগিয়ে দিতে। দিতে পরিত্রাণ তাদের জন্ম-মৃত্যুর চক্র হতে। কিন্তু কে তাঁকে জানতে পারে? তিনি না জানালে পরে? সধারণ মানুষরূপে আসেন, তাই হয় না বিশ্বাস। তাই হন তিনি চির অবহেলিত। তিনি কিন্তু শত যন্ত্রণা সহ্য করেও রাখেন তাঁর কৃপা হস্ত সদা প্রসারিত। কয়েকজন ভাগ্যবানই পায় তাঁর দর্শন, তাঁর কৃপা, তাঁর আশ্রয়। যুগে যুগে চলছে এই একই ধারা। যখন পরে জানতে পারে, তাঁর মূর্তি গড়ে পূজা করে। তাই ঘোচেনা তার ভব-যন্ত্রনা। শেষ হয় না আসা যাওয়ার ক্রম পরিক্রমা।

—মাতৃচরণাশ্রিতা শ্রীমতী বীণা চৌধুরী

—ওম্ তৎ সৎ ওম্—

শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম বদ্রীনাথধাম ভ্রমণ কথা

(৬)

নন্দপ্রয়াগের দূরত্ব হৃষীকেশ থেকে প্রায় ১৯০ কি.মি.। সেখানের সঙ্গমে স্বর্গগঙ্গা অলকানন্দার সঙ্গে নন্দা নদীর মিলন ঘটেছে। অনেকে নন্দানদীকে 'নন্দাকিণী' আখ্যা দিয়ে থাকেন। স্বর্গরাজ্য হিমালয়ের কোলে প্রত্যেকটি প্রয়াগের দৃশ্যগুলি যেন মুক্তাঙ্গণ বেষ্টিত, তীর্থযাত্রীদের পুণ্য স্নানের পরিপন্থী ও তার একটি করে মহিমাও রয়েছে সেখানে। প্রাচীনযুগে এই মহাসঙ্গমের তীরে ঋষি শ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠদেবের তপস্যার ক্ষেত্র ছিল বলে জানা যায়। এছাড়া একদা নন্দরাজা ও তাঁর স্ত্রী রানী যশোদা এই মহাসঙ্গমে এসে ভগবৎকৃপা লাভের উদ্দেশ্যে এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। যাঁদের গৃহে থেকে স্নেহ মমতায় ও অতি আদর-যত্নে পরমপুরষ শিশু ভগবান 'শ্রীকৃষ্ণ' প্রতিপালিত হয়েছিলেন। সেই স্মৃতিকে কেন্দ্র করে সেখানে আছে গোপাল ও শ্রীকৃষ্ণের একটি মন্দির, আর রাজার নামানুসারে সেই থেকে চতুর্থতম প্রয়াগের নামকরণ হয়েছে 'নন্দপ্রয়াগ'।

নন্দপ্রয়াগ

আমাদের তীর্থযাত্রা পথে না ছিল বাহকের ঘূর্ণায়মান চাকার বিরাম, আর না ছিল পরিচালিত যন্ত্রের অবসর নেবার স্থান কারণ, পথে শ্রীশ্রীমার আদেশ ছিল যতটা সম্ভব উপরে উঠে গিয়ে চালককে খাবার খাওয়ানোর সময়, আমাদেরও কিছুটা বিশ্রাম ও হাল্‌কা খাবার খাওয়া হবে এবং সেই সময় বাহক ও তার যন্ত্রাংশের কিছুটা ক্লান্তি দূর করানো যাবে। সেই মতন তখন আমাদের গাড়ী চড়াই হয়ে উঠে চলেছিল অতি শান্ত, ধীর ও সাবধানতা অবলম্বন পূর্বক, জানা ছিল নন্দপ্রয়াগের পর আমাদের চলার পথে পড়বে পঞ্চমতম ও শেষ প্রয়াগ যা 'বিষ্ণুপ্রয়াগ' নামে অভিহিত হয়ে রয়েছে। কিন্তু, পথ ছিল অনেকটাই তাই, আমরা প্রথমে চামৌলীতে এসে গাড়ীতে বসেই শ্রীশ্রীমায়ের সাথে হাল্‌কা খাবার খেয়ে, চালককে খাওয়ানো তৎসহ বাহককে বিশ্রাম দিয়ে আবার যাত্রা শুরু করেছিলাম। উত্তরাখণ্ডের গাড়োয়াল জেলার সেই পাহাড়ী অঞ্চলটি মিলিটারী অধ্যুষিত, পাশেই রয়েছে চীন ও পাকিস্তানের বর্ডার, হিমালয়ের পিছনে আড়াআড়ি ভাবে। তাই পথ, ঘাট ও সমস্ত এলাকা ভারত সরকারের নির্দেশ মতন সেনাবাহিনীর দখলে রয়েছে। এক পাহাড় থেকে নদী পেরিয়ে আর এক পাহাড়ে যাওয়ার জন্য রয়েছে তাদেরই তৈরী করা সুন্দর ও মজবুত ব্রীজ। সকলকেই সেই ব্রীজগুলি অতিক্রম করে যেতে হয় সেই মহাতীর্থস্থানের দিকে। চামৌলীর পর কয়েকটি ছোট ছোট স্থান তারপর পিপলকোটী, তা পার হয়ে আমরা উঠে আসি শিবাবতার আদি শঙ্করাচর্য্যের প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন মঠ 'যোশীমঠ' এলাকায়। হিমালয়ের উপর সেইস্থানে শহরের কিছুটা গন্ধ পেয়েছিলাম আমরা। সেইস্থানের উচ্চতা প্রায় ৬১৫০ ফুট মতন হবে। সেখানে দেখতে পেয়েছিলাম মঠ, মন্দির, আশ্রম ছাড়াও অনেক ঘর-বাড়ী, দোকান, হোটেল ইত্যাদি রয়েছে। আমাদের গাড়ী রাজধানী এক্সপ্রেসের মতন দ্রুত না চললেও, চামৌলীর পর কোন স্টপেজ ছিল না। তাই আমাদের গাড়ী হিমালয়ের এক পবিত্র ভূমি যোশীমঠ অতিক্রম করে উঠে চলেছিল 'বিষ্ণুপ্রয়াগের' দিকে। নন্দপ্রয়াগ হতে বিষ্ণুপ্রয়াগের দূরত্ব প্রায় ৬৬ কি.মি. অর্থাৎ স্বর্গলোকের তোরণদ্বার হৃষীকেশধাম হতে বিষ্ণুপ্রয়াগের দূরত্ব প্রায় ২৫৬ কি.মি.। আবার যোশীমঠ থেকে আমাদের তীর্থযাত্রার লক্ষ্যপথ সেই দেবভূমি বদরীক্ষেত্রের দূরত্ব প্রায় ৪২ কি.মি. মতন হবে। প্রাচীন পবিত্র ভূমি যোশীমঠের নামকরণ কিভাবে হয়েছে তারও একটি পৌরাণিক কাহিনী আমরা পেয়ে থাকি। যোশীমঠ থেকে কিছুটা দূরে আদি শঙ্করাচার্য্য হিমালয় পরিক্রমার সময় একটি সুন্দর মন্দির তৈরী করে 'জ্যোতির্লিঙ্গ' নামে একটি শিবলিঙ্গ সেখানে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এছাড়া সেখানকার মঠ স্থাপনাও হয়েছিল তাঁর নিজের হাতে, ফলে তাঁর নামকরণেই এর নাম হয়েছিল 'শঙ্করমঠ'। কালক্রমে তীর্থযাত্রী থেকে আরম্ভ করে পাহাড়ী অঞ্চলের বসবাসকারী মানুষজনেদের নিকট শঙ্কর ও শিব এক হয়ে যাওয়ায়, তখন থেকে মঠটি 'জ্যোতির্মঠ' নামে প্রচলিত হয়ে যায়। তারপর ধীরে ধীরে সেই শুদ্ধ নামের অপভ্রংশ করে ফেলে সেখানকার পাহাড়ী সমাজ ব্যবস্থা। যারফলে তার জ্যোতির্মঠ নাম পরিবর্তন হয়ে গিয়ে

'যোশীমঠে' পরিণত হয়ে যায়। যোশীমঠের বহু পুরাতন মন্দির হচ্ছে নৃসিংহ দেবতার, আর আছে বাসুদেব ও বলরাম দুই ভাইয়ের মন্দির এবং সেখানে আছে একটি বদরীনারায়ণের মন্দির। তারফলে বদরীক্ষেত্রের বদরীনারায়ণের মন্দির দিওয়ালীর পর বন্ধ হয়ে গেলে পূজারী রাওয়ালজী যোশীমঠের বদরীনারায়ণের মন্দির থেকেই শ্রীনারায়ণের নিত্য পূজা করে থাকেন বাকী ছয় মাস। যোশীমঠ থেকে দুটি পথ দুই দিকে চলে গেছে। প্রথমটি বদরীনাথধামের দিকে ও দ্বিতীয়টি মালারির পথে। প্রথমটির সাথী স্বর্গগঙ্গা অলকানন্দা ও দ্বিতীয়টির সঙ্গী ধৌলিগঙ্গা। যার অপর নাম বিষ্ণুগঙ্গা। তখন চলছিল বর্ষার মরসুম, পাহাড়ে বর্ষাতে ধস্ এই পথের নিত্য সঙ্গী। সেই সময় পাহাড়ের গা লাগোয়া পথ-ঘাট অতি দুর্গম হয়ে পড়ে। চলতি পথে পূর্বে কয়েকটি স্থানে আমাদের বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। সেই মরসুমে বৃষ্টির তালে তালে ঝুরঝুর করে পাহাড় থেকে পাথরের ছোট বড় নুড়ি অনবরত পথে পড়তে থাকে। যারফলে যখন তখন গাড়ী চলাচল বন্ধ হয়ে যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত সেনাবাহিনী তাড়াতাড়ি করে পথে জমে যাওয়া পাথরগুলি পরিষ্কার করে না দেয়। আমরা চলেছিলাম উতরাই-এর পথে বিষ্ণুপ্রয়াগের কাছাকাছি। পাহাড়ের উপর হতে ধেয়ে আসা ঝরণার জলের তোড়ে পথের একস্থানের পরিস্থিতি ভয়ানক খারাপ হয়ে যাওয়ায়, গাড়ীর চালক থমকে যায়। পাহাড়ের ঐরূপ পরিস্থিতি দেখে আমরাও কিছুটা আতঙ্কিত হয়ে পড়ি কারণ, আমরা দেখতে পাই গাড়ীর চাকা সেই পিচ্ছিল পথে মোটেই এগোতে পারছে না। তখন চিন্তিত হয়ে পড়া চালক জোর করে গাড়ীর গিয়ার একধাপ উপরে দিয়ে চালাতে গিয়ে দেখে যে, গাড়ীর চাকা গতিপথ হারিয়ে এবং পিচ্ছিল পথের অসুবিধায় খাদের দিকে এগিয়ে যায়। বাঁদিকে বিশাল খাদ! নীচ দিয়ে চলেছে বেগবতী গঙ্গা অলকানন্দা, আর ডানদিকে পাহাড়ের চূড়া হতে বয়ে আসা ঝরণার তীব্র জলের তোড়। কি করে পার হওয়া যাবে এই পথটুকু তাই ভাবতে থাকি। আতঙ্ক তখন যেন আমায় ঘিরে ধরেছে। গাড়ীতে বাঁদিকেই বসেছিলাম আমি, তাই নজরখানি গভীরতর খাদের দিকেই ছিল। ততক্ষণে চালক গাড়ীটিকে কিছুটা পিছিয়ে নিয়ে এসেছিল। তখন সকলেরই নজর পরিস্থিতির দিকে। এই মহান তীর্থযাত্রায় সঙ্গে ছিলেন আমাদের গুরুমাতা শ্রীশ্রীমা দুর্গা দুর্গতিনাশিনী, ফলে তাঁকে স্মরণ করতেই তিনি বলে ওঠেন, ''কি হল রে?'' সেখানের পরিস্থিতি দেখে ও আমাদের কাছ থেকে ঘটনার বিবরণ শুনে, তৎক্ষণাৎ চালককে সাহস ও উৎসাহ দিয়ে যেন নিজেই গাড়ীটিকে চালিয়ে পার করিয়ে দিয়েছিলেন সেই বিপদসংকুল পাহাড়ের পথখানি মুহূর্তের মধ্যেই। মনুষ্যদেহ ধারণকারী অবতাররূপী দেব-দেবীগণের অসীম কৃপার এক ক্ষুদ্রতম বিন্দুর ন্যায় সাহায্যের নিদর্শন দ্বারা শ্রীশ্রীমা হতবাক করেছিলেন আমাদের সকলকে এবং সেই সময়ে তাঁর অলৌকিকতা আমাদের কাছে বিস্ময়ের বিষয় হয়ে উঠেছিল। কোনও কথা না বলে, নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করে আমরা পাহাড়ে উঠতে থাকি গুরুমাতার সঙ্গ নিয়ে। চালক শান্ত ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে অতি সাবধানে গাড়ী চালিয়ে নিয়ে আসে 'বিষ্ণু প্রয়াগের' নিকট। পঞ্চপ্রয়াগের শেষতম প্রয়াগের সঙ্গমস্থলের দৃশ্যখানি চমৎকার ও অতি আকর্ষণীয়। বিষ্ণুপ্রয়াগে স্বর্গগঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে ধৌলিগঙ্গা, যাকে বিষ্ণুগঙ্গাও বলা হয়ে থাকে। পুরাণকালে সেইস্থান ছিল দেবর্ষি নারদের তপস্যা ভূমি। তিনি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর তপস্যা করে সেই বিষ্ণুপ্রয়াগে তাঁরই বরে সর্বজ্ঞত্ব লাভ করেছিলেন বলে জানা যায়। বিষ্ণুপ্রয়াগকে বদরীকাশ্রমের প্রবেশদ্বার বলা হয়ে থাকে। এছাড়া বদ্রীক্ষেত্র সেইস্থান হতে শুরু হয়েছে বলে প্রচলিত আছে। সেখানে আছে অলকানন্দার প্রসিদ্ধ একটি গিরিখাত।

এরপর আমাদের গাড়ী বিষ্ণুপ্রয়াগ অতিক্রম করে চড়াইয়ের পথে চলতে থাকে 'গোবিন্দঘাট' অঞ্চলের দিকে। সেখানের পাহাড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে বড় বড় লম্বাটে ধরণের কিছু গাছ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ছিল যেন সেনাবাহিনীর প্যারেড করার মতন। দূর থেকে দেখে কিছু পাহাড়ী গাছের নাম মনে এসেছিল, যা আমরা বইতে পেয়ে থাকি যেমন — পাইন, দেবদারু, চীর, ভূজ, হোগ্গা, শাল ইত্যাদি এই সব গাছই হয়তো হবে। হিমালয় ধীর, গম্ভীর ও বিরাট মৌন মহিমাযুক্ত পর্বতমালা। সেই বিরাটত্ব দেখেই মানুষের মনে বৈরাগ্য জেগে ওঠে। আমাদের অবস্থাও সেইরূপ ছিল যতই এগিয়ে যাওয়া যায় ততই মনে হয় যেন কোথা থেকে ডাক আসছে তাঁর কাছে পৌঁছানোর জন্য। তাই তো প্রত্যেকের কাছেই তপোভূমি, দেবভূমি ও দেবাত্মা হিমালয় পিতৃসম। এই হিমালয়ে তিনটি জলধারা যা ভাগীরথী, অলকানন্দা ও মন্দাকিনী নামধারণ পূর্বক প্রবাহিত

হয়ে মর্ত্যে নেমে এসেছে স্বর্গগঙ্গা বা আকাশগঙ্গা বলে পরিচিত হয়ে। তাদের উৎসক্ষেত্র অঞ্চলে রয়েছে তিনিটি মহাতীর্থস্থান। প্রথম ব্রহ্মাতীর্থ গঙ্গোত্রী, দ্বিতীয় বিষ্ণুতীর্থ বদ্রীনাথ, তৃতীয় মহেশ্বরতীর্থ কেদারনাথ। আমাদের তীর্থযাত্রা ছিল বিষ্ণুতীর্থ বদ্রীনাথজীর দর্শন ও পূজনের উদ্দেশ্যে। গাড়ী ছুটতে ছুটতে চলে আসে গোবিন্দঘাটের এলাকায়। গোবিন্দঘাট শিখ জাতিদের এক মহাপবিত্র তীর্থক্ষেত্র। একদা সেখানে শিখ ধর্মগুরু 'গোবিন্দ সিং' দীর্ঘদিন তপস্যা করেছিলেন। জানা যায় সেখানে তাদের একটি বিশাল বড় গুরুদুয়ারা আছে এবং শিখ সম্প্রদায়ের তীর্থযাত্রীদের জন্য থাকা, খাওয়ার ব্যবস্থাও আছে।

তারপর পথে আসে আমাদের আরও একটি প্রাচীন তীর্থস্থান 'পাণ্ডুকেশ্বর'। এই নামকরণের উদ্দেশ্য জানতে গেলে যে কাহিনী পাওয়া যায় তা হল মহাভারতের যুগে পাণ্ডব বংশের রাজা 'পাণ্ডু' একসময় হিমালয়ের এইস্থানে সাধনার উদ্দেশ্যে এসে দীর্ঘদিন বাস করেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী মাদ্রী ও কুন্তী। রাজা পাণ্ডু সেইস্থানে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, মন্দির স্থাপনা করে। পরে সেই শিবলিঙ্গের নাম 'পাণ্ডুকেশ্বর' বলে আখ্যায়িত হয়ে যায়। রাজা পাণ্ডু একসময় অলকানন্দার অপর পারের পর্বতের উপরে মৃগয়া করতে গিয়ে এক কিন্নরের উপর বাণ প্রয়োগ করায়, সেইস্থানেই তিনি কিন্নরীর অভিসম্পাত পান। সেই অভিসম্পাতের ফলে তাঁর জীবনের অন্তিমকাল ঘনিয়ে আসে এবং তপোভূমি হিমালয়ের কোলেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। সেই সময় তাঁর স্ত্রী মাদ্রী সহমৃতা হয়েছিলেন তাও এই কাহিনী হতে পাওয়া যায়।

...ক্রমশঃ

—মাতৃচরণাশ্রিত স্বামী সংবেদানন্দজী

রাজস্থানের সুপ্রসিদ্ধা শ্রীশ্রীসতীমায়ের লীলামৃত

(৭)

শিবমন্দিরে অবস্থান — লুনী নদী বা বানগঙ্গার জল সর্বদাই সঞ্চিত থাকিত। সেইজন্য জনসাধারণ সেই জল স্নানাদি ও অন্যান্যকার্যে ব্যবহার করিতেন। ইহাতে সেই জল পানের অনুপযুক্ত হইয়াছিল, ইহা ব্যতীত তাহা লবণাক্তও ছিল। বাপজীর পক্ষে এই জল সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত মনে করিয়া শ্রীহরিনাথজী মন্দিরের নিকটবর্তীস্থানে বাপজীর স্নানের নিমিত্ত একটি ক্ষুদ্রজলাধার নির্মাণ করিয়া দিলেন। তাহার নাম দেওয়া হইল গীতাঘাট। মন্দিরে যাহারা আসিতেন তাহারা এই স্থানেই স্নান করিতেন। গুরুর নির্দেশে বাপজী শিবমন্দিরেই থাকিতে লাগিলেন। তিনি ১৯৫৬ খৃঃ শিবমন্দিরে আসিয়া দুই বৎসর শিবমন্দিরে অবস্থান করিয়াছিলেন। তারপর তাঁহার জন্য গুফা নির্মিত হইলে সেইখানেই তিনি থাকিতে লাগিলেন। এই সময় কাকিসাও বাপজীর সহিত থাকিতেন। গুফায় অবস্থান কাল হইতেই বাপজীর গৃহের সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন হইল কারণ পূর্বে তিনি কাকিসাকে দর্শন ও প্রণাম করিতেই শুধু গৃহে যাইতেন।

শিবমন্দিরে দিনচর্চা — শিবমন্দিরে থাকিবার কিছুদিন পরেই ভক্তগণ মন্দিরের সংলগ্ন স্থানের নীচে বাপজীর একান্তবাসের জন্য একটি গুফা বা গুহা নির্মিত করিয়া দিলেন। বাপজী রাত্রিতে গুফায় থাকিতেন এবং প্রাতঃ তিন বা চারটার সময় উঠিয়া বিলাড়ায় যাইয়া বানগঙ্গায় স্নান করিয়া এক ঘড়া জল লইয়া আসিতেন, যাহার দ্বারা তিনি শিবজীকে স্নান করাইয়া পূজা করিতেন। এই সমস্ত কর্ম তিনি সূর্য্যোদয়ের পূর্বেই করিতেন। বাপজী সকাল দশটার সময় গুফা হইতে বাহির হইয়া আসিতেন এবং তথায় সমবেত ভক্তবৃন্দকে দর্শনাদি দান ও সৎসঙ্গ করিতেন। তারপর দ্বিপ্রহরে ভক্তগণ যখন নিজ নিজ গৃহে ভোজনাদি করিবার জন্য চলিয়া যাইতেন তখন বাপজী গুহায় ফিরিতেন। বাপজী সকালে গুফা হইতে যতক্ষণ না বাহির হইতেন, তাঁহার নির্দেশে শ্রীহরিনাথজী তখন গীতাপাঠ ও তাহার ব্যাখ্যা করিতেন। পরবর্তীকালে বাপজীর অনুরোধে তিনি মহাভারতও পাঠ করিতেন। তাঁহার পাঠের সময় কেহ যদি অমনোযোগী হইত বা কথাবার্তা বলিত, তখন তিনি তাহাকে দাঁড় করাইয়া রাখিতেন। মানসিংহের নাতি ভগবান সিংহ এই সময় খুবই ছোট ছিল। সে আসিয়া মধ্যে মধ্যে কাকিসার কোলে বসিত। তখন কথাবার্তাও হইত। এই জন্য হরিনাথজী একদিন কাকিসাকেও দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার পাঠ শেষ হইতে সন্ধ্যা হইয়া যাইত। তখন ভক্তরা নিজ নিজ গৃহে যাইয়া সন্ধ্যাহ্নিক ও জপাদি করিতেন। ইহার পরে এই মন্দিরের সংলগ্ন স্থানে ভক্তদের জন্য ও ভোজনাদির জন্য

বিস্তৃত স্থান জুড়িয়া বহু আবাসভূমি নির্মাণ করা হইয়াছিল।

প্রথম বাপজীর তীর্থযাত্রা — শিবমন্দিরে থকিবার কিছুদিন পরেই বাপজী তাঁহার গুরু গোলাপদাসজী মহারাজের সহিত তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়াছিলেন। সঙ্গে কাকিসা, শ্রীহরিনাথজী এবং আরও অনেক ভক্ত শিষ্য গিয়াছিলেন। এই জন্য রেলের একটি কামরা রিজার্ভ করিয়া লওয়া হইয়াছিল। তঁহারা বদ্রীনাথ, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, বৃন্দাবন, অযোধ্যা, প্রয়াগ ইত্যাদি ভ্রমণ করিয়া পুষ্করে আসিয়া পৌঁছাইলেন। এই সময় বাপজীর বেশ কয়েকটি অলৌকিক ঘটনাবলী লোকেরা প্রত্যক্ষ করেন। সেগুলির আর বিস্তৃত বর্ণনা করা সম্ভব হইল না।

পরশুরাম মহাদেব দর্শন — বাপজীর দল যখন আরাবলী পর্বতমালার চার হাজার ফুট উপরে আসিল, তখন প্রায় অন্ধকার স্থানটি ছাইয়া ফেলিয়াছিল। তথা হইতে ১৩ কি.মি. দূরে পাহাড়ের একটি গুফায় পরশুরামজী শিব স্থপনা করিয়া সাধনা করিতেন। বাপজী তখন সেই স্থানে যাইবার জন্য সংকল্প করিলেন এবং কাহারো নিষেধ না শুনিয়া নিজেই পাহাড়ে উঠিতে লাগিলেন। মধ্যপথে যাইবার পর দেখিলেন পুরোহিত পূজা সমাপ্ত করিয়া মন্দিরে তালা লাগাইয়া ফিরিয়া আসিতেছেন। তিনি বাপজীকে তথায় যাইতে নিষেধ করিয়া বলিলেন যে, সন্ধ্যার পরে সেখানে বাঘ আসে। কিন্তু বাপজী তাঁহার সংকল্পে অটুট রহিয়া চলিতে লাগিলেন। তখন তিনি গিয়া তালা খুলিয়া দিয়া আসিলেন। যখন বাপজী মন্দিরে গিয়া পৌঁছাইলেন, তখন সমগ্র স্থানটি ঘোর তমসাবৃত হইয়া গিয়াছিল। বাপজী মন্দিরের পাশে বসিয়া ধ্যানমগ্ন হইয়া পড়িলেন। তখন মন্দিরের নিকট একটি ব্যাঘ্র আসিয়া তাঁহারই সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। তিনি তখন করজোড়ে তাহাকে বলিলেন, ''প্রভু, তুমি আসিয়াছ, কিন্তু আমার কাছে কোন পূজা সামগ্রী তো নাই, আমি কি দিয়া তোমায় পূজা করিব?'' তখন ব্যাঘ্র তথায় বসিয়া পড়িল। বাপজীও গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া পড়িলেন। তারপর ভোর হইতেই বাপজী দেখিলেন, ব্যাঘ্রটি ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। সকালে পুরোহিত যখন পূজা করিতে আসিলেন, তিনি বাপজীকে দেখিয়া পরম বিস্ময়ে বলিলেন, ''বাঘ কি আসিয়াছিল?'' বাপজী বলিলেন, ''ভগবান আসিয়াছিলেন, পুরা রাত্রি এইখানেই ছিলেন, এইমাত্র তিনি চলিয়া গেলেন।''

তীর্থপর্যটনের পরে গোলাপদাসজী বৃন্দাবনস্থিত শ্রোতমুনি আশ্রমে থাকিয়া চাতুর্মাস্য ব্রত পালন করিবার সংকল্প করিলেন। তিনি তাঁহার মহানির্বাণ লাভের দিনক্ষণ পূর্ব হইতেই অবগত ছিলেন। তাঁহার সহিত বাপজীও এই ব্রত পালনে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রত সমাপ্তির দিন অর্থাৎ ভাদ্রমাসের পূর্ণিমা তিথিতে তিনি তাঁহার ভক্তদের জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সকলের মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপ্ত হইয়াছে কিনা! যখন জানিলেন যে, সবার আহার সমাপ্ত হইয়াছে, তখন তিনি গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন এবং দুই ঘন্টা পরে ব্রহ্মতালুভেদ করিয়া তিনি স্বধামে চলিয়া গেলেন। বাপজী গুরুর মহাসমাধি প্রত্যক্ষ করিলেন।

শরণানন্দজীর দ্বারা বাপজীর শরীর পরীক্ষা — রাজস্থানে শরণানন্দজী নামে এক জন্মান্ধ মহাভক্তিমান পুরুষ ছিলেন। তিনি জন্মান্ধ হইলেও সমস্ত ধর্মগ্রন্থে সুপণ্ডিত ছিলেন। ধর্ম বিষয়ে তাঁহার প্রবচন শুনিতে বিপুল জন-সমাবেশ হইত। অন্যত্রও তাঁহাকে প্রবচন দিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাওয়া হইত। তিনি 'মানব-সেবা সংঘ' নামে বহু সেবা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া জনসেবা মূলক কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার বৃন্দাবন আশ্রমেই তিনি অধিক দিন অতিবাহিত করিতেন। এইস্থানে বাপজীও মধ্যে মধ্যে আসিতেন। একবার শরণানন্দজীর মনে সংশয় হইল যে বাপজী সত্য সত্যই অন্ন-জল ব্যতীত থাকিতে পারেন কিনা! সেই নিমিত্ত তিনি তাঁহার ভক্ত শিষ্য তৎকালীন স্বনামধন্য বড় চিকিৎসক দ্বারা বাপজীর শরীর পরীক্ষা করাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সেইমত ডাক্তার আসিয়া বাপজীর সমস্ত শরীরের বিশেষ করিয়া খাদ্যনালীর এক্সরে করাইলেন। কিন্তু দেখা গেল প্লেট শূন্য। তখন অন্য মেশিন দিয়া পুনরায় এক্সরে করানো হইল। তাহারও অবস্থা একই প্রকার, পরম বিস্ময়ে তিনি তখন বাপজীর রক্ত পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তথায় উপস্থিত কাকিসা ও ভগবান সিংহ তাহাতে আপত্তি জানাইলেন। কিন্তু বাপজী পরম স্নেহে তাঁহাকে অনুমতি প্রদান করিলেন। রক্ত পরীক্ষার ফল দেখিয়া ডাক্তার পরম বিস্ময়ে ঘোষণা করিলেন যে তাহা সাধারণ সুস্থ মানুষেরই মত। এইভাবে বাপজীকে কতই না পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল।

কপিলমুনির দর্শনলাভ — বাপজী একবার বিকানিরের রাজ পুরোহিতের আমন্ত্রণে তাঁহার বাসগৃহে গিয়াছিলেন। তথা হইতে তিনি কপিলমুনির আশ্রম তথা তপস্যা স্থল

কোলায়ত গিয়াছিলেন। কোলায়তে রাজপুরোহিতের গৃহে বসিয়া তিনি ভক্ত সঙ্গে সৎসঙ্গ করিতেছিলেন। সেই সময় এক বৃদ্ধ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ''বালা হইতে যিনি আসিয়াছেন তিনি কোথায়?'' তখন তাঁহাকে বাপজী সকাশে লইয়া যাওয়া হইল। তাঁহাকে দেখিয়াই বাপজী উঠিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। তিনিও বাপজীকে আশীর্বাদ করিলেন। বাপজী পুনরায় হাত জোড় করিয়া কহিলেন, ''আপনি কৃপা করিয়া আমাকে দর্শনদান করিলেন।'' তিনি উত্তরে বলিলেন, ''দর্শন তো আপনিই দিলেন।'' ইহার পর তাঁহাদের মধ্যে এমন আন্তরিকভাবে কথাবার্তা হইতে লাগিল যেন পরস্পর পরস্পরের কতকালের পরিচিত। তাঁহাদের কথাবার্তা অনেকক্ষণ চলিল, কিন্তু উপস্থিত ভক্তবৃন্দ তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। যাইবার সময় বাপজী তাঁহাকে গৃহের দ্বার অবধি পৌঁছাইয়া দিলেন। তারপরেই তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন। পরে বাপজী বলিয়াছিলেন, ''ইনি স্বয়ং কপিল মুনি।''

...ক্রমশঃ

—মাতৃচরণাশ্রিতা শ্রীমতী বীণা চৌধুরী

কৃষ্ণ কথা

রাজা পৌণ্ড্রক ও পুত্র সুদক্ষিণ

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

করূষ বা কারূ দেশাধিপতি একজন খুব পরাক্রান্ত রাজা পৌণ্ড্রক বারাণসীধামে মহাদেবের আরাধনা করিয়া বাসুদেবের ন্যায় চতুর্ভূজ মূর্তি হন। পরন্তু বসুদেব-তনয় বাসুদেব বর্তমান থাকিতে তাঁহার সম্মান ও প্রতিপত্তিলাভ সম্ভবপর নহে মনে করিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য দ্বারকায় যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ''আমিই বাসুদেব'' এই বলিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকট দূত প্রেরণ করেন, যেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার শরণাপন্ন হন। শ্রীকৃষ্ণ ইহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার বিরুদ্ধে অভিযান করিলে পরে পৌণ্ড্রক ও স্বীয় বন্ধু কাশীরাজের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখীন হন। তখন উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয় এবং শ্রীকৃষ্ণ হস্তে উভয়ই নিহত হন। কথিত আছে যে শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্রাঘাতে তাহার ও কাশীরাজের মস্তক ছেদন পূর্বক বারাণসীতে প্রেরণ করেন।

পৌণ্ড্রক শিশুপালের মিত্র ছিলেন। তিনি দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রুক্মিণী হরণকালে রাজা পৌণ্ড্রক রুক্মীর (রুক্মিণীর ভ্রাতা) পক্ষাবলম্বন পূর্বক যদু সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। রাজা পৌণ্ড্রক শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিহত হইলে পরে তৎপুত্র 'সুদক্ষিণ' পিতৃবধের প্রতিশোধ লইতে মনস্থ করেন। অতঃপর তিনি সমাধিযোগে অর্চনা করিয়া মহাদেবের প্রীতি উৎপাদন পূর্বক পিতৃহন্তার বধের উপায়স্বরূপ বর প্রার্থনা করিলেন। তখন মহাদেব বলিলেন যে বিশেষ বিধানে অগ্নির উপাসনা করিলে অগ্নিদেব সুদক্ষিণকে শত্রুবধে সাহায্য করিবেন। তখন সুদক্ষিণ মহাদেবের কথানুসারে সেইভাবে অগ্নির আবাহন করিলে পরে তখন দেব হুতাশন মূর্তিমান হইয়া আবির্ভূত হইলেন এবং প্রমথগণ সহ দ্বারকাপুরী দগ্ধ করিবার জন্য ধাবিত হইলেন। দ্বারকাবাসীগণ সেই অগ্নিকে পুরী দগ্ধকরণোদ্দেশ্যে আসিতে দেখিয়া তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। তখন বাসুদেব অগ্নির প্রতি সুদর্শন চক্র নিক্ষেপ করিলে হুতাশন ভগ্নমুখ হইয়া বারাণসীতেই প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং সুদক্ষিণসহ তাহার সকল অনুচরগণকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন।

(সহায়ক গ্রন্থ ঃ ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ)

আশ্রমের আগামী অনুষ্ঠানসূচী

কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা— ৫ই অক্টোবর, বৃহস্পতিবার

রাস পূর্ণিমা — ৪ঠা নভেম্বর, শনিবার

বার্ষিক সাধারণ সভা — ১৯শে নভেম্বর, রবিবার

বার্ষিক শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা দেবীর প্রতিষ্ঠা পূজা - ২৭শে নভেম্বর, সোমবার

বার্ষিক শ্রীলক্ষ্মীজনার্দ্দনজীউয়ের প্রতিষ্ঠা পূজা - ২৮শে নভেম্বর, মঙ্গলবার

শ্রীশ্রীসারদা মায়ের আবির্ভাব তিথি — ৯ই ডিসেম্বর, শনিবার

আধ্যাত্মিক সভা — ২৫শে ডিসেম্বর, সোমবার

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজদের মন্দির প্রতিষ্ঠা দিবস — ১৪ই জানুয়ারী, ২০১৮, রবিবার

নিরুক্তশাস্ত্রের দৃষ্টিতে বৈদিক দেবতার স্বরূপ আলোচনা

দেবতা বিষ্ণু— (২৯)

বেদের দেবমণ্ডলে বিষ্ণু প্রধান দেবতা না হলেও পরবর্তী ভারতীয় ধর্মতত্ত্বে তিনি একটি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছেন। তাঁর উপাসনা নানা ধারায় পল্লবিত হয়ে বৈষ্ণবদের সাধনায় প্রকাশিত হয়েছে। বৈদিক ধারায় বিষ্ণু হলেন সূর্য। কিন্তু পরেকার ধর্মে সেই পরিচয় বিশেষ অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে পড়েছে। ঋগ্বেদে বিষ্ণু সংক্রান্ত যে আলোচনা আছে সেখান থেকে তিনি যে সূর্যই এই বিষয়ে নিশ্চিৎ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। এমন কি বিষ্ণুর অবতারের বীজও বৈদিক সূর্যোপাসনার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। সমগ্র ঋগ্বেদে পাঁচটি পূর্ণসূক্তে বিষ্ণুর কথা বলা হলেও প্রায় শতাধিকবার তাঁর নাম উচ্চারিত হয়েছে। ব্রাহ্মণ সাহিত্যে বিষ্ণু সংক্রান্ত অনেক আখ্যান পাওয়া যায়। বিশ্ ধাতু থেকে যেহেতু শব্দটির ব্যুৎপত্তি দেখান হয় সেজন্য বিশ্ব ব্যাপক শক্তি হিসাবে বিষ্ণুর উল্লেখ অবরকালীন বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায় - ''ভূতঞ্চ বিষ্ণুঃ ভুবনঞ্চ বিষ্ণুঃ'' ইত্যাদি শ্রুতির কথা এক্ষেত্রে যেমন স্মরণীয় তেমনি বিক্রম, উরুগায়, উরুক্রম ইত্যাদি বৈদিক শব্দও এক্ষেত্রে আলোচনার বিষয়। পুরাণাদি সাহিত্যে সূর্যের একচক্র বিষ্ণুচক্রে পরিণত হয়েছে। ব্রাহ্মণ্য ধারায় শালগ্রাম শিলার উপাসনা প্রকৃতপক্ষে সূর্যচক্রেরই উপাসনা বলে গবেষকেরা মনে করেন।

নিঘন্টুতে বিষ্ণু শব্দ আদিত্য বাচক। বিষ্ণুর ত্রিপাদ বিক্ষেপের বিষয়টি ঋগ্বেদের ঋষিদের কাছে একটা বিশেষ আধ্যাত্মিক তত্ত্বের রূপকে পরিণত হয়েছিল বলে — ''ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্'' ইত্যাদি মন্ত্রভাগ ঋগ্বেদে একাধিকবার উচ্চারিত হয়েছে। এই বিষ্ণুর পরম পদ মহাকাশে সূর্যরূপে প্রকাশিত। সেই পরমপদেরই সন্ধান জানেন জ্ঞানীরা -''তদ্বিষ্ণোঃ পরম্ং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।'' যাস্কের নিরুক্তে এই ত্রিপদ বিক্ষেপের যে ব্যাখ্যা দেখান হয়েছে তা ক্রমশঃ পল্লবিত হতে হতে পুরাণে বামন অবতারে ত্রিবিক্রমের ব্যাখ্যায় একটা নতুন রূপ ধারণ করেছিল। ঋগ্বেদের ১/২২/১৬২১ মন্ত্রে বিষ্ণু সম্পর্কে কন্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি যা বলেছেন তার মধ্যে অনেকটাই বিষ্ণুর স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে —

''অতো দেবা অবন্তু নো যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে।
পৃথিব্যাঃ সপ্ত ধামভিঃ।।
ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং।
সমুলহমস্য পাংশুরে।।
ত্রীণি পদা বি চক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ।
ততো ধার্মাণি ধারয়ন্।।
বিষ্ণোঃ কর্মাণি পশ্যত যতো ব্রতানি পস্পর্শে।
ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা।।
তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্।।
তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে।
বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্।।''

অর্থাৎ, বিষ্ণু সপ্তকিরণের সাথে যে ভূপ্রদেশ থেকে পরিক্রমা করেছিলেন, সেই প্রদেশ থেকে দেবগণ আমাদের রক্ষা করুন। বিষ্ণু এই জগৎ পরিক্রমা করেছিলেন, তিন প্রকার পদবিক্ষেপ করেছিলেন তাঁর ধুলিযুক্ত পদে জগৎ আবৃত হয়েছিল।। বিষ্ণু রক্ষক। তাঁকে কেউ আঘাত করতে পারে না তিনি ধর্মসমুদয় ধারণ করে তিন পদ পরিক্রমা করেছিলেন।। বিষ্ণুর যে কর্মবলে যজমান ব্রত সমুদায় অনুষ্ঠান করেন, সেই সব কর্মের দিকে দেখ। বিষ্ণু ইন্দ্রের উপযুক্ত সখা।। আকাশে সবদিকে বিচরণকারী চোখ যেমন সব কিছু দেখে, বিদ্যানেরা বিষ্ণুর পরমপদ সেরূপ দৃষ্টি করেন।। স্তুতিবাদক ও সদা জাগরুক মেধাবী লোকেরা সেই বিষ্ণুর পরমপদ প্রদীপ্ত করেন।।

এসব মন্ত্র থেকে স্বাভাবিক ভাবেই ব্যাখ্যাতাদের মধ্যে প্রশ্ন জেগেছে — বিষ্ণু কে? এবং তাঁর পদবিক্ষেপের ব্যাপারটাই বা কি? যাস্কাচার্য নিরুক্তে (১২/১৯) বিষ্ণুর এই স্বরূপ নিয়ে শাকপূণি ও ঔর্ণবাভ - এর মধ্যেকার মত পার্থক্যের দিকটি তুলে ধরেছেন — ''যদিদং কিঞ্চ তদ্বিক্রমতে বিষ্ণুঃ। ত্রেধা নিধত্তে পদম্। ত্রেধা ভাবয় পৃথিব্যাং অন্তরীক্ষে দিবি ইতি শাকপূণিঃ। সমারোহণে বিষ্ণুপদে গয়শিরসি ইতি ঔর্ণবাভঃ''। এরূপ ব্যাখ্যান ধারা থেকেই টীকাকার দুর্গাচার্য বিষ্ণুকে স্পষ্টভাবেই আদিত্য বলে রায় দিয়েছেন - ''বিষ্ণুরাদিত্যঃ''। সূর্যের উদয়গিরিতে আরোহণ, মধ্য আকাশে স্থিতি ও অস্তাচলে গমন এই তিনটি বিষ্ণুর ত্রিপাদ বিক্ষেপ। পৌরাণিক আখ্যানের বীজ এই ব্যাখ্যার মধ্যেই অন্বেষণ করতে হবে।

বেদে সূর্যের প্রতিশব্দ হিসাবে শিপিবিষ্ট ও বিষ্ণু এই দুটি

শব্দই পাওয়া যায় এমন কি ৭/১০০/৬ ঋক্‌মন্ত্রে দুটি শব্দই একসঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। নিরুক্তকার তাই বলেন — ''শিপিবিষ্টো বিষ্ণুরিতি বিষ্ণোর্দ্বে নামানী ভবতঃ'' (নিঃ ৫/৭/৮)। কিন্তু ঔপমন্যব নামক ব্যাখ্যাকার শিপিবিষ্ট শব্দটির অশ্লীল ও কুৎসিৎ অর্থ করেছেন। পূর্বোক্ত ঋক্ মন্ত্রটিতে (অকার-প্রশ্লেষ করে) অব্যবহার করে কুৎসিত অর্থে ব্যাখ্যা করতে হয়। সায়নাচার্য্য বেদ ব্যাখ্যার সময় পূর্বোক্ত মন্ত্রটি ব্যাখ্যাকালে একটি আখ্যানের কথা বলেছেন — পুরাকালে বিষ্ণু বা আদিত্য নিজের রূপ পরিত্যাগ করে অন্যরূপ ধারণ করে সংগ্রামে বশিষ্টকে সাহায্য করেন। এটা বুঝে বশিষ্ট ৭/১০০/৬ মন্ত্রে বিষ্ণুর স্তুতি করেছেন। স্বাভাবিক ভাবেই অশ্লীল অংশের অর্থ করা হয়েছে — আমাদের কাছে তোমার শরীর লুকিয়ে রেখ না। এক্ষেত্রে শিপিবিষ্ট শব্দটির সঙ্গে অশ্লীল উপমার একটা নতুন প্রকৃতিতত্ত্বগত ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন যাস্ক। তাঁরমতে আদিত্য যখন উদিত মাত্র তখন তিনি রশ্মিসমূহের দ্বারা বেষ্টিত নন বলেই শিপিবিষ্ট, তাই তাঁর মতে শব্দটি প্রশংসা সূচক। এভাবে বেদমন্ত্রের অনেক তাৎপর্য নতুনভাবে যাস্ক উপস্থাপিত করেছেন।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের প্রথমেই আগ্নাবৈষ্ণব পুরোডাশের প্রসঙ্গে বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে তিনকপাল পুরোডাশ পাকের কথা পাই কারণ হিসাবে তাঁর তিনটি পদবিক্ষেপের যুক্তি উপস্থাপিত হয়েছে। বিষ্ণু হলেন মধ্যমস্থানীয় দেবতা। অগ্নি ও বিষ্ণুর মধ্যেই সমস্ত দেবতার অধিষ্ঠানের কথা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে যেভাবে উপন্যস্ত হয়েছে তা থেকে বিষ্ণুর বিশ্বরূপের প্রেরণা আসতে পারে। যেহেতু বিষ্ণু মধ্যমস্থানের দেবতা তাই মধ্যমস্থানীয় দেবতা ইন্দ্রের তিনি সহায়ক। বৃত্রবধের ক্ষেত্রে তিনি বন্ধুর মত ইন্দ্রকে সহায়তা করেছেন। প্রাকৃতিক তত্ত্ব ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এইসব কথা বিশেষভাবে ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অগ্নি ও বিষ্ণুর মধ্যেই সমস্ত দেবতার অবস্থানের কথা বলেছে অথচ ঋগ্বেদের কোন মন্ত্রেই অগ্নির সঙ্গে বিষ্ণুর সাহচর্য্য বা সহস্তুতি দেখা যায় না। তাই নিরুক্তকার মনে করেন তাঁদের সহভাগিত্ব হবির্নিমিত্তক।

...ক্রমশঃ

— অধ্যাপক ডক্টর উদয় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আশ্রম সংবাদ

৯ই জুলাই — গুরুপূর্ণিমার দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজদের ভোগ নিবেদন ও প্রসাদ বিতরণ অনুষ্ঠানের পর সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীমা সমাগত ভক্তমণ্ডলীকে দর্শন দেন ও কিছু আধ্যাত্মিক কথা বলেন। এরপর হিরণ্যগর্ভের পূর্ববর্তী সংখ্যাটি ও শ্রীশ্রীমা রচিত 'উষা কা আলোক' হিন্দি পুস্তক প্রকাশিত হয়। অন্তিমে একটি সুন্দর সঙ্গীতানুষ্ঠান পরিবেশন করেন আশ্রমের গুরুভ্রাতা ও ভগিনীগণ।

৬ই আগষ্ট — এইদিন সকালে সৎসঙ্গে শ্রীশ্রীমা স্বয়ং

ক্রিয়াযোগের উপর প্রবচন দেন। শ্রীশ্রীমায়ের আধ্যাত্মিক প্রবচনের দ্বারা উপস্থিত সকলে ক্রিয়াযোগের নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করেন।

১৩ই আগষ্ট — এইদিন শ্রীশ্রীমা কয়েকজন ভক্তসহ রিষড়ায় অবস্থিত 'প্রেম মন্দির' আশ্রমে যান। সেখানে শ্রীদেবানন্দ ব্রহ্মচারীর সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের সাক্ষাৎ হয়।

১৫ই আগষ্ট — শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী তিথিতে শ্রীশ্রীরাধামাধবের দ্বিপ্রাহরিক ভোগ নিবেদিত হয়। এই পুণ্য তিথিতেই পূজণীয় শ্রীশ্রীবাবার জন্মতিথি। এইদিন সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীমা ও গুরুভ্রাতা ও ভগিনীগণ কিছু ভজন পরিবেশন করেন। শ্রীশ্রীমায়ের কণ্ঠের অপূর্ব ভজন গান সকলকে বিমোহিত করে।

২৩শে আগষ্ট — এইদিন আশ্রমে শ্রীশ্রীরামদেব বাবার পূজা হয়।

২৫শে আগষ্ট — গণেশ চতুর্থীর পবিত্র তিথিতে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হয় শ্রীশ্রীগণেশ পূজা।

১৭ই সেপ্টেম্বর — এইদিন আধ্যাত্মিক সভার ২৪তম পর্বে 'কঠোপনিষদ্'-এর অপূর্ব ব্যাখ্যান পরিবেশন করেন গুরুভ্রাতা ডাঃ বরুণ দত্ত।

২০শে সেপ্টেম্বর — মহালয়ার দিন বহু ভক্ত আশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনলাভের জন্য সমাগত হন। এইদিন অপূর্ব ভক্তিমূলক গান পরিবেশন করেন শ্রীমতী লাবণী লাহিড়ী।

देवी ललिता - दुर्गा

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

गोलोक के श्रीराधिका के कायव्यूह की अष्टसखियों में प्रधान देवी ललिता थी। गोलोक में श्रीराधा के रोमकूप से इनका आविर्भाव हुआ है। ये दिव्यतेज सम्पन्न योगमाया का स्वरूप है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के मतानुसार महाभावद्युति श्रीराधिका के रोमकूप से सभी गोपियों का उद्‌भव हुआ है। देवी योगमाया साक्षात् सनातनी आद्याशक्ति। ब्रह्माण्ड सृष्टि के अभिमुख ये ही फिर देवी महामाया दुर्गा। अतएव जो 'ललिता' है वे ही 'दुर्गा' एवं श्रीराधिका और ललिता में कोई भेद नहीं है। वे उभय ही एक है। देवी ललिता स्वभाव से प्रखरा, दिव्य-तेजदीप्ता महाभाव-सम्पन्ना भगवती का ही अभिन्न एक रूप है। देवी ललिता-दुर्गा हुई महाशक्ति स्वरूपिणी वैष्णवी शक्ति अनन्तवीर्या, 'विश्वस्यबीजं परमासि माया' अर्थात् ये ही विश्व की बीजरूपा ओंकारेश्वरी और परमा-माया स्वरूपिणी परमा प्रकृति, विश्व का आदि कारण और शिवपत्नी। शिवपत्नीरूप में यह 'ललिता-गौरी'। शिवपत्नी देवी पार्वती इसीलिए मातृकागणों में 'वैष्णवी' नाम से ख्यात है।

पुराण प्रसिद्ध महिषासुर ने देवताओं को स्वर्ग से विताड़ित कर स्वर्गराज्य प्राप्त किया था। देवताओं ने विपन्न होकर ब्रह्मा की शरण ली। इस संकटपूर्ण अवस्था में ब्रह्मा और शिव ने देवताओं को साथ लेकर भगवान विष्णु के निकट गमन किया, उन्हें अपनी दुरवस्था की कथा विवृत की एवं उनकी इस विपदा से रक्षा करने का अनुरोध किया। कारण, ब्रह्मा के वरदान के फलस्वरूप ही महिषासुर पुरुषजाति से अवध्य था। भगवान विष्णु ने तब कहा कि, इन दुर्धर्ष असुरराज का वध करने के लिए अपनी-अपनी जाया के साथ मिश्रित होकर, स्व-स्व तेज के निकट यह प्रार्थना करनी होगी कि जिससे इस समवेत भाव से उत्पन्न तेजोराशि से एक अग्नितेजा नारीमूर्ति आविर्भूत हो। यही अनन्तवीर्यवती नारी ही असुरराज महिषासुर का विनाश करेगी। यह श्रवण कर ब्रह्मा, शिव, विष्णु और इन्द्रादि देवताओं के देह से तेज निर्गत हुआ एवं इस समष्टिभूत तेजोराशि से एक तेजोदीप्त सौन्दर्यशालिनी ज्योतिर्मयी नारीमूर्ति आविर्भूत हुई। तब समस्त देवताओं ने अपने अपने अस्त्रसमूह इन्हें प्रदान किए। इन्हीं देवी ने महिषासुर का तीन बार वध किया। प्रथम में अष्टभूजा 'उग्रचण्डा' रूप में द्वितीय ओर तीसरी बार दशभूजा 'दुर्गा' रूप में। एक रात्रि में महिषासुर ने निद्रित अवस्था में स्वप्न देखा कि देवी भद्रकाली उनका सिरश्छेद कर रक्तपान कर रही है। देवी 'भद्रकाली' की मूर्ति का स्वप्न में दर्शन कर भयभीत महिषासुर इस मूर्ति की आराधना करने लगा। पूजा से सन्तुष्ट होकर देवी महिषासुर के निकट आविर्भूत हुई। तब महिषासुर ने देवी से कहा, ''एकबार कात्यायन मुनि के शिष्य रौद्राश्व हिमालय पर तपस्या कर रहे थे। उस समय मैंने स्त्रीमूर्ति धारण कर उनका तप भंग किया। तब गुरु कात्यायन ने श्राप दिया, स्त्रीरूप द्वारा शिष्य के मोहित करने के कारण स्त्री द्वारा ही मेरी मृत्यु होगी। अब मेरा मृत्युकाल समुपस्थित है। इसीलिए मृत्यु से पूर्व मैं एक वर चाहता हूँ। मैं आपके अनुग्रह से यज्ञभाग की प्रार्थना करता हूँ एवं आपके चरण कमल में सेवक रूप में चिरकाल तक वास करके सर्वजनों के पूजित होऊँ।'' तब देवी ने कहा, ''यज्ञभाग देवताओं के मध्य विभक्त हो गया है, अतएव मैं तुम्हें वर दे रही हूँ कि मेरे द्वारा निहत होने पर भी तुम मेरे चरणों का त्याग नहीं करोगे। जहाँ मेरी पूजा होगी, वहाँ तुम भी पूजित होओगे। उग्रचण्डा, भद्रकाली और दुर्गा, इन त्रिमूर्तियों में तुम सर्वदा मेरे पदलग्न होकर देवता, मनुष्य और राक्षस जाति के पूज्य रहोगे।''

देवी ललिता दुर्गा का माधुर्यमण्डितरूप है और देवी दुर्गा हुई देवी ललिता का महैश्वर्यमण्डित रूप। देवी दुर्गा जीव की दुर्गतिनाशिनी शक्ति है। जीवसत्ता में प्रवृत्तिमार्ग में

आसुरिक वृत्तिनिचय का वध कर जीव को देवत्व पर उन्नीत करना ही दुर्गाशक्ति का कर्म है। इच्छा-ज्ञान-क्रिया, इन तीनों शक्तियों की समरस्यता एवं समष्टिभूत शक्ति ही दुर्गा। दुर्गाशक्ति आत्मसत्ता निर्माणकारी महाशक्ति। देवी दुर्गा साधक के गति पथ पर योगमार्ग की मोक्षप्रदायिनी। फिर देवी ललिता रूप में ही भक्तियोग में प्रेममार्ग।

श्रीवृन्दावनेश्वरी भगवती श्रीराधा की पाँच सखियों में से श्रीललिता परमप्रिय या प्राणप्रिय सखी थी। श्रीललिता में दिव्यता और नित्यसिद्धता स्वभावसिद्ध थे। ललिता, विशाखा, सुचित्रा, चम्पकलता, तुंगविद्या, इन्दुलेखा, रंगदेवी और सुदेवी ये आठ श्रीराधा की परमप्रिय और परमश्रेष्ठ सखियाँ थी। इनके तुल्य सर्वगुण सम्पन्न और कोई नहीं था। श्रीराधा-कृष्ण के प्रति इनका समान प्रेम था। अष्टसखी में श्रीललिता ही प्रधान थी। देवी ललिता का निजस्व संगिनी मण्डल था। उस परिमण्डल के मध्य अष्ट सखी प्रधान; उनके नाम यथाक्रम से इस प्रकार है - रत्नप्रभा, रतिकला, सुभद्रा, वर्तिका, सुमुखी, धनिष्ठा, कलहंसी और कलापिनी। भूलोक की वृंदावनलीला में अवतरण के समय श्रीललिता सखी के पिता थे 'विशोक' एवं माता थी 'शारदी'। 'विशोक' अर्थात् अशोक एवं 'शारदी' अर्थात् शारदीय ऋतुशक्ति शरत्काल में ही भगवान श्रीरामचंद्र देवी भगवती का अकाल बोधन सम्पन्न करते हैं, इसीलिए देवी दुर्गा का और एक नाम है 'शारदा'। ललिता देवी के पति थे 'भैरव' गोप। अतएव देवी ललिता हुई 'ललिता भैरवी', देवी दुर्गा का ही नामान्तर। देवी दुर्गा का भी नवशक्ति का योगिनी परिमण्डल है। यथा - ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंही, इन्द्राणी, शिवदूती और चामुण्डा। ये नवशक्तियाँ नवदुर्गा के (शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघंटा, कुष्माण्डा, स्कन्दमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री) शक्तियों के मध्य समाहित है। इस प्रकार देवी दुर्गा अनेकानेक रूपधारिणी अनन्तरूपा दुर्ज्ञेया नित्य जगन्मोहिनी है। देवी दुर्गा का किशोरी कुमारी रूप ही है 'ललिता'।

देवी ललिता-दुर्गा मायाविशिष्ट ब्रह्मरूप में सृष्टि मध्य अवस्थान करती है इसीलिए उन्हें 'महामाया' कहा जाता है। सृष्टिकाल में वे श्री, बुद्धि, स्मृति, धृति, श्रद्धा, मेधा, दया, लज्जा, क्षुधा, तृष्णा, क्षमा, अक्षमा, कान्ति, शान्ति पिपासा, निद्रा, तन्द्रा, जरा, अजरा, विद्या, अविद्या, स्पृहा, वांछा, शक्ति अशक्ति, अस्थि, मज्जा, त्वक, दृष्टि, सत्यासत्य रूप में प्रतिभात होती है। देवी भागवत में वर्णित है कि देवी भगवती की देह कोटि-कोटि सूर्यों कि सदृश उज्ज्वल होने पर भी कोटिश चन्द्रों की भाँति मधुर और शीतल है। वे कोटि-कोटि विद्युलता के सदृश लावण्यमयी है। श्रीमहाभारत में (४२ अः, ४५ श्लोक) कहा गया कि ब्रह्मरूपिणी सर्वलोकमाता भगवती देवी ब्रह्माण्ड के मध्य में भी है और ब्रह्माण्ड के बाहर भी। उनकी भगवती मूर्ति पौराणिक एवं ब्रह्माण्ड के बाहर जो मूर्ति है वह तान्त्रिक है। बैकुण्ठ और गोलोक के बहु ऊर्ध्व में वे अवस्थान करती है। वे परमब्रह्म स्वरूपिणी। फिर वे विश्वात्मिका, निरुपमा, निरुपद्रवण, सूक्ष्म और जगत् के स्थिति, लय आदि की एकमात्र कारण है। वे सगुणा और निर्गुणा दोनों ही है। वाक्य द्वारा उस देवी के संबंध में वर्णन नहीं किया जा सकता। उन भगवती देवी ललिता-दुर्गा के चरणों में निवेदन करती हूँ अनन्तकोटि प्रणाम।

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

-प्रसीद प्रसीद देवी भगवती ललिता दुर्गे-

श्रीश्रीमाँ

माँ सो को उदार जग माँहीं
जग में माँ समान कोऊ नाहीं।
जो जन शरणागत बन आवे
वाको जन्म सफल होय जावे
बिन माँगे जो सबकुछ देवे
कृपा अनन्त लुटावे
माँ सो को उदार जग माँही!

दया दृष्टि जा पर पड़ जावे
वे नर भव तर जावे
भीड़ पड़े जब भक्त पुकारे
माँ तहँ दौड़ी जावे
माँ सो को उदार जग माँही
जग में माँ समान कोऊ नाहीं
साधो, माँ समान कोऊ नाहीं!

–मातृचरणाश्रिता श्रीमती सुशीला सेठिया

योगीश्वर के रूप में श्रीश्रीसरोज बाबा

प्रसंग (४१) : श्रीश्रीकिशोरी भगवान के सान्निध्य में श्रीश्रीबाबा – श्रीविज्ञान ज्योति श्याम श्रीश्रीमाँ के एक चाचा थे। ये श्रीश्रीबाबा के अनन्य भक्त एवं शिष्य थे। इनसे श्रीश्रीमाँ ने श्रीश्रीबाबा के अतीन्द्रिय दिव्य जीवन की कुछ घटनाओं के संबंध में सुना है।

हमारे श्रीश्रीबाबा को मीठी दही बहुत ही पसंद थी। श्रीश्रीबाबा के घर के समीपवर्ती जयदेव के दुकान की दही वे हमेशा खाते। एक दिन श्रीश्रीबाबा को दही खाने की प्रबल इच्छा हुई किन्तु अन्य कई कारणवश श्रीश्रीबाबा दही खाने नहीं जा सके। उसी दिन मध्यरात्रि में जब वे मसहरी में सो रहे थे, इसी समय उन्होंने देखा कि अपूर्व स्निग्ध चंद्र-ज्योतियुक्त भगवान किशोरी मोहन उनके कमरे में आविर्भूत हुए हैं! श्रीश्रीबाबा की मसहरी को उठाकर उनका नाम पुकारकर किशोरी बाबा मसहरी के भीतर जाकर बैठे तत्क्षण श्रीश्रीबाबा भी उठ बैठे। किशोरी भगवान ने श्रीश्रीबाबा से कहा, ''देखो तुम्हें दही खिलाने आया हूँ। तुम दही इतना अधिक पसंद करते हो? आज मैं तुम्हें अपने जगत् की दही खिलाऊँगा, देखना इसका स्वाद तुम कभी नहीं भूल पाओगे।'' यह कहकर उन्होंने एक अपूर्व सुन्दर पात्र में बाबा को दही खाने के लिए दिया। श्रीश्रीबाबा ने पात्र हाथ में लेकर भगवान से कहा, ''आप मेरे साथ नहीं खायेंगे?'' इसपर भगवान ने कहा, ''मैं केवल तुम्हें ही दही खिलाने आया हूँ। तुम खाओ।'' श्रीश्रीबाबा तब खाने लगे। ऐसी अपूर्व स्वादयुक्त दही उन्होंने अपने संपूर्ण जीवनकाल में कभी नहीं खायी। श्रीश्रीबाबा ने परम तृप्ति से वह दिव्य स्वादयुक्त दही बहुत देर तक खायी और दिव्यस्वाद आस्वादन किया। श्रीश्रीबाबा को दही खिलाकर श्रीश्रीभगवान भी परम तृप्त हुए। तत्पश्चात् आविर्भूत भगवान ने विदा होने से पूर्व श्रीश्रीबाबा से जिज्ञासा किया, ''कैसी थी दही?'' श्रीश्रीबाबा ने उत्तर दिया, ''ऐसी अपूर्व दही मैंने कभी नहीं खायी, यह दही कहाँ से लायी गयी है?'' श्रीभगवान ने कहा, ''यह दही हमारे नित्य-जगत् की दिव्यवस्तु है,'' यह कहकर श्रीभगवान अदृश्य हो गये और साथ साथ उनकी चंद्र-छटा भी अंतर्हित हो गयी। श्रीश्रीबाबा ने कहा कि वह दिन उन्होंने परमानंद में बिताया। इसके बाद फिर किसी दिन भी श्रीश्रीबाबा की दही खाने की तीव्र वासना जागृत नहीं हुई।

(उपर्युक्त घटना मैंने श्रीश्रीमाँ से सुनी है। श्रीश्रीमाँ ने कहा, था, ''दिव्यलीला बहुत ही आश्चर्यजनक एवं अद्‌भूत होती है।'')

प्रसंग (४२) : श्रीश्रीकिशोरी भगवान के साथ श्रीश्रीबाबा की एक और मधुर घटना निम्नलिखित है। तब श्रीश्रीबाबा ने श्रीश्रीमाँ के पिता के घर आना-जाना आरंभ किया ही था। हमसबों की श्रीश्रीमाँ उस समय अपने पितृगृह में ही अवस्थान करती थी। इसीलिए श्रीश्रीबाबा भी हमेशा रात्रिकाल में अपने सूक्ष्म शरीर में वहाँ आवागमन करते थे। श्रीश्रीबाबा के पूर्व जन्म के परमभक्त एवं कई शिष्यों ने श्रीश्रीमाँ के पितृवंश में ही जन्म ग्रहण किया था। इसीलिए श्रीश्रीबाबा ने इस श्याम-परिवार के साथ परम आत्मिक संबंध प्रतिस्थापित किया। ऐसा विशेष संबंध दुर्लभ है।

एकदिन रात्रिकाल में श्रीश्रीबाबा उस घर पर पहुँचकर सीढ़ी से ऊपर चढ़कर जब श्रीश्रीमाँ के कमरे की तरफ जा रहे थे, तब उस समय उन्होंने देखा कि किसी दूसरे कक्ष से निकलकर दिव्य ज्योतिसंपन्न किशोरी मोहन ने उनसे कहा, ''अब जब तुम आ रहे हो तब आज से मेरे आने का कोई प्रयोजन नहीं है।'' तब श्रीश्रीबाबा ने उनसे कहा, ''ऐसा क्यों? मैं तो कुछ ही लोगों के पास आता हूँ, और आपको तो इस परिवार में अन्य सबों को भी देखना होगा। इसीलिए आपको भी आना होगा। एक जगह क्या दो व्यक्ति नहीं आ सकते?'' श्रीभगवान ने तब श्रीश्रीबाबा की बात का समर्थन कर वादा किया कि वे भी पूर्ववत् आयेंगे। तत्पश्चात् उन दोनों की नित्य ही मुलाकात होती।

सद्‌गुरु भगवान। वे सब अदृश्यरूप से भक्तों का मंगल करते हैं।

प्रसंग (४३) : इस जगत् में सद्‌गुरु बहुत ही विरल है। वे अपनी इच्छाशक्ति से क्षणमात्र में असंभव को संभव कर

सकते हैं। मैंने ऐसे ही एक महाशक्तिधर जगत्गुरु की कृपा प्राप्त किया था। मैं और मेरे कई गुरुभ्रातागण अनेक सुंदर-सुंदर घटनाओं के साक्षी हैं। हमसबों के एक गुरुभाई बापीदा, हमारे इन लाहिड़ी बाबा के प्रिय सुदक्ष क्रियावान संतान। एक समय बापीदा बाबा के हमेशा साथ रहते थे एवं बहुत सारी घटनाओं के साक्षी थे। उन्हीं बापीदा के शब्दों में ही इस घट्ना का उल्लेख करता हूँ –

''बाबा के पास हम सभी भाई-बहन सत्संग करते थे। उसीकाल में 'कल्पना' नामक गुरुबहन हमलोगों के साथ रहती थी। कल्पना का निवास स्थल मेरे आवास अर्थात् बाक्सरा उच्च विद्यालय के पास ही था। उनके भाई समीरदा एक यकृत की बीमारी से प्रचंड यंत्रणा भोगते थे। कल्पना उस समय बाबा को अपने घर पर लाती एवं बाबा कई तरह की बातें करते-करते समीरदा के पेट के निचले हिस्से में जल हाथ में लेकर सहला देते थे एवं उससे समीरदा को आराम भी मिलता। इसप्रकार जब भी समीरदा को कष्ट होता, तब बाबा जाकर उनके कष्ट को उपशम कर देते। एक दिन जब रात को ग्यारह बज रहे थे समीरदा के तलपेट में प्रचंड दर्द आरंभ हुआ और उन्हें ऐसा लगा कि अब तुरंत ही उनकी हृदय गति रूक जाएगी। बाबा खबर पाकर मुझे (बापीदा) एवं गोपाल (और एक गुरुभाई) को साथ लेकर समीरदा के पास जाकर तलपेट के ऊपर हाथ रखकर कुछ क्षण के लिए ध्यानस्थ हो गये एवं इससे पेट की यंत्रणा बिल्कुल समाप्त हो गयी। आश्चर्य की बात यह थी कि इसके बाद समीरदा पूर्णरूपेण स्वस्थ हो गये तथा वही समीरदा आज भी पूरी तरह स्वस्थ हैं। जगत्गुरु की कृपा ठीक इसी प्रकार बरसती है।''

जब मैं श्रीश्रीबाबा एवं श्रीश्रीमाँ के ध्यान में रहता हूँ तब मैं अपने मानस चक्षु से अनुभव करता हूँ बाबा देवादिदेव महेश्वर रूप में हिमालय में योगस्थ हैं, और श्रीश्रीमाँ पार्वती राज-राजेश्वरी अन्नपूर्णा रूप में इस पृथ्वी की संतानों के ऊपर अपार करुणा बरसा रही हैं। *...क्रमशः*

–पितृचरणाश्रित श्रीप्रदीप चट्टोपाध्याय, शिवपुर, हावड़ा

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रित श्रीचंद्र पारेख

श्रीश्रीभगवान किशोरी मोहन की पत्रावली

श्री अमरेन्द्र चन्द्र श्याम की कृति 'अखण्ड महापीठ' द्वारा प्रकाशित भगवान श्रीश्री किशोरी मोहन का जीवन ग्रंथ 'वृहत् किशोरी भागवत्'। इसके अंतर्गत भगवान किशोरी मोहन के अमूल्य आध्यात्मिक उपदेश समृद्ध पत्रावली से निम्नलिखित पत्रों को उद्धृत किया गया है।

पत्र संख्या (७)

ॐ

काशीधाम

२२ माघ, १३४५ बं

श्रीमती सरला – परम् कल्याणीयाषु,

तुमने प्रेतात्मा के संबंध में प्रश्न पूछा है, उसके प्रत्युत्तर में मैं लिख रहा हूँ। जिन लोगों की संसार के प्रति भयानक आसक्ति है एवं जिनकी धर्म बुद्धि नहीं है, वे मृत्योपरांत इसी पृथ्वी पर रहते हैं एवं अपने आत्मीय स्वजन एवं संपत्ति के आसपास घूमते रहते हैं एवं अपार कष्ट का भोग करते हैं। वे कितने दिनों तक इस अवस्था में रहेंगे उसकी अवधि निश्चित नहीं है। गया में पिण्डदान करने से किसी किसी की इस अवस्था से मुक्ति मिलती है। किन्तु जिनके कर्म एवं जागतिक आकर्षण अधिक रहता है उनकी पिण्डदान से भी मुक्ति संभव नहीं है। जीव अपने निजकृत कर्मवश सारे सुख-दु:ख प्राप्त करता है। कर्म में जैसे विभेद है, सुख-दु:ख भोग का भी परस्पर विभेद है। भोगान्त में पुन: जन्मग्रहण करना पड़ता है अथवा किसी अन्य लोकों में गति होती है। कर्मफल भोग के बिना किसी भी प्रकार निष्कृति नहीं है। प्रेतावस्था में भी सभी समान रूप से दु:खभोग नहीं करते है। इस पृथ्वी पर किसी व्यक्ति या वस्तु में विशेष आकर्षण होना ही सारे दुखों का मूल है। जिनका संसार के प्रति वैराग्य भाव है उनके साथ ऐसी घटना नहीं घटती है। संसार या सांसारिक वस्तुओं के ऊपर माया-ममता, आकर्षण का त्याग करना उचित है।

इति–

श्रीकिशोरी मोहन

–हिन्दी अनुवाद: **मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द**

श्रीश्रीमाँ की प्रथम बद्रीनाथधाम यात्रा

(६)

ऋषीकेश से नन्दप्रयाग की दूरी प्राय: १९० कि.मी. है। वहाँ के संगम में स्वर्गगंगा अलकानंदा के साथ नन्दानदी का संगम हुआ। नन्दानदी 'नन्दाकिनी' नाम से भी प्रसिद्ध है। प्राचीन युग में इस महासंगम के तट पर ऋषिश्रेष्ठ वशिष्ठदेव ने तपस्या की थी। इसके अतिरिक्त नन्दराजा और उनकी स्त्री रानी यशोदा ने इस महासंगम क्षेत्र में भगवत्कृपा प्राप्ति के उद्देश्य से एक महायज्ञ का आयोजन किया था। इसी स्थान पर ही परमपुरुष शिशु भगवान 'श्रीकृष्ण' माँ यशोदा द्वारा स्नेह-ममता की छाया में अति आदर-यत्न से परिपालित हुए। वहाँ निर्मित गोपाल और श्रीकृष्ण का मन्दिर उस स्मृति को पुनर्जीवित कर देता है और राजा के नामानुसार तब से चतुर्थतम प्रयाग का नामकरण हुआ 'नन्दप्रयाग'।

श्रीश्रीमाँ के आदेशानुसार वाहक बगैर अवरोध के वाहन को अपने निर्दिष्ट लक्ष्य की ओर बढ़ाए जा रहा था। काफी ऊँचाई पर चढ़ने के पश्चात् सभी ने हल्का खाना खाया और विश्राम लिया। हमारी गाड़ी अति शान्त धीरे और सावधानी से आगे बढ़ रही थी। नन्दप्रयाग के पश्चात् आएगा पंचमतम और अंतिम प्रयाग 'विष्णुप्रयाग'। गंतव्यस्थल की दूरी अभी बहुत बाकी थी अत: चामौली में पहुँचकर हमने कुछ विश्राम लिया। कुछ समय पश्चात् ही यात्रा पुन: शुरु की। उत्तराखण्ड के गढ़वाल जिले का वह पहाड़ी अंचल (मिलिट्री) रक्षा सेनाओं से भरा, समीप में ही चीन और पाकिस्तान की सीमा। पथ-घाट और समस्त इलाका भारत सरकार के निर्देशानुसार सेनाओं के ही अधीन है। पहाड़ से कल-कल का निनाद करते हुए निकलती है नदी तथा दूसरे पहाड़ पर जाने के लिए सेनावाहिनी द्वारा ही निर्मित सुन्दर और मजबुत पुल का सहारा लेना पड़ता है। सभी को उस पुल को अतिक्रम करके ही जाना पड़ता है उस महातीर्थस्थान की ओर। चामौली के पश्चात् कुछ छोटे-छोटे स्थान उसके पश्चात् पिपलकोटी, उसे पार करने के पश्चात् हमलोग शिवावतार आदि शंकराचार्य के प्रतिष्ठित प्राचीन मठ 'जोशीमठ' क्षेत्र में आ पहुँचे। हिमालय के ऊपर उस स्थान में हमें शहर का कुछ कुछ आभास मिल रहा था। उस स्थान की ऊँचाई प्राय: ६१५० फीट होगी। वहाँ पर मठ, मन्दिर और आश्रम के साथ-साथ अनेक आवासस्थल, दुकान, होटल इत्यादि भी थे। बिना किसी अवरोध के अब हमारी गाड़ी हिमालय की पवित्र भूमि जोशीमठ को पीछे छोड़ती हुई 'विष्णुप्रयाग' की ओर बढ़ रही थी। नन्दप्रयाग से विष्णुप्रयाग की दूरी प्राय: ६६ कि.मी. अर्थात् स्वर्गलोक के तोरणद्वार ऋषीकेशधाम से विष्णुप्रयाग की दूरी प्राय: २५६ कि.मी. है। प्राचीन पवित्र भूमि जोशीमठ का नामकरण कैसे हुआ उसके पीछे एक पौराणिक कहानी है। हिमालय परिक्रमा के समय जोशीमठ से कुछ दूरी पर आदि शंकराचार्य ने एक सुन्दर मन्दिर तैयार कर 'ज्योतिर्लिंग' नाम का एक शिवलिंग वहाँ प्रतिष्ठित करवाया। इसके साथ ही वहाँ एक मठ की स्थापना भी की, जो 'शंकरमठ' नाम से जाना जाता है। कालक्रम से तीर्थयात्री तथा पहाड़ी अंचल के निवासियों के लिए शंकर और शिव के एक हो जाने पर, वह मठ 'ज्योतिर्मठ' नाम से प्रचलित हुआ। तत्पश्चात् धीरे-धीरे उस शुद्ध नाम का अपभ्रंश हुआ वहाँ की जनप्रचलित भाषा द्वारा। जिसके फलस्वरूप ज्योतिर्मठ का नाम परिवर्तित होकर 'जोशीमठ' में परिणत हुआ। जोशीमठ में पुरातन मन्दिर हैं नृसिंह देव तथा वासुदेव और बलराम का तथा वहाँ एक बदरीनारायण का भी मन्दिर है। जिसके फलस्वरूप बदरीक्षेत्र का बदरीनारायण का मन्दिर दिवाली के पश्चात् बंद हो जाने पर पुजारीजी भी जोशीमठ के बदरीनारायण के मन्दिर से ही श्रीनारायण की नित्यपूजा करते है बाकी छ:मास तक। जोशीमठ से दो मार्ग दो ओर चले गये है। प्रथम बदरीनाथधाम की ओर और दूसरा मालारि की ओर। पहले पथ की संगिनी स्वर्गगंगा एवं दूसरे की संगिनी धौलिगंगा। जिसका दूसरा नाम है विष्णुगंगा। उस समय वर्षा का मौसम चल रहा था, पहाड़ों पर वर्षा के कारण भूस्खलन इन पथों पर अक्सर होते रहते है। उस समय पहाड़ से सटे पथ-घाट अति दुर्गम हो जाते है। कुछेक स्थानों में हमें भी बहुत-सी असुविधाओं का सामना करना पड़ा। वृष्टि के साथ-साथ पहाड़ से छोटे-बड़े पत्थर अनवरत पथ में गिरते रहते है। परिणाम स्वरूप जब तब

मार्ग अवरुद्ध हो जाता है तथा वाहनों की आवाजाही रुक जाती है। अन्त में सेनावाहिनी द्वारा मार्ग पर गिरे पत्थरों को वहाँ से हटाकर पथ को परिष्कार किया जाता है। हम लोग नीचे उतरते हुए विष्णुप्रयाग के समीप पहुँच रहे थे। पहाड़ के ऊपर से गिरते हुए झरने के जल की धारा से पथ पर एक स्थान की अवस्था अति भयावह होने पर, गाड़ी का चालक ठिठक गया। पहाड़ की ऐसी स्थिति देखकर हमलोग भी कुछ आतंकित से हो पड़े क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि गाड़ी का चक्का उस फिसलन भरे पथ पर आगे बढ़ नहीं पा रहा था। तब चिन्तित होकर चालक ने जोर से गाड़ी का गियर लगाया और देखा कि गाड़ी का चक्का फिसलन के कारण खाई की ओर बढ़ गया। बायीं ओर विशाल खाई! नीचे से जा रही थी वेगवती गंगा अलकानंदा, और दायीं ओर से पहाड़ के शिखर से बहते हुए झरने की तीव्र जल की धारा। कैसे पार किया जाएगा यह अगम्य पथ यही सोच रहा था। आतंक मुझ पर हावी होता जा रहा था। गाड़ी के बायीं ओर की तरफ मैं बैठा अतएव मेरी नजरें उस गभीर खाई को ही ताक रही थी। तत्क्षण चालक ने गाड़ी को कुछ पीछे ले लिया। सभी की नजरें ड्राइवर पर टिकी थी। इस महान तीर्थ यात्रा में संग में थी हमारी गुरुमाता श्रीश्रीमाँ दुर्गा दुर्गतिनाशिनी, अतः उन्हें स्मरण करते ही वे बोल पड़ी, ''क्या हुआ रे?'' वहाँ की परिस्थिति देखकर भी हम सभी से घटना का विवरण सुनकर, तत्क्षणात् चालक को साहस और उत्साह देकर जैसे मुहूर्त में स्वयं ही गाड़ी को चलाकर पार करवा दिया उस विपदसंकुल पहाड़ के पथ को। मनुष्य देह धारण करनेवाली अवतारूपी देवी-देवताओं की असीम कृपा का यह एक क्षुद्रतम बिन्दु के सदृश सहायता द्वारा श्रीश्रीमाँ ने हम सभी को निर्वाक कर दिया एवं उस समय उनकी अलौकिकता हमारे लिए अति विस्मय का विषय हो गयी। कोई बात न करते हुए, सिर्फ सांकेतिक ईशारों से एक दूसरे को समझाते हुए श्रीश्रीमाँ के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने लगे। चालक ने सब्र और बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए अति सावधानी से गाड़ी चलाते हुए हमें 'विष्णुप्रयाग' के निकट पहुँचा दिया।

पाण्डुकेश्वर

पंचप्रयाग के अंतिम प्रयाग के संगमस्थल के दृश्य अति आकर्षक और अद्वितीय थे। विष्णुप्रयाग में स्वर्गगंगा के साथ युक्त हुई है धौलिगंगा, उसे विष्णुगंगा भी कहा जाता है। पुराणकाल में यह स्थान था देवर्षिनारद की तपोस्थली। उन्होंने भगवान श्रीविष्णु की तपस्या करके उस विष्णुप्रयाग में ही उनसे वर प्राप्त कर सर्वज्ञत्व लब्ध किया था ऐसा माना जाता है। विष्णुप्रयाग को बदरीकाश्रम का प्रवेशद्वार कहा जाता है। इसके अतिरिक्त बद्रीक्षेत्र उसी स्थान से शुरु हुआ है ऐसा प्रचलित है। वहाँ है अलकानन्दा का प्रसिद्ध एक गिरिगह्वर।

इसके पश्चात् हमारी गाड़ी विष्णुप्रयाग अतिक्रम कर चढ़ाई तय करते हुए 'गोविन्दघाट' अंचल की ओर अग्रसर हो रही थी वहाँ कतारबद्ध रूप से खड़े बड़े-बड़े लम्बे वृक्ष जैसे पाईन, देवदारु, चीर, भूज इत्यादि दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था मानों सेनावाहिनी कवायद (परेड) कर रही हो। हिमालय अंचल धीर, गम्भीर और विराट् मौन महिमायुक्त पर्वतमाला। उसकी विशालता देखकर ही मनुष्य के मन में वैराग्य का भाव जग उठता है। हमारी अवस्था भी ऐसी ही थी। ज्यों-ज्यों हम अग्रसर हो रहे थे, एक अनजानी पुकार हमें उनकी तरफ ले जाने हेतु आकर्षित कर रही थी। इसीलिए तो प्रत्येक के लिए तपोभूमि देवभूमि और देवात्मा हिमालय पितृसम है। यहाँ हिमालय की तीन जलधाराएँ भागीरथी, अलकानन्दा, मन्दाकिनी नाम धारण कर प्रवाहित होते हुए मर्त्य में उतरकर स्वर्गगंगा या आकाशगंगा कहकर परिचित होती है। उनके उत्सक्षेत्र अंचल में है तीन महातीर्थस्थान। प्रथम ब्रह्मातीर्थ गंगोत्री, द्वितीय विष्णुतीर्थ बद्रीनाथ, तृतीय महेश्वरतीर्थ केदारनाथ। हमारी तीर्थयात्रा का उद्देश्य था विष्णुतीर्थ बद्रीनाथजी के दर्शन और उनकी पूजा। अब हमारी गाड़ी गोविन्दघाट इलाके में आ पहुँची। गोविन्दघाट सिक्खों का महापवित्र तीर्थस्थल है। वहाँ पर सिख धर्मगुरु 'गोविन्द सिंह' ने दीर्घ दिनों तक कठोर तपस्या की। वहाँ पर सिखों का एक बड़ा विशाल गुरुद्वारा है एवं सिख सम्प्रदाय के तीर्थ यात्रियों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था है।

तत्पश्चात् पथ में अग्रसर होते हुए और एक प्राचीन

तीर्थस्थल आया 'पाण्डुकेश्वर'। इस नामकरण का कारण जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे महाभारत के युग में जाना होगा। पाण्डव वंश के राजा 'पाण्डु' ने एक समय हिमालय के इसी स्थान में साधना के उद्देश्य से यहाँ दीर्घदिनों तक वास किया था। उनके साथ थी उनकी पत्नीद्वय माद्री और कुन्ती। राजा पाण्डु ने उस स्थान में एक मन्दिर की स्थापना कर उसमें शिवलिंग की प्रतिष्ठा की। बाद में उसी शिवलिंग का नाम 'पाण्डुकेश्वर' के रूप में प्रसिद्ध हुआ। राजा पाण्डु ने एक समय अलकानन्दा के दूसरी ओर पर्वत के ऊपर शिकार करते हुए एक किन्नर के ऊपर बाण का प्रयोग किया था इसके कारण किन्नरी ने उन्हें श्राप दिया। उसी अभिसम्पात के फलस्वरूप उनके जीवन का अन्तिमकाल निकट आया एवं तपोभूमि हिमालय की गोद में ही उनकी मृत्यु हुई। उसी समय उनकी भार्या माद्री ने भी अपनी नश्वर देह का त्याग किया। *...क्रमशः*

–मातृचरणाश्रित स्वामी संवेदानंदजी

हिन्दी अनुवाद–मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी

(बुद्ध पूर्णिमा - ई २०१७)

प्रश्न-१ 'प्रज्ञान' क्या है?

उत्तर – प्राकृत भूमि के परे का ज्ञान है 'प्रज्ञान'।

प्रश्न-२ 'श्रव' क्या है?

उत्तर – ''श्रव' है प्रणव या ओंकार शब्द-ब्रह्म। ध्यान योग में योगी जब प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होता है तब धीरे-धीरे योगी ज्ञानरूप बोध की सीमा को प्रसारित करता रहता है। तब योगी के हृदयाकाश में ध्वनित होता है शब्द ब्रह्मरूपी वाक् या ब्रह्मघोष। हृदय का चिदाकाश विदीर्ण करके वह वाणी योगी को श्रुतिगोचर होती है। यह वाणी होती है अनाहत वाणी। यही हुआ स्फोट् प्रणव या ओंकार, उसका और एक नाम 'श्रव' है।

प्रश्न-३ 'प्राण का शोधन' क्या है?

उत्तर – प्राणायाम द्वारा प्राण की चंचल अवस्था के स्थिरीकरण को 'प्राणों का शोधन' कहते है।

प्रश्न-४ 'निरोध योग' क्या है?

उत्तर – इड़ा नाड़ी, सूर्यनाड़ी और पिंगला नाड़ी, चन्द्रनाड़ी है; एक प्रवृत्ति की वाहक और अन्य निवृत्ति की। दोनों नाड़ियों में जब प्राणों का प्रवाह सम्मिलित होता है अर्थात्, प्रवृत्ति और निवृत्ति यदि साम्य होती है, तो सुषुम्ना नाड़ी का पथ खुल जाता है। कुण्डलिनी शक्ति की अग्निमय धारा तब वज्रदीप्ति से ऊर्ध्वगामी होती है। भ्रूमध्य में आज्ञाचक्र के स्थान में यह घटता है। उपनिषद् में इस अवस्था को 'निरोध योग' कहा गया है।

प्रश्न-५ 'ब्रह्म संस्पर्श' क्या है?

उत्तर – योगी के आधार में अमृत चेतना की प्रतिष्ठा होने पर भीतर में आनन्दधारा ऋतच्छन्दमय होकर साधक के स्वभाव के प्रकाश के मध्य स्फूटित हो उठती है। योगी की इस स्वभाव की सामरस्य अवस्था को ही कहते है 'ब्रह्म संस्पर्श'।

प्रश्न-६ 'चिदाकाश' किसे कहते है?

उत्तर – सुषुम्ना अन्तर्गत, ब्रह्मनाड़ी या ब्रह्ममार्ग के आकाश को 'चिदाकाश' कहते है।

प्रश्न-७ तत्त्वज्ञान साधक के अन्तर में कब स्फूरित होता है?

उत्तर – स्थिर बुद्धि और बोधि का समन्वय जब हृदय में होता है तो उसी समन्वय से साधक-योगी के अन्तर में तत्त्वज्ञान स्फूरित होता है।

प्रश्न-८ सत्त्व-रजः-तमः, इन तीनों गुणों की समरस्य अवस्था कब होती है? तीनों गुणों की समता से किसका स्फूरण होता है?

उत्तर – जब योगी की समस्त प्रवृत्तियाँ निवृत्त हो जाती है तब तीनों गुणों की समरस्य अवस्था होती है।

तीनों गुणों की समता से योगीसत्ता के स्वभाव में 'दिव्य संस्कार' स्फूरित होता है।

प्रश्न-९ 'ध्यान' क्या है?

उत्तर – 'ध्यान' है योगी हृदय में प्रज्ञा के उन्मेष से सत्ता की आत्मस्थ अवस्था विशेष।

प्रश्न-१० 'चित्-अग्नि' क्या है?

उत्तर – ज्ञानाग्नि ही है आत्मसत्ता के अस्तित्वबोध की 'चित्-अग्नि'।

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

नित्यसिद्ध महात्मा के दिव्य दर्शन में – श्रीरामकृष्णलीला

श्री विष्णुपद सिद्धान्त ठाकुर

गतांक से आगे– (३२)

रामकृष्णदेव – ''क्या कह रहे हो नरेन, बारिश हो रही है? भीग गये हो? रास्ते में बारिश मिली या घर से निकलते समय सिर पर बारिश लेकर निकले हो? सिर पर लाई हुई वृष्टि से तो सिर्फ सिर ही भिजेगा, देह नहीं परन्तु रास्ते में मिली वृष्टि से तो देह और सिर दोनों ही भिजेंगे। बोलो, सत्य है या नहीं?''

विवेकानन्द – ''आपकी बात तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। जो समझ में नहीं आता, वह सत्य है या मिथ्या, कैसे विचार करूँ?''

रामकृष्णदेव हँसते हुए समझाने लगे – ''मन की एकाग्रता जब संतृप्त होकर बाह्य रूप में प्रकाशित होती तब मन के भीतर की अग्नि धाँय-धाँय कर जलने लगती है, तब मनुष्य का बाहर का आवरण छत्र का काम करता है, भीतर की अग्नि फिर कैसे मिटेगी? इसीलिए घर से निकलते समय यदि वृष्टि हो और किसी को छाता का ध्यान न रहे तो उसके मन के भीतर क्या देवता का आसन नहीं बिछाया गया? और देवता का आसन प्रतिष्ठित हुआ रहने से क्या कोई बाहरी जगत् का आश्रय ले सकता है? मनुष्य मन के मन्दिर में जब पाँव रखता है तब उसका शरीर ही दीवार बनकर अपनी अन्तरदेवी की रक्षा करता नहीं है क्या? इसीलिए कहता हूँ – घर और बाहर – चण्डीदास का कथन नहीं पढ़े हो क्या? – घर को बाहर किया हूँ और बाहर को घर बनाया हूँ।''

मुग्ध विवेकानन्द आँखे मलकर रामकृष्णदेव की ओर ताकते हुए कहने लगे – ''बोध होता है, इसे ही जड़ में देवता की वाणी का प्रकाश कहते हैं। मनुष्य की सूक्ष्म अनुभूति जब ज्ञान के रूप में बाहर प्रकाशित होती है तभी वह वास्तविक जगत् के अणु-परमाणु में देवता का विकास देख पाता है। इसीका एक अन्य नाम है ब्रजकण (ब्रज की रज)। कृष्ण के निकट से प्रत्येक गोप-गोपीनी के मध्य ऐसी ही सूक्ष्म दृष्टि प्रस्फूटित हुई थी इसीलिए कृष्ण सिर्फ नर-नारायण ही नहीं, आदिशक्ति या भगवान हैं। एवं गोप-गोपियों को नर-नारायण कहा जाता है। आपकी इस सूक्ष्म अनुभूती के विचार से कहा जा सकता है कि आप भी नर-नारायण ही हैं या स्वयं वही (परमेश्वर) हैं।''

रामकृष्णदेव – ''फिर ये सब बातें जो समझ सकते हैं या कैफियत दे सकते है उन्हें भी कृष्ण-सखा कहा जाता है। एक का नाम निष्क्रिय, दुसरे का क्रिय, एक को कृष्ण एवं दुसरे को बलराम कहते है, एक का नाम श्रीचैतन्य एवं दुसरे का नाम निताई, इसीका नाम वेद और वाणी तथा भगवान एवं भक्त है।''

विवेकानन्द – ''आपके पाँवों की ब्रजधूल जिनकी आँखों में पड़ेगी उनकी आँखें शायद इसी भाव से उन्मीलित हो जायेगी। आशीर्वाद करिये कि मैं इन चक्षुओं को कभी खो न दूँ।''

रामकृष्णदेव ने सजल नयन उत्तर दिया, ''तुम्हारे खो जाने से मैं भी तो खो जाऊँगा। कृष्णसखा सुदामा के खो जाने से कृष्णकथा कौन कहेगा?''

विवेकानन्द – ''मुझे पता नहीं कि आप मुझे किन चक्षुओं से देखते हैं, किन्तु स्वयं को आपके पास लाकर देखता हूँ तो लगता है –

''इतना ही मेरा यह हृदय कठोर
इन श्रीचरणों छुने को योग्य नहीं
फिर भी इस पावन रजकण की शक्ति से
जा पाँऊगा सागर पार।''

विवेकानन्द के भक्ति आप्लुत मन को थोड़ा सहज करने हेतु रामकृष्ण स्निग्ध हँसी हँसकर बोले, ''तुमने क्या आज माँ सरस्वती का ध्यान किया है? ऐसा ज्ञान प्रदीप्त आलोक का सुर तो पहले कभी सुना नहीं – क्या आज एक माँ का नामगान (भजन) सुनाओगे?''

विवेकानन्द कोई उत्तर न देते हुए ओंकारध्वनि के स्वर में गाने लगे –

''माँ, तुम कर पाओगी या नहीं, बोलो!
तेरे चरण तल की कमल कली,
यदि चरण छूँ सके तो–
मानव होते हुए भी तुमसे कहता हूँ
सिर को झुका नहीं पाऊँगा, क्या!
रामकृष्ण चरण मेरे सिर पर रख
सकोगी या नहीं बोलो –
माँ, तुम ऐसा कर पाओगी या नहीं बोलो।''

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती सुशीला सेठिया

गुरुगीता

(मूल अन्वय, बंगानुवाद व यौगिक और साधारण अर्थ सम्मिलित)

योगीराज श्रीहरिमोहन बन्धोपाध्याय

(१६)

न मुक्ता देवगंधर्व्वाः पितरो यक्षकिन्नराः।
ऋषयः सर्व्वसिद्धाश्च गुरुसेवापरांमुखाः।।५५

–देवगंधर्व्वा, पितरः, यक्षकिन्नराः, ऋषयः सर्व्वसिद्धाश्च ते गुरु सेवा-परांमुखाः, (ते) न मुक्ताः।।५५

सिर्फ मात्र कूटस्थब्रह्म अवलम्बन से मुक्त हुआ जा सकता है, ऐसा नहीं है – कूटस्थब्रह्म मुक्तिपद पर जाने के लिए द्वार स्वरूप है मात्र (जन १० अः, ७ श्लोक देखो)। इसी कारण देवगण जो स्वर्गलोक में कूटस्थब्रह्म अवलम्बन हेतु आनन्द का उपभोग कर रहें हैं, गंधर्वगण जो तद्रूप अवलम्बन द्वारा ध्वनि श्रवण में रत हैं, पितृगण जो तद्रूप अवलम्बन हेतु शांति भ्रमवश सुखोपभोग हेतु रत हैं, यक्षगण जो ऐश्वर्य की कामना से तद्रूप उपासना में रत हैं, किन्नरगण जो बहु कामनायुक्त होकर तद्रूप उपासना में रत हैं, ऋषिगण जो ब्रह्म के रूपदर्शन से सन्तुष्ट होते हैं, सर्वसिद्धगण जिन्होंने कूटस्थब्रह्म की उपासना द्वारा सर्वप्रकारादि सिद्धिलाभ की हैं – ये सभी गुरुसेवा परांमुख हैं ऐसा समझना होगा। कारण उन सब का गुरु के प्रति लक्ष्य नहीं है एवं लक्ष्य विषय दूसरी ओर है इसलिए भावमय पुरुष कूटस्थब्रह्म के सहायता से उन सबको तद्वस्तु की सिद्धि मिलती है (गीता ४ अः, ११ श्लोक देखो); यथा – देवगण को आनन्दानुभूति, गंधर्वगण को ध्वनि श्रवण, पितृगणों को सुख और स्वाच्छंद्य-भोग, यक्षगणों को ऐश्वर्यलाभ, किन्नरगण को इच्छा-सिद्धि, ऋषिगण को कूटस्थ दर्शन से तृप्ति एवं सिद्धगण को योगैश्वर्यलाभ; परन्तु मुक्ति स्वतंत्रभाव की होती है। इसे लाभ करने के लिए गुरु के ध्यान में एकान्तभाव में रहकर तदीय भावातीत अवस्था में निमग्न रहना होगा। वह ध्यान किस भाव का है, यह परवर्ती श्लोकों में कथित है। गुरु के वाह्यभाव से कोई लक्षण परिदृश्यमान नहीं होता इसीलिए वे लाभ या लक्ष्य की वस्तु हो नहीं सकते, अतएव क्रिया के द्वारा लभ्य नहीं है – (सांख्य देखो -ईश्वरासिद्धेः)। परन्तु क्रियांते क्रिया की परावस्था में गुरु अपने आप प्रकाश हो जाते हैं एवं प्रकाशित हो कर साधक को निज अंग में समेट लेते हैं, तब 'मैं', 'तुम' बोध का 'मैं-मेरा' बोध अपसारित होकर 'तुम' में मिश्रित होकर एक हो जाते हैं। महानारायणोपनिषद् में लिखित है –'गुरुकटाक्षलेश विशेषेण सर्व्ववन्धाः प्रविनश्यन्ति' - यह ही मुक्ति है। पुराण शास्त्र में भी लिखित है, कल्पांत में रुद्र के तृतीय नेत्र निःसृत वह्नि मध्य सारी सृष्टि दग्ध हो जाती है, यह ही प्रलय है।

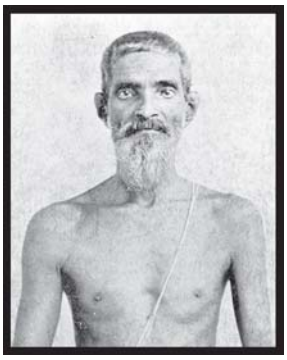

श्रीहरिमोहन बन्धोपाध्याय

ध्यानं शृणु महादेवि सर्व्वानंदप्रदायकम्।
सर्व्वसौख्यकरं नित्यं भुक्तिमुक्तिविशारदम्।।५६

–हे महादेवि, ध्यानं (ध्यान विषय में वदामि तत्) शृणु, (तत्) सर्व्वानंदप्रदायकं, सर्व्वसौख्यकरं, नित्यं, भुक्तिमुक्तिविशारदम्।।५६

वही ध्यान के सम्बंध में कह रही हूँ, श्रवण करो। वह अत्यानंदप्रद है, उसमें विषयानुभूति हेतु क्लेश लेशमात्र भी नहीं है इसलिए वह सर्वसौख्यकर है, वह नित्य है एवं विलोपशुन्य है, एवं विशाल ज्ञानप्रद है इस कारण भोग एवं मुक्ति के सम्बंध उसके द्वारा ही अवगत हुआ जाता है।

अर्थात् कूटस्थध्यान में रहने के लिए जो क्रिया की जाती है, यह जगत् के बारे में कष्ट निवारण के लिए ही किया जाता है, अतएव तद्रूप ध्यान नित्यभाव में स्थायी नहीं होता है इसलिए सर्वानंदप्रद नहीं है परन्तु तद्रूप ध्यान अभ्यास के द्वारा यह क्रमशः स्थायी होती है, तब जीव क्रिया की परावस्था में उपनीत हो सकता है। क्रिया की परावस्था में क्रिया का अभ्यास निष्प्रयोजन है, कारण ध्यान में स्थितिलाभ करना ही क्रिया का उद्देश्य है एवं क्रिया की परावस्था में ब्रह्मसंग में नित्यभाव में अवस्थान करने हेतु ब्रह्मध्यान सर्वानन्दप्रद होता है, तब जागतिक सम्बंध नहीं रहने के कारण क्लेश भी लुप्त हो जाता है, अतएव वह ध्यान सर्वसौख्यकर है यह ध्यान भोग व मुक्ति के लिए विशाल ज्ञानप्रद होता है, अर्थात् क्रियाशील साधक को कूटस्थध्यान

से स्खलित होकर कभी कभी जगत् के वश में आना पड़ता है इसलिए तद्रूप कूटस्थध्यान में रहकर भी सुख-दु:ख का उपभोग होता है, इस कारण साधक का मोह का घोर विलुप्त नहीं हुआ ऐसा समझना होगा परन्तु कूटस्थ ध्यान नित्यभाव में स्थायी होने पर क्रिया की अनावश्यकता हेतु साधक क्रिया के परावस्था में स्थितिप्राप्त करते हैं, तभी जीव विशालज्ञान सम्पन्न होता है और भोग का असारत्व एवं मुक्ति का माहात्म्य समझ पाता है। *...क्रमश:*

(कलकत्ता आदिनाथ-आश्रम के सौजन्य से प्राप्त)

हिन्दी अनुवाद – श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

उन्मेष

(२०)

बुद्धपूर्णिमा - (दिनांक - ९/०५/०९)

क्रियायोग साधना के सम्बन्ध में श्रीश्रीमाँ के वचनामृत–

गतांक से आगे...

अब मैं तुमलोगों से एक प्रश्न कर रही हूँ – रामकृष्णदेव के सर्वधर्मसमन्वय के पूर्व भी अनेक महापुरुषों ने सर्वधर्मसमन्वय साधन करने के लिए जन्मग्रहण किया है। सर्वप्रथम किस अवतार की शिक्षा में इसका प्रकाश देखा गया था? यह क्या कभी किसी ने सोचा है?

जनैक - चैतन्यदेव।

श्रीमाँ- चैतन्यदेव से भी पहले कौन हुए ?

जनैक - कबीर।

श्रीमाँ - कबीर हुए ठीक है, पर कबीरपन्थी से पहले?

सर्वप्रथम जिन्होंने सर्वधर्म समन्वय का प्रकाश किया वे हैं स्वयं भगवान कृष्ण - श्रीमद्भगवत्गीता में। स्वयं भगवान श्रीकृष्ण ने अवतीर्ण होकर श्रीमद्भगवत्गीता में अर्जुन को यह बताया एवं उस श्रीमद्भगवत्गीता को 'पंचम वेद' कहा जाता है। इस गीता के मध्य सर्वधर्मसमन्वय के समस्त शास्त्रों की वाणी निहित है। बाद में जो महात्मा आये सभी ने गीता को ही भित्ति बनाकर अपनी साधना, शिक्षा प्रकाश धर्मजगत् में किया है। तुमलोग इसपर ध्यान देकर देखो।

श्रीकृष्ण अवतार का विशालत्व कहाँ है? वे पूर्ण सत्य को उजागर करके गये हैं। साधक के क्षेत्र में पहले कुरुक्षेत्र युद्ध और फिर वृन्दावन लीला है। वर्तमान में किन्तु इसका उल्टा है, सभी कहते है, 'पहले हम वृन्दावन चले जायेंगे बाद में कुरुक्षेत्र युद्ध करेंगे।' इसीलिए जा नहीं पा रहे हैं। साधक को पहले कुरुक्षेत्र का युद्ध करना होगा, युद्ध कर समस्त रिपुरूपी असुरों का वध होने पर वृत्ति-प्रवृत्ति सकल ध्वंश होने पर फिर 'विशुद्ध मैं' वृन्दावन में उनके पास पहुँच जायेगा। यह कोई नहीं सोचता एवं भक्ति के विषय में पहले ही सोचने लग जाता है। भक्ति की परिधि असीम है। भक्ति को योग कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है। प्रत्येक साधक प्रथम जीवन से ही - माता-पिता के प्रति समझो कि जैसे सन्तान अपनी माता को प्यार करते हैं और माँ के प्रति उनकी अगाध आस्था होती है। माँ पर विश्वास मनुष्य चेतना में प्रसुप्त भक्ति का ही अंग है। मनुष्य यदि पहले से ही दास्यभाव में योद्धा हो जाए, जैसे अर्जुन के सदृश समर्पण, अर्जुन ने जब देखा कि भगवान कृष्ण की युक्तियों का उनके पास कोई समाधान नहीं है तब उन्होंने अपने हृदय को श्रीकृष्ण को समर्पित कर दिया। उस समय उनमें कुछ भी सोचने समझने की सामर्थ्य नहीं रही। कृष्ण का विश्वरूप देखकर उन्होंने निश्चय किया कि उनके प्रति समर्पण ही श्रेयष्कर होगा। यद्यपि जब युद्धादि समाप्त हो गया तब अर्जुन राज्यशासन करते-करते ज्ञानगम्य उपदेश भूल गये। समस्त गीता का ज्ञान विस्मृत हो गया। फिर जब कृष्ण के साथ जीवन के अन्तिम समय में मुलाकात हुई तब उन्होंने श्रीकृष्ण से कहा, 'उस गीतोपदेश ज्ञान की पुनरावृत्ति करो, मैं विषय रस में लिप्त होकर सब कुछ विस्मृत कर चुका हूँ।' तभी 'उत्तर गीता' की सृष्टि हुई। महाभारत में विवरण है कि पूर्व के उपदेशों का कृष्ण ने पुरश्चारण कर अर्जुन को दीक्षा देकर फिर से उसे शिक्षा दी। स्वयं भगवान को निकट पाकर कृष्ण सखा अर्जुन की अगर यह दशा हुई तो जगत् में चीटियों के सदृश सब अर्जुन क्या

कर रहे हैं ? उनकी क्या दशा है? कई जन मुझसे कहते हैं, 'माँ दस वर्षों से क्रिया कर रहा हूँ पर कुछ तो हुआ नहीं।' मैंने उनसे कहा, अट्ठाइस वर्षों तक तुम्हारे श्रीश्रीबाबा ने पहाड़ पर दण्ड-बैठक देकर कठोर तप किया तब वे सिद्ध हुए, उन जैसे महात्मा को भी इतने दिन लगे। वे कौन थे? स्वयं वशिष्ठ ऋषि! तुमलोग अट्ठाइस वर्ष अन्ततः एकाग्रता एवं निष्ठा से साधना का अतिक्रम करो, फिर मुझसे कहना। धैर्यपूर्वक अवलम्बन कर साधना करनी पड़ती है। बाबा ने इस जीवन में जो किया है, वह मेरी पुस्तक 'प्रज्ञान सरोज' में उल्लिखित है, पढ़कर देखो।

साधक के जीवन में शुरु से ही भक्ति का स्थान है। भक्ति न रहने से समर्पण नहीं आता। भक्ति की शक्ति से ही तो सत्ता में आत्मशक्ति जागृत होती है। भीतर आत्मशक्ति का जागरण न होने पर कुल-कुण्डलिनी जागृत कर देने पर भी उस दिव्य शक्ति को साधक धारण कर आत्मस्थ नहीं कर सकता। उस शक्ति को धारण करवाने के लिए ही तपस्या द्वारा साधक के आधार को तैयार करना पड़ता है और भी शक्तिशाली महाशक्ति को धारण करने के लिए। भगवान श्रीकृष्ण का आविर्भाव - ब्रह्माण्ड में जितने महर्षि और ब्रह्मर्षि ऋषि हुए उनकी निर्विकल्प तपस्या से कृष्ण भगवान धरा पर आर्विभूर्त हुए। पूर्व में जो वैदिक ब्रह्मज्ञ वेद-वेदांग पारंगत ऋषि हुए, सभी ने उनका आह्वान किया सत्यप्रतिष्ठार्थ पूर्णसत्य को प्रकाशित करने हेतु। जगत् में भगवान श्रीकृष्ण ने ही सर्वप्रथम सर्वधर्म समन्वय किया। उन्होंने वेदान्त तन्त्र सबकुछ एक कर उसका समन्वय किया। तन्त्र यानि जो कुछ भी गुप्त है। हमारे तन्त्री में देह की समस्त नाड़ियों में रक्त का जो प्रवाह है एवं नाड़ी रूप में दैहिक चेतना में जो प्राणशक्ति वहन करती रहती है, वे नाड़ियाँ ही षट्चक्र के मध्य सूक्ष्माकार में ग्रथित हैं। योग की भाषा में नाड़ियों को नदी कहा जाता है, उस नाड़ी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ही तन्त्र साधना है। तन्त्र वेदान्त का ही एक भाग है। तन्त्र योग के मध्य कुछ कर्मकांड है जो साधक जीवन में कुछ समय पश्चात् साधने पड़ते हैं। आत्मज्ञानी योगी के क्षेत्र में वह सब साधने का कुछ नहीं है, वह सब सिद्ध अवस्था में साधक सिर्फ प्रयोग करना सीखता है। तन्त्र में सृष्टितत्त्व के तत्त्वमूलक जो कर्मकाण्ड हैं शिवावस्था लाभ के पश्चात् उन्हें साधक को जानने का अधिकार प्राप्त होता है। आजकल ऐसे तान्त्रिक दिखते हैं जो प्रेतचालना करते हैं, यह सब असली तन्त्र साधना नहीं है। यह अत्यन्त निम्न श्रेणीय जागतिक भौतिक सिद्धि है। ये सिद्धियाँ ज्यादा दिन नहीं टिकती। शिव एवं शक्ति उपासना का जिस शास्त्र द्वारा विस्तार किया गया है, उसे तन्त्र कहते है। प्रायः प्रत्येक तन्त्र में शास्त्र सम्मत रूप में देवी या शिवशक्ति के विभिन्न रूप की पूजा की गई है। देवताओं के कथोपकथन पर यह तन्त्र-शास्त्र प्रचारित हुआ है। तन्त्र को गुह्य-शास्त्र या mystic doctrine कहा जाता है। शक्ति का उपासक शाक्त दो श्रेणी में विभक्त है, दक्षिणाचारी एवं वामाचारी। दक्षिणाचारी वेदोक्त विधि के अनुसार अर्चना करते हैं।

मेरे जीवन में सुदीर्घकाल से तन्त्र के आभिचारिक निकृष्ट क्रियाकलापादि चल रहे हैं। इसीलिए सुदीर्घ २५ वर्षों से उनसब अपःशक्ति के प्रयोग की रीति-नीति के विषय में मेरी अभी प्रत्यक्ष अभिज्ञता हो गई है। सुना है, जगत् कल्याण के लिए जितने महात्मा आते हैं, उन सभी के जीवन में यह घटित होता है पर मेरे जीवन में थोड़ा अतिरिक्त हुआ है। यहाँ, इस अखण्ड महापीठ में अखण्ड महाशक्ति का आविर्भाव नित्य विराजित होने के कारण हर समय महात्मामंडल का आविर्भाव होता है। इस स्थल पर महाकारण चेतना के श्रीकृष्ण पुरुषोत्तम के शुद्धसत्त्व का पूर्णरूप में आविर्भाव होता है। उस चिन्मय दिव्यशक्ति के आविर्भाव के फलस्वरूप बहुत दूर तक अपःशक्ति का कर्म कार्यकारी नहीं होता वरन इससे अपःशक्ति प्रयोगकारी तान्त्रिकों की शक्ति (हरण) क्षय हो जाती है। चूंकि उनके कर्म में असुविधा हो रही है इसीलिए वे मेरे ऊपर आश्रम के साधकों पर अत्याचार प्रत्यार्पित करते हैं। वह सब करके भी परन्तु उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। मैं तो गुरुओं की कृपा से ठीक ही हूँ। महात्मा सकल अलक्ष्य जगत् कल्याण साधन करते हैं। वे इसप्रकार ही जगत् कल्याण करते हैं एवं जो मनुष्य दुष्टमति होते है उनकी शक्ति को यदि हरण न किया जाए तो वे निरीह मनुष्यों को क्षति पहुँचाऐंगे। इसी उद्देश्य से महात्मागण उस अशुद्ध शक्ति को हरण कर उसका विनाश करते हैं एवं दुष्टों का दमन करते है।

...क्रमशः

(श्रीश्रीमाँ सर्वाणी द्वारा रचित बंगला ग्रंथ 'उन्मेष' से उद्धृत)

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती सुशीला सेठिया

ज्ञानगंज के योग प्रसंग पर

योग व्याख्या - श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

श्रीविजन कुमार सेनगुप्त के विशेष अनुरोध से ड: गोपीनाथ कविराजजी के १८ पत्र के साधन मार्ग के निगूढ़ तत्त्व एवं साधन प्रणाली के ऊपर श्रीश्रीमाँ की योगव्याख्या–

ड: गोपीनाथ कविराजजी के पत्रावली प्रसंग पर :–

मर्मी साधक ड: गोपीनाथ कविराजजी के गुरुभ्राता श्रीअक्षय कुमार दत्तगुप्त महाशय को ज्ञानगंज के साधनमार्ग के क्रियायोग के जो समस्त निगूढ़ तत्त्व, तथ्य एवं साधन प्रणाली के विषय पत्रों में उल्लेख किये गये हैं उनसे ही संबंधित कुछ प्रश्न :–

६। पत्र (७) - (तृतीय भाग) कविराजजी ने लिखा है –''गुरुदेव जब जीवित थे तब उन्होंने १०७ तक प्राप्त किया था। देहत्याग के ठीक पहले उन्होंने १०८ में प्रवेश किया था। १०७ या महागुण परम साम्यावस्था, महायोगी के अलावा कोई भी १०७ को अतिक्रम कर अक्षत स्वरूप में अवस्थिति एवं पूर्ण स्वातंत्र्य की उपलब्धि नहीं कर सकता।'' –(इस प्रसंग पर श्रीश्रीमाँ का वक्तव्य।)

''महाचिता से महाकुंडल का रचना आरम्भ होता है।'' इस महाकुंडल विज्ञान में तंत्र, मंत्र एवं यंत्र, ये तीन रहस्यों की व्याख्या एवं महाकुंडल का विवरण एवं विश्लेषण – (श्रीश्रीमाँ यदि आलोकपात करें।)

उत्तर - (तृतीय भाग) – १०७ महागुण परम साम्यावस्था अर्थात्, १०७ में उपनीत महायोगी सगुण और निर्गुण - महा-महाज्ञान के अधिकारी होकर परमशिव हो जाते हैं। इस अवस्था में योगी परमबोधि द्वारा बोधगम्य करते है कि निर्गुण परमब्रह्म से ही सगुण का प्रकाश होता है एवं सगुण स्वभाव से निर्गुण को ज्ञात किया जा सकता है। महात्मा तुलसीदास जी ने कहा है – ''अगुणही सगुणही नाहि कछू भेदा, गावत मुनि पुराण बुध वेदा।। अगुण अरूप अलख अज जोही भगत् प्रेमवश सगुण सो होई।।'' – अर्थात्, निराकार साकार ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, निराकार ब्रह्म ही भक्त के आकुल क्रंदन से प्रेमवश होकर साकार स्वरूप धारण कर, भक्त के कष्ट का नाश कर उसे सुख प्रदान करते है। १०७ अवस्था में ठीक इसी प्रकार उन्मीलन होता है। इसी अवस्था को ही महागुण की साम्यावस्था कहा जाता है। महायोगीश्वर के अलावा कोई भी १०७ को अतिक्रम कर अक्षत् या अक्षय स्वरूप में अवस्थान एवं पूर्ण स्वातंत्र्य की उपलब्धि करने में सक्षम नहीं हो सकते, महायोगीश्वर रूपी परमशिव ही हैं जो निर्विकल्प समाधि अवस्था से व्युत्थान की प्राप्ति करते है। परमशिव निर्वाण को भेद करने में सक्षम होते हैं। श्रीश्रीविशुद्धानंद परमहंसदेव स्थूल देह में अवस्थान काल में योगमार्ग में १०७ पर्यन्त (अर्थात् १०७ महागुण प्रकृति-तत्त्व का साम्यावस्था में) उपनीत हुए थे एवं पूर्ण शिवावस्था अवलंबन कर ँनवमुंडी आसन पर उपनीत होकर देहत्याग के ठीक पूर्वक्षण में १०८ के पुरुषोत्तम अवस्था साधन के प्रथम पदक्षेप में पदार्पण कर हिरण्यगर्भ में स्थित हुए थे।

श्रीगोपीनाथ कविराज

'परमार्थ प्रसंग' के नवम् खंड में श्रीकविराज महाशय ने १०७, १०८, १०९ इसके अर्थ के संबंध में कहा है, ''यह जागतिक सृष्टि ४९ अणु (या मातृकावर्ण) का समन्वय है जो एक मिलाकर ५०। ५० अनुलोम एवं ५० विलोम मिलाकर हुए १००। इसी १०० के मध्य ही समग्र सृष्टि निबंध। इसके पश्चात् साधारणतर मानों महाशून्य ही है। योगीगण के अतिरिक्त इसके परे कोई नहीं जा सकता। उनके गुरुदेव के आविर्भाव के पूर्व (श्रीश्रीविशुद्धानन्द परमहंस देव) योगी के उद्वृत्त कर्म द्वारा १०५ पर्यन्त इस सृष्टि का विस्तार किया गया था। श्रीश्रीविशुद्धानंद परमहंस देव ने अपनी योगशक्ति बल से उस सृष्टि की परिधि को १०७ पर्यन्त विस्तृत कर दिया।'' [अर्थात्, महाशून्य या महाव्योम राज्य सर्वप्रथम १०० से १०५ पर्यन्त एवं तत्पश्चात् १०७ पर्यन्त चिद् साम्राज्य की सृष्टि उद्भासित् की गयी थी। १०७ है परमाप्रकृति (महागुण - सगुण / निर्गुण)]। ''१०५ से १०६ तक रिक्ताकाश (vacant space) था। यह सृष्टि अवश्य ही स्थूल दृष्टि से दृश्य नहीं है। जैसे स्थूल दृष्टि से ज्ञानगंज दृष्ट नहीं है।

१०७ है परमाप्रकृति का साम्राज्य – १०८ है परमपुरुष। १०७ से १०८ का जो अंतराल है इसमें मृत्यु के बिना पहुँचा नहीं जा सकता।'' – इसीलिए श्रीविशुद्धानंद परमहंसदेव ने देहत्याग के ठीक पूर्वक्षण में १०८ में प्रवेश किया था।

महाकुंडल विज्ञान रहस्य आरंभ होता है ''चिता-साधना'' से। तंत्रयोगमार्ग में यह चिता- साधना शवसाधना के नाम से जानी जाती है; इसमें मंत्र और योग तंत्र साधना ही प्रधान है। यह चिता-साधना योगमार्ग में अन्यरूप में साधित होती है। कभी-कभी कोई सुउन्नत साधक-योगी देहत्याग के पश्चात् सूक्ष्म-देह में अपनी समाधिस्थल पर आसन निर्माण कर उस पर उपविष्ट होकर जगत् का कल्याणकर कर्म साधन करते हैं एवं अपनी उसी शवदेह के भस्म के स्तूप के आसन पर निजस्व स्वतंत्र साधना भी करते है। सूक्ष्म देह में येगारूढ़ होकर साधना करते-करते वे क्रमशः ऊर्ध्व से ऊर्ध्वतर लोक में गतिलाभ कर सकते है। इसी साधना को कहते है ''चिता साधना''। यह भी सद्गुरु की अनुकंपा के बिना संभव नहीं है। यह साधना करते-करते सृष्टि तत्त्व की चेतना के प्रत्येक स्तर में समाधि योगासीन होकर योगी स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण जगत् पर्यन्त गतिलाभ करते है। इसके पश्चात् बोध विकास की सप्तम-भूमि पर सत्यलोक में गति प्राप्त कर बहु काल तपस्या के पश्चात् जब योगी निर्विकल्प समाधि में प्रविष्ट होते हैं तब बिना गुरुकृपा निर्विकल्प समाधि से योगी का व्युत्थान नहीं होता। जो गुरुकृपा से निर्विकल्प समाधि से जाग्रत अवस्था प्राप्त करते हैं अर्थात् जो योगी निर्वाण को भेद करने में सक्षम होते हैं, उनका जीवत्व चिरकाल के लिए विनष्ट हो जाता हैं एवं वे शिवत्व में उपनीत होते हैं। इस अवस्था में योगी ''महाचिता'' के आसन पर प्रतिष्ठित होते है। इसी महाचिता के आसन से ही महाकुण्डल की रचना सूचना होती है। श्रीकविराज महाशय ने कहा है –''जगत् भेद करना या जगत् को अतिक्रम करने का फल है शुद्ध चैतन्य अवस्था में स्थिति। वर्तमान समय में चैतन्य जड़ के साथ मिश्रितावस्था में है। जड़ जगत् में से चैतन्य को निकाल कर जगत् से ऊर्ध्व ले जाने पर यह चैतन्य जड़ संबंधहीन शुद्ध चैतन्यरूप में जाना जाता है। वही ब्रह्म या शुद्ध प्रकाश या शिव। वही विश्वातीत। परन्तु यह चैतन्य समग्र जगत् के द्रष्टारूप में असंग भाव में सर्वातीत भाव में विद्यमान रहता है। इससे जगत् का योग नहीं रहता। इस चैतन्य क्रियाशक्ति का उन्मेष होने पर एक ही क्षण में यह विश्वातीत होने पर भी विश्वात्मक हो जाता है। क्रियाशक्ति के द्वारा ही सर्वप्रकार योगीत्व सिद्ध होते है। यहाँ तक सिद्ध होने पर विश्वातीत चैतन्य विश्वात्मक के रूप में प्रतिष्ठित होता है। यही है ''परमशिव'' की अवस्था।'' महाकुंडल विज्ञान में यह परमशिव ही महाकुंडल रहस्य के ज्ञाता एवं विज्ञानी हैं। महाकुंडल तत्त्व में मंत्र और यंत्र है। परावाक् का बोधि ही हुआ इसका मंत्र एवं चिद्राज्य के प्रतिष्ठा के संकल्प के क्रम में 'शिव-शक्ति' समरस्यता के बोधि के क्रमानुयायी विभिन्न स्तर में महाज्ञान तत्त्व स्फूरण के चिह्न स्वरूप दिव्य यंत्र का प्रकाश है। इस अवस्था का योग महायोगीश्वर गुरु वक्त्रगम्य। क्योंकि महाशक्तिशाली पूर्ण सिद्ध योगी के बिना निर्वाण को भेद कर परिनिर्वाण में कोई भी उपनीत नहीं हो सकता। महाकुंडल तंत्र विज्ञान अतिगुप्त एवं ईश्वरकोटि के अधिकारी एवं ईश्वरकोटि गुरु के अनुकंपा से ही सिद्ध होना संभव है।

–हिन्दी अनुवाद : मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

आगामी अनुष्ठान सुची

लक्ष्मीपूजा – ५ अक्टूबर, वृहस्पतिवार
रास पूर्णिमा – ४ नवम्बर, शनिवार
वार्षिक साधारण सभा – १९ नवम्बर, रविवार
वार्षिक अन्नपूर्णा देवी प्रतिष्ठा पूजा – २७ नवम्बर, सोमवार
वार्षिक लक्ष्मी-जनार्दनजीऊ की प्रतिष्ठा पूजा – २८ नवम्बर, मंगलवार
श्रीश्रीसारदा माँ की आविर्भाव तिथि – ९ दिसम्बर, शनिवार
अध्यात्मिक सभा – २५ दिसम्बर, सोमवार
श्रीश्रीगुरुमहाराजाओं का मंदिर प्रतिष्ठा दिवस – १४ जनवरी, २०१८, रविवार

तत्त्वदर्शिनी नारी मदालसा

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

गन्धर्वराज विश्वावसु की कन्या 'मदालसा' एक धार्मिक तत्त्वदर्शिनी नारी थी। इक्ष्वाकुवंशी मान्धाता के अन्यतम पुत्र थे शत्रुजित्। शत्रुजित् (प्रतर्दन) महाबली-पराक्रमी राजा थे। इन्द्र उनके यज्ञ में सोमरस पान कर अतिशय प्रसन्न थे। इन्हीं शत्रुजित् के पुत्र ऋतध्वज कुवलयाश्व महर्षि गालब की रक्षा करने के लिए गालब के आश्रम में गए। एकदिन गालब संध्यावन्दना में रत थे, उसी समय एक दानव शूकर का रूप धारण कर वहाँ उपस्थित हुआ। ऋतध्वज ने उसका अनुसरण कर शरबिद्ध किया किन्तु वह अतिद्रुत गति से वहाँ से पलायन कर गया। ऋतध्वज ने अश्वारोहण कर दानव का अनुगमन किया लेकिन तब तक वह एक वृहत् गर्त में प्रविष्ट हो चुका था। तब ऋतध्वज ने भी उस वृहत् गर्त में प्रवेश किया पर उन्हें दानवरूपी शूकर का कोई संधान नहीं मिला। वे शूकर को खोजते-खोजते पाताल में पहुँच गये। वहाँ उन्होंने इन्द्रपुरी के सदृश शत-शत प्रासाद देखे। वहाँ के एक प्रासाद में एक कुमारी को पलंग पर बैठे हुए देखकर उनका परिचय प्राप्त करने पर जाना कि वे गन्धर्वराज विश्वावसु की कन्या मदालसा है। वज्रकेतु नामक कोई पातालवासी एक दानव का पुत्र पातालकेतु मदालसा का हरण कर यहाँ लेकर आया है और शीघ्र ही उससे विवाह करेगा। जो व्यक्ति शर-प्रहार के द्वारा इस दानव को बिद्ध करेगा, वही मदालसा का स्वामी होगा। तत्पश्चात् ऋतध्वज ने अपना समस्त परिचय मदालसा को दिया एवं किस प्रकार यहाँ तक पहुँचे यह भी अवगत करवाया। ऋतध्वज ने ही दानव को तीरों से बिद्ध किया है यह जानकर कुमारी मदालसा ने उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तब कुलगुरु द्वारा यह विवाह यथाविधि सम्पन्न हुआ। ऋतध्वज मदालसा को अश्वपृष्ठ पर आरोहण कर पिता के यहाँ लाए एवं पिता को आद्यांत सम्पूर्ण घटना का विवरण दिया।

इस घटना के बहुत समय पश्चात् राजा ने ऋतध्वज को पुनः ब्राह्मणों की रक्षा के लिए चतुर्दिक पर्यटन करने के लिए प्रेरण किया। इस समय यमुना के तट पर एक आश्रम में पातालकेतु का कनिष्ठ भ्राता तालकेतु माया के प्रभाव से मुनिरूप धारण कर आश्रम में वास कर रहा था। वहाँ ऋतध्वज के पहुँचते ही पूर्व की शत्रुता का स्मरण कर उसने ऋतध्वज से यज्ञानुष्ठान के लिए दक्षिणा की याचना की। तब ऋतध्वज ने उसे अपना कन्ठहार दान कर आश्रम रक्षा का भार भी ग्रहण किया। मौका देखकर इस स्थिति का फायदा उठाते हुए तालकेतु ने ऋतध्वज के पिता के पास जाकर असत्य वचन बोला कि यज्ञद्वेषी दैत्यों के साथ युद्ध करके तुम्हारे पुत्र ऋतध्वज ने प्राणत्याग दिये हैं। मदालसा ने स्वामी का मृत्युसंवाद पाकर तत्क्षण प्राणत्याग दिये।

तालकेतु के हाथों से मुक्ति पाकर ऋतध्वज के पित्रालय लौटने पर राजा आश्चर्य चकित हो गये एवं उनके मिथ्या मृत्युसंवाद से अत्यंत मर्माहत हुए। मदालसा के मृत्युसंवाद से ऋतध्वज का हृदय विदीर्ण हो गया तब ऋतध्वज के पूर्वसुहृद नागराज अश्वतर के दोनों पुत्र मदालसा को जीवित करने के लिए पिता से बार-बार अनुरोध करने लगे। नागराज अश्वतर महर्षि कश्यप और कद्रू के द्वादश पुत्र में अन्यतम थे; वे शिव के उपासक थे। नागराज अश्वतर पत्नी-शोकग्रस्त ऋतध्वज के विषय में सोचकर ऋतध्वज पत्नी मदालसा को कन्यारूप में प्राप्त करने के लिए महादेव को तपस्या से तुष्ट करने के उद्देश्य से हिमालयस्थ एक तीर्थ में अति कठोर तपस्या में लीन हुए। इसके पश्चात् अश्वतर ने तपोबल से असाध्य साधनकर महादेव को तपस्या से प्रसन्न किया। तब शिव और सरस्वती उभय ने वर दिया ''मदालसा जिस उम्र में मृत्युमुख में पतित हुई थी, उस उम्र में ही नागराज की कन्यारूप में जातिस्मरा होकर जन्म ग्रहण करेगी।'' (नागराज अश्वतर ने पूर्व में एक समय देवी सरस्वती को तपस्या से तुष्ट किया एवं समस्त स्वरों की श्रुति, स्वरग्राम एवं स्वरप्रवाह उनके आयत्ताधीन हो ऐसा वर उन्होंने देवी सारदा से प्राप्त किया। – (मार्कण्डेय पुराण में वर्णित कुवलयाश्व-मदालसा के उपाख्यान में है।) नागराज पुनः ध्यानमग्न हुए एवं उस अवस्था में उनके दक्षिण कर्ण से मदालसा का जन्म हुआ। तब नागराज राजा के दोनों पुत्र ऋतध्वज को नागलोक में ले आये। तत्पश्चात् पुत्रद्वय ने पिता को ऋतध्वज के समक्ष मदालसा को लाने का अनुरोध किया। पिता ने मदालसा को ऋतध्वज के सम्मुख आनयन किया एवं उन्होंने मदालसा को कैसे पुनर्जीवित किया है उसके संबंध में ऋतध्वज को समझाया। इसके पश्चात् ऋतध्वज ने स्त्री को लेकर निजराज्य में प्रत्यावर्तन किया एवं पिता को सम्पूर्ण वृत्तांत सुनाया।

राजा शत्रुजित् की मृत्यु के उपरांत ऋतध्वज राजपद पर

अभिसिक्त हुए। कालक्रम में मदालसा ने चार पुत्रों को जन्म दिया। मदालसा ने अपने एक पुत्र को गार्हस्थ धर्म, एक पुत्र को राजधर्म और एक पुत्र को ब्रह्मविद्या के संबंध में नाना उपदेश दिये। चतुर्थ पुत्र के हस्त में राजर्षि ऋतध्वज ने राज्यभार अर्पण कर स्त्री के साथ वन में तपस्या के उद्देश्य से प्रस्थान किया।

(*सहायक ग्रन्थ – मार्कण्डेय पुराण*)

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

योग प्रसंग पर उपलब्धित आलोक

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

प्रश्न ४० : माया और मोह कैसे दूर किए जा सकते हैं?

उत्तर : प्राण के चंचल भाव में स्वार्थयुक्त जो 'मैं' या 'मेरा' बोध होता है वही है 'माया'। माया काल के साथ मिश्रित होकर संयुक्त रहती है। मायाशक्ति परमेश्वर से उद्भूत होने पर भी सृष्टि के अंदर दुस्तरा है। विवेक बुद्धि के आलोक में मन को संयत रखने पर तब प्रज्ञालोक में वही अलौकिक अद्भूत शक्ति – सत्त्वादि गुण विकारात्मिका माया दूर होकर सत्य का दर्शन होता है। वृत्ति सारूप्य में या आत्मा में 'मैं – मेरा' बोध नहीं है क्योंकि वहाँ माया नहीं है। इसी वृत्ति सारूप्य में मन या चित्त को संयम प्रयोग के द्वारा आत्मस्थ कर पाने पर मन स्थिर होता है। आत्मा में माया नहीं है। यहाँ पर मन स्थिर करने पर साधक को दैवीगुण की प्राप्ति होती है, और माया में मोहित नहीं हुआ जा सकता। आत्मभाव से वियुक्त रहने पर, अर्थात् मन की गति पार्थिव विषयादि से युक्त रहने पर माया को अतिक्रम किया तो जा नहीं सकता बल्कि मोह के पाश में आबद्ध होकर मलिनता युक्त हो जाता है। फलस्वरूप भयंकर कर्मफल संचित होता रहता है। आत्मभाव कूटस्थ ब्रह्म। जो सर्वदा क्रिया–साधन करता है एवं आत्मस्थ रहता है उसकी प्राण की चंचलता नहीं रहती; इसीलिए इस अवस्था में साधक ब्रह्मस्वरूप के संस्पर्श से शुद्ध एवं बुद्ध हो जाता है और माया–मोह को अतिक्रम करने में सक्षम होता है। प्राण की चंचलता ही मन का चांचल्य। चंचल मन रहने पर आत्म स्वरूप से कोई भी अवगत नहीं हो सकता। आकाश जैसे आकाश में जाकर मिलता है उसी प्रकार चंचल प्राण भी स्थिर प्राण के साथ जाकर मिलता है। अंधकार जिस गृह में निवास करता है उसी गृह को वह आवृत कर लेता है, इसी प्रकार चंचल प्राण जो स्थिर प्राण या आत्मा के आश्रित है उसी चिरस्थिर भाव को वह आच्छादित कर रखता है। आत्मक्रिया रूपी प्राणायाम द्वारा इस चंचल प्राण को स्थिर कर पाने पर तब वह स्थिर प्राण के साथ एकाकार हो जाता है। चंचल प्राण क्लेशदायक, जिसकी शक्ति से परिचालित होकर मन एक विषय से दूसरे विषय की तरफ धावित होता है एवं दु:ख–कष्ट प्राप्त करता है। वही मन यदि शुभेच्छा के वशीभूत होकर आत्मक्रिया द्वारा उसके शरणागत होता है, तब वह आत्मविद्या के प्रभाव से दुस्तर मायारूपी चांचल्यभाव को अतिक्रम करने में साधक सक्षम होता है। केवल क्रिया निष्ठापूर्वक करने से नहीं होता, सद्गुरु–उपदेश शिरोधार्य कर अंतर में ग्रहण कर, निज असंयत स्वभाव के प्रति लगाम लगा कर फिर नियम एवं अभ्यास की साधना करने से तब कुछ दिनों में ही मानसिक स्थैर्य उपलब्धि किया जाता है। साधन के समय सर्वक्षेत्र में सद्गुरु–शरणागति अनिवार्य है। आवरण एवं विक्षेप, ये उभय शक्तियाँ ही है अविद्या या प्रकृति, यही चंचल प्राण; और स्थिर प्राण के रूप हैं आत्मा या शिव। सद्गुरु शरणागत व्यक्ति ही इस माया को अतिक्रम कर सकता है; अर्थात्, उसका चंचल–प्राण स्थिरभाव को प्राप्त कर शिवावस्था में उपनीत होता है। अतएव इधर उधर न देखकर गुरुवाक्य पर विश्वास कर अटल श्रद्धा सहित क्रिया–साधन करते जाओ, ऐसा होने पर तुम्हारा बारंबार जन्म–मृत्यु चक्र में पतित हो पीसे जाने का क्लेश दूर हो जाएगा। त्रिताप–ज्वाला का शमन हो जाएगा। क्रिया करते–करते कूटस्थ में स्थिति होने पर समस्त दैवी गुण साधक के वशीभूत हो जाते हैं। आत्मस्थ होकर जो साधक अवस्थित हो सकते हैं वे माया का रूप देख पाते हैं एवं महामाया (आत्मशक्ति) को जानकर निज जीवन को धन्य करता है। महामाया के प्रसाद से तब वह अपनी दुस्तरा माया को अर्थात् भ्रमात्मक वृत्ति को अतिक्रम कर सकता है।

–हिन्दी अनुवाद : मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

बिज्ञप्ति

पुस्तकालय के वार्षिक संरक्षण हेतु सदस्यता शुल्क (१००/- रुपये) ३१ जनवरी २०१८ तक भुक्तान कर दिया जाये।

राजा पौण्ड्रक व पुत्र सुदक्षिण

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

करूष या कारू देशाधिपति राजा पौण्ड्रक महापराक्रमी थे। पौण्ड्रक ने वाराणसीधाम में महादेव की आराधना कर वासुदेव के सदृश चतुर्भूज रूप धारण कर लिया। परन्तु वसुदेव तनय वासुदेव के जीवित रहने पर उनका सम्मान व प्रतिष्ठा संभव नहीं है ऐसा सोचकर वे श्रीकृष्ण से युद्ध हेतु द्वारका जा पहुँचे। ''मैं ही वासुदेव हूँ'', यह कहकर उन्होंने श्रीकृष्ण के पास अपना दूत भेजा, ताकि श्रीकृष्ण उनकी अधीनता स्वीकार कर ले। इसपर श्रीकृष्ण के अतिशय क्रुद्ध होकर उन पर आक्रमण करने पर, पौण्ड्रक भी अपने बंधु काशीराज के साथ श्रीकृष्ण के सम्मुख उपस्थित हुए। दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ एवं श्रीकृष्ण के हाथों वे दोनों मारे गये। कहा गया है कि श्रीकृष्ण ने सुदर्शन चक्र द्वारा उनका और काशीराज का मस्तक छेदन कर वाराणसी में प्रेरण किया।

पौण्ड्रक शिशुपाल के मित्र थे। वे द्रौपदी की स्वयंवर सभा में भी उपस्थित थे। श्रीकृष्ण द्वारा रुक्मिणी हरणकाल में राजा पौण्ड्रक ने रुक्मी (रुक्मिणी के भ्राता) का पक्षावलम्बन कर यदु सैन्य के साथ युद्ध किया। राजा पौण्ड्रक के श्रीकृष्ण द्वारा निहत होने पर उनके पुत्र 'सुदक्षिण' ने पितृवध का प्रतिशोध लेने का संकल्प लिया। अतएव उन्होंने समाधियोग से आराधना द्वारा महादेव को प्रसन्न कर पितृहन्ता के वध के उपाय स्वरूप वर की प्रार्थना की। तब महादेव ने कहा, कि विशेष विधान से अग्नि की उपासना करने पर अग्निदेव सुदक्षिण को शत्रु वध करने में सहायता करेंगे। तब सुदक्षिण द्वारा महादेव के कथनानुसार उसी प्रकार अग्नि का आवाहन करने के पश्चात् देव हुतासन मूर्तिमान होकर आविर्भूत हुए एवं प्रमथगण सहित द्वारकापुरी दग्ध करने के लिए धावित हुए। द्वारकावासीगण उस अग्नि को पुरी को दग्ध करने के उद्देश्य से आते हुए देखकर तब भगवान श्रीकृष्ण के शरणापन्न हुए। इसपर वासुदेव द्वारा अग्नि के प्रति सुदर्शन चक्र निक्षेप करने से हुताशन ने भग्नमुख लेकर वाराणसी की ओर प्रत्यावर्तन किया एवं सुदक्षिण सहित उसके समस्त अनुचरों को दग्ध कर दिया। (*सहायक ग्रंथ : भागवत, विष्णुपुराण, पद्मपुराण*)

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

आश्रम समाचार

९ जुलाई – गुरुपूर्णिमा के दोपहर में श्रीश्री गुरुमहाराजाओं के भोग निवेदन एवं प्रसाद वितरण अनुष्ठान के पश्चात् शाम में श्रीश्रीमाँ ने समागत भक्तमंडली को दर्शन दिया एवं कुछ आध्यात्मिक उपदेशों से उन्हें अनुग्रहित किया। तत्पश्चात् हिरण्यगर्भ की पूर्ववर्ती संख्या एवं श्रीश्रीमाँ द्वारा विरचित 'ऊषा का आलोक' हिन्दी पुस्तक का विमोचन हुआ। अंत में आश्रम के गुरुभ्राताओं एवं गुरुभगिनियों ने एक मनमोहक संगीतानुष्ठान की प्रस्तुति की।

६ अगस्त – इस दिन सुबह सत्संग में श्रीश्री माँ ने क्रियायोग विषय पर प्रवचन दिया। इसमें श्रीश्री माँ ने क्रियायोग पर वक्तव्य प्रस्तुत किया। दीक्षित संतानों के अतिरिक्त भी उस दिन अपार जनमानस उपस्थित था एवं श्रीश्रीमाँ के आध्यात्मिक प्रवचन द्वारा उद्‌बुद्ध एवं समृद्ध हुए।

१३ अगस्त – इस दिन श्रीश्रीमाँ कुछ भक्तों के साथ रिसड़ा अवस्थित 'प्रेम मंदिर' आश्रम गयी वहाँ देवानन्द ब्रह्मचारी के साथ श्रीश्रीमाँ का साक्षात्कार हुआ।

१५ अगस्त – श्रीकृष्ण जन्माष्टमी तिथि पर श्रीश्रीराधा-माधव को द्विप्रहर का भोग निवेदित किया गया। यह पुण्य तिथि परमपूज्य श्रीश्रीबाबा की जन्म तिथि भी है। सायंकाल श्रीश्रीमाँ एवं गुरुभ्राताओं एवं गुरुभगिनियों के द्वारा कुछ भजनों का परिवेशन किया गया। श्रीश्रीमाँ के कंठ से निःसृत अपूर्व भजनों ने सबों को मंत्र-मुग्ध कर दिया।

२३ अगस्त – इस दिन आश्रम में श्रीश्रीरामदेव बाबा की पूजा हुई।

२५ अगस्त – गणेश चतुर्थी की पुण्य तिथि पर श्रीश्री अन्नपूर्णाक्षेत्र में श्रीश्री गणेश पूजा अनुष्ठित हुई।

१७ सितम्बर – इस संध्या में आध्यात्मिक सभा के २४वे पर्व पर 'कठोपनिषद्' पर अपूर्व व्याख्यान का परिवेशन किया गुरुभ्राता डाः वरुण दत्त ने।

२० सितम्बर – महालया के पावन दिवस पर श्रीश्रीमाँ के दर्शन हेतु बहुत सारे भक्तवृंद उपस्थित हुए। इस दिन अपूर्व भक्तिमूलक गीत प्रस्तुत किए श्रीमती लावणी लाहिड़ी ने।

Radha – Lalita – Durga: An Eternal Divine Braid

Madhurya is Prabrahman's
inner sunshine,
Whose touch transforms
all into instant divine;

The power of love, manifested as madhurya (the eternal mesmerizing divine beauty), is the finest culmination of all divine forces in existence. It subsumes every other force and melts it into the purest nature of the supreme – pristine love. Its ability to transform everything else into divinity is unequalled and all other strains of the supreme divine power are but expansions of this natural blissful core.

In Golaka manifests
the Eternal Divine Play,
Permeating all Existence
with Madhurya per se;

In the eternal divine world of Golaka where nirguna-saguna, one-two-infinity, all co-habit in the unified harmony of a parasamvitic (the eternal divine pulsation) existence, all forms and forces are but a variety of expressions of the central reality of parabrahman – manifested as Sri Radha-Krishna's divine unity-in-duality presence. Each element of this Golaka world and its multifarious forms ranging from Gopis, Gopikas, animals, birds, trees, rivers, to the air are all essentially expansions of Sri Radha-Krishna, each expressing some special aspect of divine existence. Their interactions create exchange-flows – of emotions or bhavas that are central to the leela or divine play for which 'One Became Many yet Remained One to Savour the One-in-Many-in-One Leela'.

It is the realm where
all Leelas originate,
The source that makes
all creations vibrate;

It is the origin-cause of emergence of all divine entities we see manifested in the ephemeral world. They are all rooted in this unique transcendental universe, be it the divine beings, spiritual kshetras, holy rivers, oceans or trees and plants. In Golaka they all have a living presence and form, in addition to their aprakrita (celestial) nature. We are aware of the stories of the birth of Ganga, Yamuna, Viraja, Vrindavan, Tulsi, etc, in Radha-Krishna's world and how they later manifested in the prakrita worldly creation. We now see how the supreme divine power, Devi Durga – who can single-handedly control the mighty force of 'dynamic kaala' (wheels of eternal Time) within creation while remaining untouched and unaffected by it – emerges from and is always integral to and connected with this eternal divine world.

Gopi-Gopikas are but
an expansion of Radha-Krishna,
Lalita, Visakha, et al
nourish their Madhurya-bhava trishna;

The eight Gopikas form the first expansion of Sree Radhika. They are her 'constant companions', literally as well as in terms of tattwa or fundamental principles. Among them, Lalita is her closest and principal companion. Lalita's father is 'Vishoka' and mother is 'Saradi'. Her husband is 'Bhairav' Gope. Like the other seven companions, Lalita also has her own expansion domain or circle of eight serving gopikas.

Through Lalita, Radha appears
as Durga Adya-Shakti,
Creation's Primordial Mother,
bestower of bhakti's shakti;

Like the other seven companions of Radharani, Lalita is said to have emerged

from the pores of Radhika's body. Her radiant form is akin to Yogamaya – the pristine Adyashakti. When she enters into managing creative principles, she takes up the form of Mahamaya or Durga. Her name as Lalita is also echoed in one of the forms of Durga – as Shodashi or Lalita-Tripurasundari, the origin of Supreme Mother Nature as Adi Parashakti, who powers the magnificent beauty of the three worlds and yet remains beyond. Thus Durga is essentially Radha, who takes her appearance by internalizing madhurya and radiating the same through the benevolent power of shakti and bhakti. The eternal lover becomes the eternal mother.

Devi Lalita-Durga

As Yogamaya she is
Madhurya's Aishwarya,
As Mahamaya she is
Aishwarya's Madhurya;

That is why Devi Durga, even while being the consort of Lord Shiva, is also referred to as "Tvam Vaishnnavi-Shaktir-Ananta-Viryia, Vishvasya Bijam Paramaasi Maya" or the endless power of Vaishnavi Shakti, seed of the universe and the supreme Maya projected over the substratum of Brahman. She is therefore Omkareshwari or the force which governs and manifests Omkar, the seed of creation. As Lalita-Shodashi, she is Parama Prakriti or the power behind primordial nature. She manifests as Lalita-Gouri and performs penance as Parvati not only to regain Lord Shiva but also to demonstrate the fundamental paths to perfection. Thus Durga and Radha are two appearances of the same entity in different realms.

Maa Durga is the redeemer of the demonized reckless,
The final liberating refuge of such hopelessly helpless;

Devi Durga is famous for being the slayer of Mahisasura. She emerged from the combined power of the better halves (shakti-sattas) of all Gods and divine beings and was bestowed with divine forces from various Gods. But since Durga is the eternal source of all forces, these powerful weapons, given to her as part of the divine play, were her own shakti in any case. Devi Durga slayed Mahisasura in three forms, first as the eighteen armed Ugrachanda and then in two forms of the ten-armed Durga. When his end came near, Mahisasura had a dream where Devi Bhadrakali was beheading him. He prayed fervently for her blessings. The Devi appeared before him and asked him to seek a boon. Mahisasura recapitulated the curse of Sage Katyayani, whose penance he had disturbed by taking the appearance of a lady. The sage had pronounced that Mahisasura would die in the hands of a woman. Now that his end was near, he requested Devi Bhadrakali to ensure that he would always be regarded as a servant at the feet of the Goddess. Devi Bhadrakali, who was Durga is another form, acceded to this prayer and granted that Mahisasura will be placed at her feet and always be worshipped along with her.

As Durga she is
the mother of Jiva,
As Radha she is
the mother of Shiva;

While Radha and Lalita are madhurya forms of the divine, Durga is the benevolent aishwarya form – whose eternal love is manifested by her unequalled power of liberating the entrapped soul in bondage who has lost all hope – typified in one way by the leela of the slaying of Mahisasura. She is Maheshwari, the culmination of the three forces of Mahakali, Mahalakshmi and Mahasaraswati, embodying them all and more. She is the union of Ichchha-Gyana-Kriya (divine Will-Wisdom-Work), the three principal forces needed for a Jiva's liberation and a Shiva's perfection. She is thus the mother of both Jiva and Shiva. Her love in this world is manifested as motherly love – a call to the mother never fails to catch her attention, be it from a saint or from a sinner. She is thus both the self-expression and bestower of the seed of both shakti and bhakti – Durga, Lalita and Radha are the purest expressions of the same supreme.

Srimati Radhika

Maa Durga

Durga and Radhika –
two faces of the same,
One becoming other
through Lalita's frame;

She manifests creation's seed
as Omkareshwari,
Appears as Parama Shakti –
Lalita-Tripurasundari,

As the Dasha Mahavidyas,
she sustains creation,
As Lalita-Gouri – shows
the path to resurrection;

She liberates the sadhaka
as Maa-Mahamaya,
And perfects her yogi-child
as Maa-Yogamaya;

Durga transmits Golaka's
Madhurya-bhav,
Through the divine radiance
of Motherly love;

Radha-Lalita-Durga –
forms of the same thread,
Parabrahman's finest –
an eternal divine braid.

Adapted from the works and words of Sree Sree Maa Sharbani,
—by **Prof. Partha Pratim Chakrabarti,** *her blessed child*

The Mother's Force is not only above on the summit of the being. It is there with you and near you, ready to act whenever your nature will allow it.

You have only to aspire, to keep yourself open to the Mother, to reject all that is contrary to her will and to let her work in you – doing also all your work for her and in the faith that it is through her force that you can do it. If you remain open in this way, the knowledge and realization will come to you in due course. **–Sri Aurobindo**

Biography of Manicklal Dutta

[A disciple of Mahavatar Sri Sri Babaji Maharaj]

(3)

In the year 1861, yogiraj Sri Sri Shyamacharan Lahiri mahasay received the unexpected and inconceivable benediction from Sri Sri Babaji Maharaj that the common people of the world afflicted with suffering will get the eligibility to receive the rare kriyayoga and attain enlightenment in the path of kriyayoga rather easily. This hallmark incident is known from his life history. Incidentally he remarked later on, "This beneficial and easy process of sadhana will spread throughout the world after forty years." When this great mahatma left his mortal coil in the year 1895, Manicklal was then only five years old. If one analyzes the blessings, initiation and instructions to Manicklal from Babaji Maharaj in 1911 and the method of his subsequent work, one can clearly visualize the connection between the prophecy of Lahiri mahasay' and his work and that Lahiri mahasay's work was continued and expanded by Manicklal. Moreover between 1925 to 1937, a great devotee of Manicklal, from England, named Cameron Kaar, went for three world tours, satisfied the rishis of the world and received their confession that the spiritual knowledge given by Manicklal is a true science catering to all castes and all religions. This English devotee, whose account has been given in the twelveth paragraph, met Manicklal in the year 1919 by the tryst of God, and dedicated himself to acquire knowledge (tattvagyana) and practise yoga sadhana.

Manicklal's father used to avail the vehicle of Rani Rashmoni for going to Dakshineswer often to get the pious company of Sri Ramkrishna Paramhansadev. Once Paramhansadev told him, "Your house will turn into a joyful ashram after forty years and will be the shelter of many artah[1] and jignasu[2] devotees from different parts of the country and the world."

Manicklal wrote in this context, "When I heard the news from my father at a stage, I was roving, through the pleasing walk of inspiration, I trusted the message, to reap a harvest, the lively Oracles of God.

Sri Sri Babaji Maharaj was fully conscious of the western influence and its culture. He instructed Sri Sri Yukteswar Giri, disciple of Sri Sri Shyamacharan Lahiri and a resident of Sreerampore to harmonize the fundamentals tenets of philosophy written by the Indian rishis and the religious scriptures of the west. Sri Yukteswar Giri wrote a book named 'Kaibalya Darshan' out of unending gratitude to the mahaguru's instruction.

[1]Artah – is one who on falling into the clutches of affliction, distress etc. adores God for getting rid of them
[2]Jijnasu – a seeker of knowledge, is one who is solicitous of self-knowledge, one aspiring for liberation.

Manicklal diffused the knowledge of the scriptures and the religious fundamentals to the artah[1] and jijnasu[2] devotees of Europe for long thirty four years between 1911 to 1945. The philosophers of the west considered Manicklal to be of higher category compared to Saint Paul and they commented regarding his discourse, "More pauline than Saint Paul." The Christian world believes in the "Second coming of our Lord." They admitted repeatedly that "Christ was reproduced" in Manicklal's work. Saint Paul remarked once, "I command upto you Phoebe our sister, which is a servant of the church, which is at Cenchrea (the port of corinth) that ye receive her in Lord, as becomes the Saints." Phoebe means 'Radiant', Cenchrea (a land of pandits) is an distorted form of Chinsurah and it was port once. Church indicates "The body of the Christ, the habitation of God through the Spirit."

The information regarding Jesus Christ, that are obtained from the holy Bible lead us to believe that Christ used to meet His favourite disciples and devotees in the "Dwelling House" secretly and the first of such meeting was conducted in the Upper room of "Dwelling House".

Manicklal used to stay in a solitary room, in the first floor of his house amidst the market of Kamarpara, for his sadhana and cultivation of knowledge and used to remain there in silent yogic meditation. He used to meet with his close devotees and deeply spiritual persons secretly in that room and gratify them. He used to justify in his secret meet with the devotees and say that open discussion of his Brahman-vidya would invite "crucification" like the Lord. Once Saint Paul remarked regarding "Phoebe" — "She hath been a succourer of many and myself also."

Manicklal used to say regarding this lady that she is presently known as Miss Sadie Cherry and associated with Sir Cameron Kaar of England for direct divine play. She was 84 years old in 1967. This divine lady got unexpectedly connected with Manicklal and expressed her divine entity through mind internally and letters outwardly. Some facts regarding this has been added later on according to my ability.

There is a great similarity between the talks of God in the mentioned "scripture" and the work pattern of Manicklal as is evident form a critical analysis of his works. There is no doubt that Manicklal's pious appearance was chiefly aimed at the Christian world.

...to be continued

—Sri Ardhendu Sekhar Chattopadhyay
Translated into English
by Her Blessed Child **Dr Barun Dutta**

Forthcoming Events

Kojagari Laxmi Puja: 5th October, Thursday
Raas Purnima: 4th November, Saturday
Annual General Meeting: 19th November, Sunday
Anniversary of the enthronement ceremony of Mata Annapurna: 27th November, Monday
Anniversary of the enthronement ceremony of Sri Laxmi-Janardanjiu: 28th November, Tuesday
Birth Anniversary of Sree Sree Sarada Maa: 9th December, Saturday
Spiritual Congregation: 25th Dec, Monday
Enthronement Anniversary of Sri Sri Guru Maharajas : 14th Jan, 2018, Sunday

Sri Sri Saroj Baba as Spiritual Supremo

(40)

Sri Sri Baba in the holy company of Sri Sri Durga Prasanna Paramhansa—

Sri Sri Baba had a deep and hearty relationship with Sri Sri Durga Prasanna Paramhansadeb. Sri Sri Baba said that he had his holy company for a considerable period of time. Once they went together to Gangasagar. They were taking bath in the Ganga together, suddenly Sri Sri Baba pulled the kaupin (loin cloth) of Durga Prasanna Paramhansadeb and threw it far off in the river. Paramhansadeb, not at all disturbed at this, swimmed and brought back his kaupin from the water in a moment and then both of them broke into laughter. They were bathing in the river when suddenly again Sri Sri Baba said, "Look! a mango is being carried away by the stream of water there, can you hold it?" Paramhansadeb saw a ripe mango floating in the turbulent stream of Ganga. He tried to hold that mango repeatedly with a gentle smile but in vain. He noticed that the fruit was caught in a whirlpool in the stream of the river but, when with repeated attempts he couldnot hold it, he accepted defeat from his friend surprisingly and embraced Sri Sri Baba with great joy. He said, "Bravo!" and then both of them embraced each other and exchanged love. The mango disappeared in the river and nobody was aware of it. Paramhansadeb understood that Sri Sri Baba himself executed this sublime play by the dint of his yogic power. Paramhansadeb was greatly elated to know that Sri Sri Baba had become a fully accomplished saint and was a 'Jivanmukta'. Their relationship became more intimate. Sri Sri Saroj Baba used to have intimate relation with the other mahatmas in this way in divine rasaa.

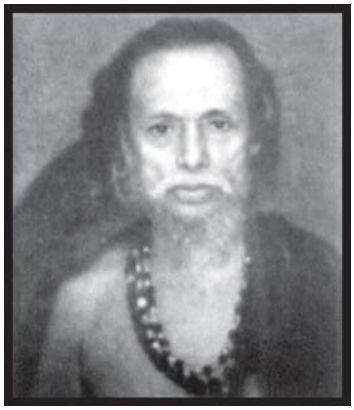

Sri Durga Prasanna Paramhansa

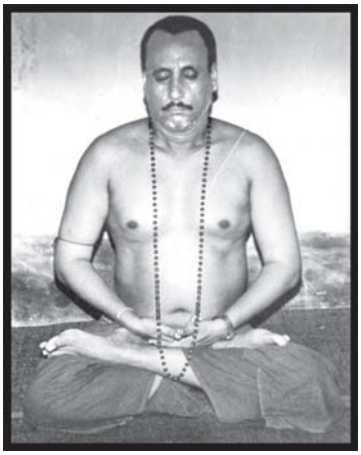

Sri Sri Baba used to go to Sri Sri Durga Prasanna Paramhansadeb since long past for actual satsang. Paramhansadeb was elder to Sri Sri Baba. When they first met each other, Sri Sri Baba was not fully realised then. Later on Sri Sri Baba disappeared into the Himalayas at Vyaspeeth and after fourteen years came down to the locality for some time by the order of his Guru, when this incident happened. Sri Sri Baba conveyed Durga Prasanna Paramhansdeb through this incident, that he too have become a Paramhansa by this time. One Paramahansa recognised the other through this incident. Sri Durga Prasanna was greatly elated to know that Sri Sri Baba had become a full fledged Paramhansa as he always desired and expected to see Sri Sri Baba shine in his old pristine glory. He said long time back that he was not the 'Sadguru' of Sri Sri Baba and that he would meet his sadguru in time. His word came true in Sri Sri Baba's life.

I heard the above incident from Sree Sree Maa Sharbani. Sree Sree Maa was aware of the mighty yogic feats of Sri Sri Baba and she heard several such incidents from him.

(41)

Sri Sri Baba in the holy company of Sri Sri Kishori Bhagwan—

Sri Vigyanjyoti Shyam is one of the uncles of Sree Sree Maa. He was an ardent follower and a disciple of Sri Sri Baba. Sree Sree Maa heard a few suprasensual and divine incidents of Sri Sri Baba's life from him.

Sri Sri Baba was highly fond of sweet curd. Sri Sri Baba frequently had sweet curd from Joydev's shop near his house. One day Sri Sri Baba had great longing in having curd but he couldn't due to some reason or the other. That same night, when Sri Sri Baba was lying in the mosquito net, he saw Bhagwan Sri Kishori Mohan appear in his room with a soft graceful moonlight at midnight! Kishori Baba called by his name, entered inside the mosquito net and sat. He told Sri Sri Baba, "I came to feed you curd. You are so fond of curd? I will feed you curd from my world, you won't be able to forget its taste." He gave curd in a beautiful container to Sri Sri Baba to have it. Sri Sri Baba took the container in his palm and addressed Bhagwan,"Won't you share with me?" Bhagwan replied, "You have it, I have brought it only for you". Sri Sri Baba started having the curd and he relished the divine taste for a long time. Sri Bhagwan also became satisfied as Sri Sri Baba had it. Before leaving, Bhagwan asked Sri Sri Baba, "How was the curd?" Sri Sri Baba said, "I never had such delicious curd. Where does the curd belong to?" Sri Bhagwan said, "This curd is the divine product of the eternal world." With these words Sri Bhagwan disappeared and with him disappeared the soft moonlight. Sri Sri Baba said that he passed the day in great joy. Henceforth Sri Sri Baba never had an intense desire of having curd any more.

(I have heard the above incident from Sree Sree Maa. She said, "A divine play is always unique and astounding.")

(42)

There is another pleasant episode of Sri Sri Baba with Sri Sri Kishori Bhagwan. Sri Sri Baba just started visiting Sree sree Maa's paternal house. Then our Sree Sree Maa used to stay in her parents' house, so Sri Sri Baba used to visit her every night in his subtle body. Some of Sri Sri Baba's ardent followers and disciples took birth in Sri Sri Maa's paternal family. Hence Sri Sri Baba established a very warm relation with the Shyam family. Such depth of relation is not seen anywhere else.

One night Sri Sri Baba reached the house and was climbing up the steps and walking towards Sree Sree Maa's room. Suddenly he saw Bhagwan Kishori Mohan coming out from another room with divine luminosity and telling him, "Now that you have started coming here I need not come any more." Sri Sri Baba said, "Why, so? I visit only a few of the family members, you have to look after the other members of the family. Can't two of us visit the same place? Sri Bhagwan agreeeing to Sri Sri Baba said he will continue visiting as before. From then onwards they used to meet often. Sadguru is actually the Almighty God in the human embodiment. They look after the welfare of all, unnoticed.

(43)

Satgurus are extremely rare in this world. They can make even the impossible possible in a moment by their will power. I received the blessings of such a very powerful jagatguru. Myself and my fellow disciples are a witness to many such wonderful incidents. Bapida, one of our gurubrothers, is a competent kriyayogi and was very close to Lahiribaba. Bapida used

to be a full-time companion of Sri Sri Baba for sometime and was a witness of several incidents. I narrate a few such incidents in Bapida's words -

"Many gurubrothers and sisters used to sit with Baba for satsang. There was one lady fellow disciple named 'Kalpana' with us. Kalpana used to stay beside our house i.e., adjacent to Baksara High School. Her elder brother Samirda, used to suffer from agonizing pain due to some kidney ailment. Kalpana used to bring Baba to her house, who in turn would narrate stories to him and gently palm his lower abdomen with water, which brought him relief. In this way whenever Samirda was in distress, Baba would bring relief to him. One day, suddenly at 11pm, Samirda felt severe pain in his lower abdomen, so much so that he felt like he would have a cardiac standstill. On receiving the news, Baba rushed there with me (Bapida) and Gopalda (another gurubrother), touched his lower abdomen and went into trance. Samirda's pain was totally relieved and surprisingly, Samirda became fit after this episode and still now leading a healthy life. This is how a jagatguru's blessing is showered."

When I meditate on Sri Sri Baba and Sree Sree Maa, I feel with my inner senses, that Baba is immersed in yogic samadhi like Devadidev Maheswara in the Himalayas and Sree Sree Maa is showering her infinite compassion on her children in this locality like Parvati Raj Rajeswari Annapurna. *...to be continued*

-Sri Pradip Chattopadhyay, Shibpur

-*Translated into English by Her Blessed Child* **Dr Barun Dutta**

Gems From the Garland of Letters

[Letters of Bhagwan Kishori Mohan]

(24)

Spiritual Advice Towards a Disciple

(...Continuing)

Knowledge and devotion should be perceived in unison and considered complementary to one another. An overall understanding of the essential principles of spirituality is first received from the Guru as well as the spiritual scriptures; meditative practice in the path of devotion follows later at a more advanced stage. Meditative practice in the devotional-path keeps the mind continually immersed in selfless divinity and thereby empowers and enables it towards progressive revelation of the Universal Consciousness (*Brahma Gyan*).

At the initial stages, this devotion-interlaced penance is attributed with an essential sense of separation between the *bhakta* and *Bhagwan*. However, this naturally matures in time into Divine Oneness as the heart progressively purifies itself. Then Knowledge radiates out in its full glory liberating the *Jeeva*. The spiritual scriptures have referred to this initial stage of the devotional-path as *gauni-bhakti* or *lower-bhakti* and to the matured state as *para-bhakti* or *supreme-bhakti*. *Para-bhakti* is extremely subtle, intense, ambrosial in its experience as well as all-revealing. The eighteenth chapter of the *Bhagwat Gita* expresses thus,

"Dhyaana-yoga-paro nityam
vairaagyam samupaashritaha
Vimuchya nirmamaha shaanto
brahma-bhooyaaya kalpate"

"Brahma-bhootaha prasannaatmaa
nashochati na kaankshati
Samaha sarveshu bhooteshu
madbhaktim labhate paraam"

Meaning: Continued meditative practice makes the seeker ever immersed in absolute dispassion. Being detached from distractive (*rajah*) and delusive (*tamah*) traits, his mind is perpetually established in unwavering focus towards exposition of the eternal essence (*vishuddha sattwa-guna*). This state is referred to as *Brahma-bhuta*. The mind liberates itself from all forms of grief, meanness and desire. The seeker attains everlasting serenity, joyfulness and equanimity towards all beings. It is at this stage when Knowledge-revealing supreme *para-bhakti* blossoms within. Then, Lord Krishna further says,

"Bhaktyaa maam-abhijaanaati
yaavaan-yash-chaasmi tattvataha

Tato maam tattvato gyaatvaa
vishate tad-anantaram"

Meaning: Through transcendental devotion (*para-bhakti*) the seeker knows me in essence, as I am. Having known this truth, he enters into ultimate Union with Me.

Here, *bhaktya* refers to the influence of *para-bhakti* and *abhijanati* refers to the reception of essential knowledge. The spiritual aspirant has already assimilated an overall understanding about the ways of the divine. Now, *para-bhakti* ushers within him the essential knowledge of the *Paramatma* or Universal Consciousness. The seeker realizes the Lord as the *all-pervading* One and in principle (*tattvataha*), as the manifestation of *Sachchidananda* or Existence-Consciousness-Bliss.

All verses in the *Bhagwat Gita* containing the word "*tattvataha*" refers to the manifestation of the enlightened Self as *Sat-Chit-Ananda* beyond the tri-attributed mental traits.

"*Tato mang tattvato gyataa"*

Meaning: *Tattvataha* refers to the revelation of the unattributed (*nirgun*), disillusioned (*mayateet*) and transcendental (*sarvateet*) Self as the manifestation of *Sat-Chit-Ananda.* Subsequent to this realization, he enters into ultimate Union with Him— This is what is referred to as *Nirvana-Mukti* or *Kaivalya-Mukti*. An earlier verse points to this aspect proclaiming,

"*Abhito brahma-nirvanam*
vartate viditatmanam"

Meaning: When truth-lit Knowledge of the Self blooms within, Brahma-Nirvana is attained both in life and also when the mortal-coil is relinquished. This is the fullest and absolute attainment of Brahman (*Brahma-prapti*). In this regard, the *shruti* says,

"Brahmapi san Brahmapnoti"

Meaning: It is not that the seeker was originally separate and distinct from Brahman and then attained Brahman through penance. Rather, he is and was always an expression of the Brahman. However, the seeker has now attained the perfected realization of this eternal Truth by liberating himself from all mental attributes; he submerses himself in absolute tranquility and inner bliss.

Some people are of the opinion that experience of the emotive-aspect (*rasa*) can only occur through meditative practice in the devotional-path and that such an experience is not possible in *Nirvana* or *Kaivalya-mukti*. This is a misconception. The shruti proclaims,

"Raso vai sah anandam vai sah

Anandena saha anandi bhavati"

Meaning: The Universal Consciousness (*Paramatma*) is in itself the absolute expression of the emotive-aspect (*rasa*) as well as Bliss (*Ananda*). The individual soul becomes blissful after attaining that Bliss. The *shruti* has described Him as the One undivided and infinite ocean of *Rasa* itself, the endless source of all emotions. The spiritual aspirant is divinely possessed by even a few droplets from that ocean of *Rasa* which trickle down unto him. In liberation, the *jiva* qualifies himself as an heir to this Complete and Undivided source of *rasa*. Therefore, it is an illusory and impossible proposition that the ultimate Root is devoid of *rasa*, while the branches contain it. The shruti says,

"*Jale Jal siktam...*"

Meaning: Just as a bucket of water extracted from the ocean looses its separate identity when thrown back to the ocean, unifying with the undivided all-pervading Consciousness, the *jiva* attains eternal and infinite universality. In the *Vedanta-darshan* we find,

"*Atoyantena tathahi lingam*"

Meaning: The universal undivided Consciousness cannot be separated into categories. He is beyond all qualifications or compartmentalization. Liberation in *videha-mukti* reveals this truth.

Being veiled by the illusory influence of *maya*, the *Jiva* cannot realize his original essential Self; he realizes later. The Bhagwat Gita says,

"Daivee hyesha gunamayee
mama maya duratyaya
Maameva ye prapadyante
mayam-etam taranti te"

Meaning: My divine *maya*, comprised of the *gunas*, is hard to overcome. Only those who seek my refuge, cross it easily. The complex and stiff hurdle of *maya* may be overcome through meditative practice in the path of *bhakti-yoga*.

—*Her blessed child,* **Sri Arnab Sarkar**

The Philosophy of Truth

The Proof of Unreality of the World

Chapter 10

Bhakta: O bhagawan, what is falsehood then?

Mahatma: Anything which was not present before, which exists at present and will not exist in future i.e. that which doesn't exist in all the three periods of time or like cloth in string or ear-ring in gold, a substance which doesn't exist but appears to be existent, that is designated as 'falsehood' or 'maya'. Suppose you are a son of a poor man. Yesterday night you saw a dream that you have become a king and lying on a gold bed in a palace. You are served by a lot of attendants, so many elephants, horses and wealth are ready for your enjoyment. But when the dream broke, you could understand that the attendants and the mass of wealth that you had seen were also false, nothing belonged to you. You neither possessed these royal wealth in the waking state, prior to your dream, nor do you possess them now after dream. The wealth appeared to exist in the dreaming state for a short while. Though the elephant, horse of the dream state was non-existent, it appeared to be truly existent during dream and your mind, out of ignorance, had also used those materials in the dream state thinking them to be true. Hence this is designated as 'mithya' or 'maya' or

falsehood. Similarly, there is no snake in the rope, but the snake appears to be existent; hence the snake is false, rope is truth. In the desert, the mirage gives the false impression of water, though water is non-existent. This phenomenon where the object which is non-existent, appears as existent and this is called 'mithya'. My son! As the snake is not visible in the rope, the sky appears blue, similarly this world appears on Brahman. When this knowledge dawns on onself, the true nature of Brahman is unveiled.

Mahatma: O son! Vedanta asks 'How do we call this phenomenal world that we see around as maya or mithya? In reply, it states what is the problem in this world manifesting? It is the ornament of maya to project the falsehood as existent. The elephant of dream is visible though non-existent, similarly 'mithya' is visible even though it is non-existent.

...to be continued

(Excerpts from Sri Kalikananda Abadhoot's "Satya-Darshan" in Bengali)

-*Translated into English by Her Blessed Child* **Dr Barun Dutta**

Who Am I

1. *"Of all the thoughts that rise in the mind, the thought 'I' is the first thought."*
2. *"What is called mind is a wondrous power existing in Self. It projects all thoughts. If we set aside all thoughts and see, there will be no such thing as mind remaining separate; therefore, thought itself is the form of the mind. Other than thoughts, there is no such thing as the mind."*
3. *"That which rises in this body as 'I' is the mind. If one enquires 'In which place in the body does the thought 'I' rise first?', it will be known to be in the heart. Even if one incessantly thinks 'I', 'I', it will lead to that place (Self)'."*
4. *"The mind will subside only by means of the enquiry 'Who am I?' The thought 'Who am I?' destroying all other thoughts, will itself finally be destroyed like the stick used for stirring the funeral pyre."*
5. *"If other thoughts rise, one should, without attempting to complete them, enquire, 'To whom did they arise?' it will be known 'To me'. If one then enquires 'Who am I?', the mind (power of attention) will turn back to its source. By repeatedly practicing thus, the power of the mind to abide in its source increases."*
6. *"Knowledge itself is 'I'. The nature of (this) knowledge is existence-consciousness-bliss."*
7. *"The place where even the slightest trace of the 'I' does not exist, alone is Self."*
8. *"The Self itself is God."*

—Sri Ramana Maharshi

News in Brief

9th July - Prasad was offered to Sri Sri Gurumaharajas and distributed in the afternoon on the holy occasion of Guru Purnima. In the evening, Sree Sree Maa gave darshan and provided important spiritual

Sree Sree Maa releasing the hindi book, "Usha ka Aloke"

instructions to the devotees present. The previous issue of the journal along with the book "*Usha Ka Aloke*" (in Hindi) written by Sree Sree Maa was released. After this, a musical programme of devotional songs was presented by the ashramites.

6th August – On this day, in the morning, Sree Sree Maa herself delivered an enlightening discourse on the essential principles and the mechanisms in the path of Kriyayoga. Along with Sree Sree Maa's disciples, many non-initiated devotees also attended this satsang and were spiritually inspired and motivated by this discourse.

13th August – On this day Sree Sree Maa, alongwith some disciples visited 'Prem Kutir', an Ashram in Rishra.

15th August – Like every year, on the holy occasion of Sri Krishna Janmashtami, prasad was offered to Sri Sri Radhamadhava in the afternoon. To pay homage to our beloved Sri Sri Baba on his birth

anniversary, a beautiful cultural programme was organized in the evening. Sree Sree Maa along with the ashramites presented a set of *bhajans*. The audience was mesmerized by the beautiful enchanting devotional songs by Sree Sree Maa.

23rd August – On this day, the worship of Sri Sri Ramdev Baba was performed in the Ashram premises.

25th August – On the auspicious occasion of Sri Sri Ganesh Chaturthi, the worship of Lord Ganesha was performed at the premises of Sree Sree Annapurna Kshetra.

17th September – On this day, the twenty-fourth session of the 'Adhyatmik Sabha' was organized. In this session, our Guru-brother Dr. Barun Dutta continued with the discourse on "Kathopanishad".

20th September – On the occassion of Mahalaya, a large number of devotees arrived at the Ashram to have a darshan of Sree Sree Maa. In the evening, beautiful religious songs were presented by Smt. Laboni Lahiri.

Notice

Annual library membership fee of Rs. 100/- (for proper maintenance of books) has to be deposited before 31st January, 2018.

Publication List 1

Subscription for Hiranyagarbha

Hiranyagarbha is a quarterly journal. The subscription fee for the journal in case of hand collection is **Rs. 80.00** and for postal delivery is **Rs. 100.00** per year (within India). Subscription forms may be obtained at the Ashram premises or by emailing to akhanda.mahapeeth@gmail.com. For information and help, contact Sri Arnab Sarkar (Mob. 094748-96776), Smt. Keya Chakraborty (Mob. 094324-56831), Sri Mohit Shukla (Mob. 094321-70365); Website : www.akhanda-mahapeeth.org.

হিরণ্যগর্ভের গ্রাহক হবার জন্য অথবা গ্রাহকত্ব পুণর্নবিকরণের জন্য
নিম্নের ফর্মটি পূরণ করে আশ্রমের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

Form No. .....

Akhanda Mahapeeth
Mata Sharbani Trust

Hiranyagarbha Subscription Form/Renewal Form

1. Subscription in Favour of (Name) : .....
2. Address : .....

.....

.....

3. Phone No. 1..... 2..... Email : .....
4. Period of Subscription : ☐ 1 year / ☐ 2 years / ☐ 3 years.

   From (Date) : ..... To (Date) : .....
5. Delivery Mode : ☐ Hand Collection / ☐ Postal Delivery.
6. Payment Mode : ☐ Cheque / ☐ Cash. Amount in Rs. .....

.....

Details of Cheque (drawn in favour of "Mata Sharbani Trust").....

.....

7. Checked by (Name) : .....

Signature :.....Date :.....

Publication List 1